মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৫ম বর্ষ • ১১তম সংখ্যা • রজব -১৪৩৮ • এপ্রিল-২০১৭

ডোমকল ব্রিজ মোড়, বাবুলগোনা আহলে হাদীস জামে' মসজিদ

www.masiksaralpath.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক
সরল পথ

রেজিঃ নং ঃ WBBEN/2012/45211

৫ম বর্ষ ঃ ১১শ সংখ্যা
জুমাদাল উখরা-রজবঃ ১৪৩৮ হিজরী
চৈত্র-বৈশাখ ঃ ১৪২৩-২৪ বাংলা
এপ্রিল ঃ ২০১৭ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১
সহ সম্পাদক ঃ ৯১৫৩২৩৫৮১৩

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৫ টাকা, বাৎসরিক- ১৭০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২০০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

স্বত্ব ঃ সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট।
সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

সূচীপত্র **পৃষ্ঠা**

★ সম্পাদকীয় ২
★ দারসে কুরআন — আব্দুল্লাহ্ সালাফী ৩
★ দারসে হাদীস — আতাউর রহমান সালাফী ৫
★ প্রবন্ধ ঃ
- ❐ ফিক্হুল হাদীস — তাজাম্মুল হক সালাফী ৮
- ❐ উজ্জ্বল মোতিসমূহের সোনালী উপহার ১২
  — আবূ হাবীবাহ্ সানাবিলী
- ❐ ব্যভিচার ও সমকাম ১৭
  — মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ
- ❐ বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী ১৯
  — ভাষান্তর ঃ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নূর হুসাইন
- ❐ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ঈলার ঘটনা ২৩
  — আবুল বাশার ইমরান
- ❐ মুহাম্মাদ (সঃ) নং ১ ২৫
  — ভাষান্তর : আক্মল হোসেন
- ❐ স্বলাতের মধ্যে সাজদায় যাবার আগে হাঁটু রাখার দলীলসমূহের পর্যালোচনা ২৮
  — আহমাদুল্লাহ্
- ❐ রমাযানের সওগাত ১৪৩৮ হিজরী ৩২

★ জানা অজানা ৪২
★ সওয়াল জওয়াব ৪৩
★ সংগঠন সংবাদ ৪৭
★ স্বলাতের সময় সারণী ৪৮

সম্পাদকীয়

উত্তরপ্রদেশে বি.জে.পি-র ক্ষমতা দখল !!!

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত — রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, ''তোমরা সময়কে গালি দিও না, কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন, আমিই সময় (অর্থাৎ সময়ের হেরফের আমিই করি), দিবা ও রাত্রির আমিই নিয়ন্ত্রক, আমি সেগুলিকে নতুন আঙ্গিকে নিয়ে আসি ও পুরানো করে দিই এবং রাজা (বা নেতা সমূহের) পরে (নতুন) রাজা (নেতা) নিয়ে আসি'' (মুসনাদু আহমাদ ১০৪৩৮, হাদীসটি হাসান)।

মহান সৃষ্টিকর্তা ও বাদশাহর বাদশাহ মহান আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বসপা, সপার পর বিজেপি তথা যোগী আদিত্যনাথ ও তাঁর সতীর্থদের বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। মুসলিম তথা বিরোধীদের সমস্ত পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছাই কার্যকর হয়েছে। আর.এস.এস. ও তাদের রাজনৈতিক মুখ বিজেপির দীর্ঘদিনের লালিত ইচ্ছা আপাতত পূরণ হতে চলেছে বলে অনেকেই অঙ্ক কষে চলেছেন। প্রতিটি ছোটো বড়ো ঘটনা দুর্ঘটনার পেছনে কার্যকারণ অবশ্যই নিহিত থাকে। আমরা এখানে ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিধানের আলোকেই নাতি দীর্ঘ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব। আরাবী প্রবাদে আছে, 'নিশ্চয় দেশ কুফ্র-সহ স্থায়ী হয়, কিন্তু অত্যাচারের জন্য ধ্বংস হয়', অর্থাৎ দেশবাসী যদি মহান স্রষ্টার উপাসনা ত্যাগ করে অন্য কিছুর উপাসনা করে যা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ও অধিকার বিরুদ্ধ তাতেও ক্ষমতা অটুট রাখেন। কিন্তু যদি পারস্পরিক যুল্ম ও অত্যাচার বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যায়। নরসিংহ রাও-র আমলে বাবরি মাসজিদ ধ্বংস ও তার প্রতিক্রিয়াতে হাজারো মুসলিম-অমুসলিম খুন-নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু তার প্রতিরোধে রাষ্ট্রের যা করণীয় তা করা হয়নি। সেদিন হতে স্বাধীনোত্তর ভারতের ক্ষমতাসীন পার্টি কংগ্রেসের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অতঃপর মযলূম মানুষের হিতে কাজ করার জন্য মুলায়ম, মায়াবতী, অখিলেশ তখ্তে আসীন হোন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ রুখতে তাঁরা ব্যর্থ হন। অথবা তাঁরা এ বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। নতুবা অসংখ্য মুসলিম যুবককে মিথ্যা ও পরিকল্পিত অভিযোগের ভিত্তিতে পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের পর বৎসরের পর বৎসর কারার অন্তরালে পুলিশ ও আদালত আটকে রাখেন, আর সরকার তাঁদের বিলাস বহুল জীবন ও ভাতা বৃদ্ধি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কুকুর, গোরু ও অন্য পশুদের পিটিয়ে মারলে বিচারের জন্য দেশে আইন আছে, কিন্তু যারা নিরপরাধ মানুষকে বিনা বিচারে ও বিনা অপরাধে খুন করে তাদের কোনও বিচার নেই। বিগত সরকার সমূহ — কংগ্রেস, বসপা-সপা যা কিছু করেছে তাতে তাদের কিছু প্রাপ্তি আছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''অনুরূপ ভাবে আমি এক অত্যাচারীর উপর অন্য অত্যাচারীকে সক্রিয় করে তুলি তাদের কৃত অপরাধের (শাস্তি দেওয়ার) জন্য'' (সূরাতুল আন্আম ১২৯)।

সুতরাং তারাও অত্যাচারী ছিল, তাদের চাইতেও বেশি অত্যাচারীর দ্বারা শায়েস্তা করাই হলো মূল লক্ষ্য। অপরদিকে মুসলিমগণ নিজেদের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ হারিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির ভক্ততে পরিণত হওয়ার পরিণাম ভুগে চলেছে। ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করার চরমতম নির্দেশকে উপেক্ষা করে শত দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্র বাস্তবায়ণ একজন মুসলিমের জীবনের মূল লক্ষ্য হলেও তা আজ উপেক্ষিত ও উপহাসের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অতএব আমরা পরিবর্তন না হলে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না, এটাই হল আল্ কুরআনের ঘোষণা (সূরাতুর রা'দ ১১)।

পরিশেষে আর.এস.এস. তথা বিজেপি নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, সৃষ্টি জগতের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন, অন্যথা —'নদীর একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে এই তো নদীর খেলা, সকাল বেলায় আমীর রে ভাই, ফকীর সন্ধ্যা বেলা'-র ঐতিহাসিক সত্য আপনাদের জন্য ও অপেক্ষমান।

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

পার্থিব লালসা ইহকাল ও পরকালের জন্যে ক্ষতিকর

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ۝ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝

যারা দুনিয়ার (লাভ) চায়, সেখানে আমি যা দেওয়ার ইচ্ছা করি এবং যাকে দেওয়ার ইচ্ছা করি তা দ্রুত দিয়ে দিই। অতঃপর তার জন্য আমি জাহান্নাম নির্দ্ধারণ করি, যেখানে সে অপমানিত ও (জান্নাত হতে) বঞ্চিত হয়ে প্রবেশ করবে। আর যারা আখিরাতের (কল্যাণ) কামনা করে এবং তার জন্য উপযুক্ত প্রচেষ্টা করে, এদের প্রচেষ্টার (উপযুক্ত) বিনিময় প্রদান করা হবে। (দুনিয়াকামী এবং আখিরাতের কল্যাণকামী) প্রত্যেককেই তার চাহিদা অনুযায়ী আমি দিই। তোমার রবের দেওয়াটা কোনো ক্রমেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তুমি লক্ষ্য করো কীভাবে আমি (পৃথিবীতে সম্পদ, সম্মান ইত্যাদিতে) একে অপরের মাঝে ব্যবধান রেখেছি। তবে পরকাল অবশ্যই মর্যাদাতে অনেক বড় ও মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠতর (সূরাতুল ইসরা ১৮-২১)।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর তা সম্পাদনের জন্য পৃথিবীতে আমাদের বিস্তার ঘটিয়েছেন। সকল জীবের আত্মা যা কিয়ামাতের সকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে আসবে জন্মের মাধ্যমে তা আল্লাহ্র নিকট হতেই আসে। আমরা কর্মসূত্রে মহান স্রষ্টার নিকট হতে প্রবাসে এসেছি যার নাম দুনিয়া বা পৃথিবী। মৃত্যুর মাধ্যমে পুনঃরায় আল্লাহ্র নিকট আমরা ফিরে যাব। আমাদের পাশে বিচরণকারী হিন্দু তথা অমুসলিম ভাইগণ মৃত ব্যক্তির জন্য স্বর্গীয় কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। যার অর্থ দুটি হতে পারে। (ক) সৃষ্টিকর্তা যেন তাকে নরকে নয় স্বর্গে স্থান দান করে। (খ) আল্লাহ্র নিকটস্থ স্থানসমূহ স্বর্গ নামে চিহ্নিত, আর ইহজগৎ মর্ত্য নামে পরিচিত।

ইসলামী আকীদা বা বিশ্বাস অনুযায়ী মর্ত্যটি দুনিয়া ও পরের জগৎ আখিরাত বা পরকাল হিসাবে চিহ্নিত। তবে আমরা সকলেই আল্লাহ্র নিকট হতে এসেছি আর তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন —

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ .

মহান আল্লাহ্ আত্মগুলিকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেন, যখন সেগুলি মৃত্যুবরণ করে (অর্থাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে ইহলোকের শরীর ত্যাগ করে) আর ঐগুলিকে আয়ত্তে নিয়ে নেন যখন সেগুলি ঘুমিয়ে যায় (মরে যায় না)। অতঃপর (আল্লাহ্) যার মরণ চূড়ান্ত তাকে আটকে দেন (সে আর ফিরে আসে না) (আর যারা ঘুমিয়ে মরার মত থাকে তাদের আত্মাগুলিকে) তিনি ফেরৎ পাঠান নির্দ্ধারিত সময় অবধি। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে (সূরা যুমার ৪২)। সুতরাং ফিরে যাওয়া তখনই হয় যখন কোথাও যাওয়া হয়। সেখান থেকে পূর্বের স্থানে আসাটাকেই প্রত্যাবর্তন বা ফিরে আসা বলা হয়। কেউ মারা গেলে আমরা পড়ি — اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

অর্থাৎ সকলেই আল্লাহ্র , আর আমাদের তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে।

নাতিদীর্ঘ আলাচনা দ্বারা আশা করি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, আমরা বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এসেছি বা আল্লাহ্ আমাদের পাঠিয়েছেন। আর তা হল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। বলা বাহুল্য এজন্য পুঁজি স্বরূপ তিনি আমাদেরকে আয়ু দান করেছেন, যার শুরু ও শেষ আছে। আল্লাহ্ বলেন —

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

যিনি মরণ ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করতে এই মর্মে যে তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমল করছে। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল (সূরাতুল মুল্‌ক ২)।

কবি বলেন —

ভবের বাজার ফুরিয়ে এল, সওদা করা হল না।

অপর স্থানে বলেন —

মহাজনের পুঁজি লয়ে ভবের হাটে এসেছি
সওদা করা যেমন তেমন পুঁজির দফা সেরেছি।
কোন্ মুখেতে দেশে ফিরি তোমরা সবে বল না
ভবের বাজার ফুরিয়ে এল, সওদা করা হল না।

কিয়ামাতের দিনে অন্যতম প্রশ্ন হবে, 'বয়স কোথায় খরচ করেছে' (তিরমিযী ২৪১৭, সহীহ্ তারগীব ৩৫৯২)। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আগমন, তার জন্য কাম না করে, অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে সঠিক বোধ হতে আল্লাহ্ বঞ্চিত করে রেখেছেন। সূরাতুল ইসরার আয়াতে আল্লাহ্ স্পস্ট বলেছেন, দুনিয়া যে চাইবে, যতটা চাইবে তা আমি দেব না। বরং আমার ইচ্ছামত যতটা আমি চাইব এবং যাকে চাইব আমি দেব অতঃপর তার জন্য জাহান্নাম নির্দ্ধারণ করে দেব।

পরকালের কল্যাণ শুধুমাত্র মুখে এবং হৃদয়ে কামনা করলে হবে না, বরং তার জন্য চাই যথাযথ প্রচেষ্টা। অন্যথা দাবীর ভিত্তিতে তা অর্জন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আসুন আমরা তা লাভের জন্য সর্বাত্মক পরিশ্রম করি। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا كَمَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهٗ هٰذِهٖ فِى الْيَمِّ وَ اَشَارَ يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ بِالسَّبَّابَةِ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ.

আখিরাতের তুলনায় পৃথিবীর অবস্থা হল তোমাদের মাঝে ওই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের তর্জনী আঙ্গুলটিকে সমুদ্রে ডুবানোর পর উঠালে তাতে কতটুকু পানি থাকে। (একদিকে অন্তহীন সমুদ্রের পানি, অপর দিকে আঙ্গুলের ডগায় লেগে থাকা পানি। অর্থাৎ আখিরাত হচ্ছে সমুদ্র, আর তর্জনীর পানি হচ্ছে দুনিয়া।) বুঝায় যাচ্ছে, দুনিয়ার মূল্য কতটুকু (সহীহ্ তারগীব ৩২৪৫)।

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.

যদি পৃথিবীর মূল্য আল্লাহ্‌র নিকট মশার ডানার সমানও হত, তাহলে কোনো কাফিরকে এক ঢোক পানি পান করতে দিতেন না (সুনানুত্তিরমিযী ২৩৩০)।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরও বলেন —

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَ مَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى.

যে দুনিয়াকে ভালবাসল সে নিজের আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করল, আর যে আখিরাতকে ভালবাসল সে নিজের দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করল (দুনিয়া অস্থায়ী, আখিরাত স্থায়ী)। সুতরাং অস্থায়ীর উপর স্থায়ী (লাভকে) অগ্রাধিকার দাও (সহীহ্ তারগীব ৩২৪৭)।

পৃথিবী হতে আমরা অতটাই গ্রহণ করব যাতে আখিরাতের ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন — আমীন।

বিধিবন্ধ ঘোষণা

ফর্ম নং - ৪, রুল - ৮ নং দ্রঃ

'সরল পথ'-এর সত্বাধিকার ও অন্যন্য তথ্যাদি সম্পর্কিত

১। প্রকাশনার স্থান ঃ উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল) পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
২। প্রকাশ কাল ঃ মাসিক
৩। মুদ্রক ঃ সরল পথ ট্রাস্ট
৪। সত্বাধিকার ঃ সরল পথ এডুকেশনাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট
৫। প্রকাশক ঃ সেখ হাবিবুল
৬। সম্পাদক ঃ তাজাম্মুল হক সালাফী
প্রকাশক ও সম্পাদক উভয়ের —
(ক) জাতীয়তা ঃ ভারতীয়, (খ) নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়
৭। ঠিকানা (প্রকাশক) ঃ গ্রাম - কাঁকুড়িয়া, পোঃ- মিয়াপুর, জেলা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫

আমি সেখ হাবিবুল এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরিউক্ত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

বিনীত
সেখ হাবিবুল (প্রকাশক)

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

শাবান মাসে মুহাম্মাদ ﷺ এর আমাল ও তাঁর স্ত্রীদের ভাঙা সওম পূরণ

আতাউর রহমান সালাফী

১ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، اَنَّهَا قَالَتْ : اِنْ كَانَتْ اِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا تَقْدِرُ عَلٰى اَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَأْتِىَ شَعْبَانُ.

২ـ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، تَقُوْلُ كَانَ يَكُوْنُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِىَ اِلَّا فِى شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى : الشُّغْلُ مِنَ النَّبِىِّ أَوْ بِالنَّبِىِّ ﷺ.

উল্লিখিত হাদীস দুটিতে সামান্য হেরফেরে একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘‘যদি আমাদের (নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের স্ত্রীদের) কেউ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময়ে (রমাযানের) সওম ভেঙে দিত, তবে শাবান মাস আসার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সে সওম পূরণ করতে পারতো না’’ (মুসলিম ১১৪৬)।

২। আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি আয়েশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলতে শুনেছি, ‘‘আমার উপর রমাযান মাসের সিয়াম থাকত, উক্ত সিয়াম শাবান মাস ব্যতীত পূরণ করতে পারতাম না।’’ বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বলেন, ‘‘এ সিয়াম পূরণে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ব্যস্ততা বাধা হয়ে দাঁড়াতো’’ (বুখারী ১৯৫০, মুসলিম ১১৪৬)।

নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটে আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ্র কিতাবে মাসের সংখ্যা বারো, যার মধ্যে চারটি সম্মাননীয় (৯/৩৬)। এ সম্মাননীয় চারটি মাস হল যুলকাদাহ, যুলহিজ্জাহ, মুহার্রাম ও রজব (বুখারী ৩১৯৭)। এ চারটি মাস সম্মাননীয় হলেও ইবাদাতের দিক থেকে আরও দুটি মাস-রমাযান ও শাওয়াল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রমাযান মাস স্বীয় নামেই সকলের নিকট সম্যক পরিচিত। শাওয়ালে, রমাযানের তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদাতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে উপহার দেওয়া হয় ঈদুল ফিত্র। উক্ত ছয়টি মাস বাদেও এ হাদীসে আরও একটি মাসের উল্লেখ এসেছে — সেটি হল শাবান মাস। সম্মাননীয় মাস রজব ও বরকতপূর্ণ মাস রমাযানের মধ্যবর্তী চান্দ্রবর্ষের অষ্টম মাস হল এ শাবান। এ মাসের আগমন আগামী ২৮শে এপ্রিল ২০১৭ ঘটবে, ইন্শাআল্লাহ্।

বক্ষমান হাদীসে শাবান মাসের উল্লেখের সাথে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তাঁর সহধর্মীনীদের আচরণ সম্বলিত বেশ কয়েকটি বিষয়ে দিক নির্দেশনা এসেছে যা মুমিনদের জন্য পাথেয়।

এ হাদীস থেকে যে সকল দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে তা হল — (১) রমাযান মাসের ফরজ সওম শারয়ী কারণে ভাঙতে হবে। (২) রমাযানের ভাঙা সওম পূরণ করতে হবে ও এ পূরণে বিলম্ব জায়েয। (৩) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্ত্রীগণ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। (৪) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্ত্রীগণ রমাযানের ভাঙা সওম, শাবান মাস ব্যতীত পূরণ করতে পারতেন না। (৫) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শাবান মাসে অধিক সওম পালন করতেন। (৬) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্ত্রীগণ নফল সওম পালন করতেন না।

বিশ্লেষণ ঃ—

(১) রমাযানের ফরজ সওম শারয়ী কারণে ভাঙতে হবে ঃ— সওম নামক বিশেষ ইবাদাত রমাযান মাসেই ফরজ। এ ইবাদাত অন্য মাসে ফরজ নয়। এ মাসের এ ইবাদাত শারয়ী কয়েকটি কারণে ভাঙা জায়েয হলেও মাসিক স্রাব জনিত কারণে ভেঙে দেওয়াই হল শারয়ী বিধান। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্ত্রীগণ উক্ত কারণে রমাযানের সওম ভেঙে দিতেন। ‘‘আমাদের কেউ রমাযানের সওম ভেঙে দিত’’ এবং ‘‘আমার উপর রমাযানের সওম পালন বাকী থাকত’’ দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে।

(২) রমাযানের ভাঙা সওম পূরণ করতে হবে ও এ পূরণে রমাযান পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব জায়েয ঃ— রমাযান মাসে সওম ভেঙে দেওয়া আবশ্যিক হোক বা অনুমতি প্রাপ্ত হোক উভয় প্রকার ছেড়ে যাওয়া সওম অন্য সময় পূরণ করতে হবে।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি রমাযান পাবে

সে সওম পালন করবে আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির সে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করবে" (২/১৮৫)। এ আয়াতে ছেড়ে যাওয়া সওম পূরণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা কেবলমাত্র অন্য দিনের কথা বলেছেন। এ অন্যদিন — রমাযানের পরে পরেই? না, পরবর্তী রমাযান পর্যন্ত? না জীবনের যে কোনো সময়ে? এ সবের স্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, ''ধাবিত হও শীঘ্র তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে" (৩/১০৩)। এ নির্দেশনা অনুযায়ী যত শীঘ্র সম্ভব তা পূরণ করাই হল দলীল সাপেক্ষ। তাছাড়া এ রকম ব্যক্তির কাঁধে এ দায়িত্ব ফরয হিসাবেই ঝুলে থাকে। এ ফরয দায়িত্ব বিলম্ব না করে দায়মুক্ত হওয়াই যুক্তিগ্রাহ্য। তবুও যেহেতু নাবীর স্ত্রীগণ শারীয়তের আদর্শ নাবীর ছত্রছায়ায় এ কাজ রমাযান পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন, তাই ততদিন পর্যন্ত বিলম্ব জায়েয। কোনো ব্যক্তি যদি ছেড়ে যাওয়া সওম পূরণে বিলম্ব করতে করতে পরবর্তী রমাযান প্রবেশ করতে দেয়, তবে ঐ ব্যক্তি এমন সময় পর্যন্ত বিলম্ব করতে চাইছে, যে সময় (রমাযান মাস) এ কাজ পূরণের উপযোগী নয়। কাজেই পরবর্তী রমাযানের পরে পূরণের আশায় বিলম্ব করা শারয়ী কারণ ছাড়া জায়েয নয়। নাবীর স্ত্রীগণও এ সময়ের পূর্বেই তা পূরণ করতেন।

যদি কোনো ব্যক্তির শারয়ী কারণে ভাঙা সওম পূরণে, বিনা শারয়ী কারণে পরবর্তী রমাযান পার হয়ে যায়, তবে তাকে ছেড়ে যাওয়া সংখ্যা পূরণ করতে হবে এবং দিন প্রতি একজন মানুষের পূর্ণ দিনের খাবার মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।

এ বিষয়ে দলীল হল —

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْمَنْ فَرَّطَ فِيْ قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، قَالَ : يَصُوْمُ هَذَا مَعَ النَّاسِ وَ يَصُوْمُ الَّذِيْ فَرَّطَ فِيْهِ، وَ يُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا. اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ مَوْقُوْفٌ.

''যে রমাযানে ছাড়া সওম পূরণে অবহেলা বশতঃ বিলম্ব করে এবং পরবর্তী রমাযান এসে যায় এমন ব্যক্তির বিষয়ে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি (আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, পরবর্তী রমাযানের সওম মানুষের সঙ্গে পালন করবে এবং অবহেলা করা পূর্বের সওম পূরণ ও প্রতিদিনের বদলে একটি করে মিসকীন খাওয়াবে।" — এটি মাওকূফ (সাহাবীর হাদীস) হিসাবে সহীহ (শুআইব আর নাউত, হাসান আব্দুল মুনইম, আব্দুল লাতীফ হিরযিল্লাহ্ ও আহমাদ বারহূম তাহকীক কৃত সুনানু দারাকুতনী হাঃ নং ২৩৪৪)।

সউদী ফাতওয়া কমিটি কর্তৃক এ ফাতওয়াই বিবৃত হয়েছে এবং বলা হয়েছে তৎসহ তাওবাহও করতে হবে (দেখুন ফাতওয়া লাজনা দাইমা ফাত্ওয়া নং ২০৭৬০, ১৮২৫২)। প্রকাশ থাকে যে, শারয়ী কারণে পরবর্তী রমাযান পার হয়ে গেলে শুধুমাত্র ছেড়ে যাওয়া সওম পূরণ করতে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করা হয় আর এ ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হয় (আল্লাহ্ই অধিক ভাল জানেন)।

(৩/৪) রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁরা রমাযানের ভাঙা সিয়াম শাবান মাস ব্যতীত পূরণ করতে পারতেন না ঃ উপরের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, শারয়ী কারণে নাবীর স্ত্রীদেরও রমাযানের সওম ভাঙা পড়ত। উক্ত সওম পূরণের বিষয়ে হাদীসে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হল, ''শাবান মাসের পূর্বে পূরণ সম্ভব হত না বা পূরণ করতে পারতেন না।" এ রকম নয় যে, তাঁরা ইচ্ছা করে শাবানের পূর্বে পূরণ করতেন না। কারণ স্বরূপ যা উল্লিখিত হয়েছে তা হল — রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্য তাঁদের ব্যস্ততা। এ কথা স্পষ্ট যে, স্বামীর সেবা সুশ্রুষার কারণে ব্যস্ততা সওম পালনে প্রতিবন্ধক নয়। সওম পালনে যা প্রতিবন্ধক তা হল দিবাভাগে দৈহিক মিলন। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নয়টি স্ত্রী ছিলেন। রুটিন মাফিক তাঁদের নিকট রাত্রি বাস হত। দিনের জন্য কোনো রুটিন ছিল না। তবে ইনসাফ বহির্ভূত আচরণ কল্পনার ঊর্ধে। এ রুটিন বহির্ভূত সময় দিনের বেলায় রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কখন, কাকে আহ্বান জানাবেন তা সকলের অজানা ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আহ্বান জানাবেন আর সাড়া দেওয়া সম্ভব হবে না — এ কাজ তাঁর স্ত্রীদের আদর্শ বিরোধী ছিল। রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বাগ্রহে নিজেদের প্রস্তুত রাখতেন সর্বদা। কাজেই শেষ মুহূর্তের পূর্বে এ সওম পূরণ তাঁদের দ্বারা সম্ভব হত না। শেষ মুহূর্তের পূর্বে এ সওম পূরণের অনুমতিও প্রার্থনা করতেন না। এ আশংকায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাসনা পূরণে মনের দিক থেকে তিনিই হয়তো নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু সাড়া দানে বাধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে ভাবনা করে লক্ষ্যস্থল স্থির করতে হবে। এ কাজ তাঁদের কাঙ্খিত ছিল না। শাবান মাস হল শেষ মাস। এ মাসের

পরেই রমাযানের পূণঃ আগমন। কাজেই ভাঙা সওম পূরণে বিলম্ব করা যেমন শেষ প্রান্তে এসে হাযির, তেমনি এ মাসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অধিক সওম পালন করতেন, ফলে তাঁরা এ মাসে রমাযানে ছেড়ে যাওয়া সওম পূরণ করতেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নাবীর স্ত্রীগণ রমাযানের মত ফরয ইবাদাত ভেঙে গেলে তা পূরণে শেষ সুযোগ পর্যন্ত বিলম্ব করছেন। পক্ষান্তরে, নিশ্চিত নয়, সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও স্বামীর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখছেন। অনুমতিও নিচ্ছেন না এ জন্য যে, অনুমতি দেওয়ার পরে নাবীর মনে নির্বাচিত হলে বাসনা পূরণে বাধা বা লক্ষ্যস্থল পরিবর্তন করে বাসনা পূরণ অপছন্দ করছেন। নাবীর স্ত্রীগণ, অন্য সকল মুমিন মহিলার জন্য স্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ। তাঁদের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া একান্তই উচিৎ। বহুক্ষেত্রে কোনো কারণ ছাড়াই বা সাধারণ বিষয়কে হাতিয়ার করে স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়ায় ঈমানদার স্বামীরা প্রয়োজন দাবিয়ে রাখতে বাধ্য হন। তাড়া করে বিকল্প ভাবনা। বিদায় নেয় দাম্পত্য সুখের শান্ত পরিবেশ। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যখন স্বামী তার স্ত্রীকে স্বীয় প্রয়োজনে ডাক দিবে, তখন স্ত্রী যেন হাযির হয়ে যায়, যদিও সে (রান্নার কাজে) উনুনে থাকে" (তিরমিযী ১১৬০)।

(৫) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শাবান মাসে অধিক সওম পালন করতেন ঃ— রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্ত্রীদের রমাযানের ভাঙা সিয়াম শাবান মাসে পূরণ করা কেন সম্ভব হত — এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা এ হাদীসে নেই। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি এ মাসে দিনের বেলায় স্ত্রীদের দৈহিক সম্ভোগের উর্ধে অবস্থান করতেন বলেই তাঁদের দ্বারা এ সওম পূরণ সম্ভব হত। আর তা হল তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অধিক সওম পালন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ''রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে রমাযান ব্যতীত পূর্ণ মাস সিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শাবান ছাড়া অন্য মাসে অধিক সওম পালন করতে দেখিনি (বুখারী ১৯৬৯), তিনি শাবান মাসে প্রায় পুরোটাই সওম পালন করতেন (মুসলিম ১১৫৬)।

(৬) নাবীর স্ত্রীগণ নফল সওম পালন করতেন না ঃ— নাবীর স্ত্রীগণ নাবীর জন্য নিজেদেরকে সদাসর্বদা প্রস্তুত রখার কারণে রমাযানের ভেঙে যাওয়া সওম শাবানের পূর্বে পূরণ করতে পারতেন না — একথা থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ মাসের পূর্বে অন্য নফল সওম তাঁরা পালন করতেন না। ফরয দায়িত্ব ঝুলিয়ে রেখে নফল দায়িত্ব পালন করবেন — একাজ তাঁদের মর্যাদা বিরোধী। স্বামী যদি বাড়িতে থাকে তবে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোনো মহিলার নফল সওম পালন জায়েয নয় (বুখারী ৫১৯২, ৯১৯৫, মুসলিম ১০২৬)। রমাযানের সিয়াম ছাড়া বাকী সকল সিয়াম হল নফল। এ রকম নফল সিয়াম পালনে রসূলের অনুমতি নিতে হবে। যেখানে তাঁরা রসূলের সন্তুষ্টির জন্য ফরয সওম পূরণে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিলম্ব করছেন, সেখানে নফল সওমের জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করবেন — একথা যুক্তিগ্রাহ্য মনে হচ্ছে না (আল্লাহই ভাল জানেন)।

শাবান মাসের বিদ্আত ও ইবাদাত ঃ—

উল্লিখিত হাদীস ও তার বিশ্লেষণে আলোচিত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, শাবান মাসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কোনো নির্দিষ্ট দিন বা তারিখ ছাড়াই অধিক সওম পালন করতেন। এ মাসে এ ইবাদাত ছাড়া অন্য ইবাদাতের কোনো সহীহ্ প্রমাণ নেই। যা রয়েছে তা সবই হয় রসূলের নামে মিথ্যা তৈরিকৃত, অথবা চরমতম দুর্বল, নতুবা দুর্বল। শাবানের কোনো নির্দিষ্ট দিনে সওম পালন বা আর অন্য কোনো উৎসব, সবই রসূলের সুন্নাত বিরোধী কাজ। আমাদের সমাজে এমন অনেক রসূলপ্রেমী রয়েছেন যাঁরা মধ্য শাবানের রাত্রিকে মহিমান্বিত রাত্রি মনে করে নানান আয়োজন করে থাকেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বা তাঁর সাহাবীবর্গ এসব কিছু করেছিলেন কি? খোঁজ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। রসূল প্রেমে এ মাসে বিশেষ আমল কিছু করতে হলে সওম পালনই একমাত্র প্রমাণ সাপেক্ষ। সওম পালন ব্যতীত অন্য কিছু ইবাদাতের নামে করলে তা হবে বিদ্আত, পরিণামে ঠিকানা হবে জাহান্নাম (আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন)। তবে অবশ্যই জেনে রাখা উচিৎ যে, এ সওম হল নফল। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন সওম পালন করবে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন" (বুখারী ২৮৪০)। রমাযান প্রবেশের পূর্বে রমাযান আগমনের উদ্দেশ্যে বা সন্দেহবশতঃ দু একদিন পূর্ব হতে সওম পালনের বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমাদের কেউ রমাযানের একদিন অথবা দুদিন পূর্বে সওম রাখবে না, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি (পূর্ব হতে) ঐ দিনে সওম পালনে অভ্যস্ত হয় তবে সে এ দিনে সওম পালন করবে" (বুখারী ১৯১৪)।

হে আল্লাহ্! তোমার নীতি আমাদেরকে বোঝার এবং তদানুযায়ী আমাল করার তাওফীক দান করো — আমীন।

২৯ পর্ব

তায়াম্মুমের ❶ বিবরণ بَابُ التَّيَـمُّمِ

يُسْتَبَاحُ بِـهِ مَـا يُسْتَبَـاحُ بِالْوُضُوْءِ وَ الْغُسْلِ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الْمَاءَ.	যে লোক পানি পাবে না ❷ তার জন্য তায়াম্মুমের মাধ্যমে সেই সব কাজ বৈধ যে সব কাজ অযূ ❸ এবং গুসলে ❹ বৈধ।

❶ **শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ** تيمم (তায়াম্মুম) শব্দটি تَفَعُّلٌ) تَيَمَّمَ ـ يَتَيَمَّمُ) বাবের মাসদার থেকে গৃহীত। এর অর্থ ইচ্ছা করা। কুরআন মাজীদে রয়েছে — وَ لاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ـ البقرة ٢٦٧ এর মধ্যে অপবিত্র বস্তু খরচ করার ইচ্ছা করিও না।১

শারয়ী সংজ্ঞা ঃ বিশেষ পদ্ধতিতে পবিত্র মাটি দিয়ে মুখমণ্ডল এবং দুই হাত মাসাহ্ বা স্পর্শ করা।২

শারয়ী অনুমোদন ঃ (ক) আল্লাহ্র ফরমান —

اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ. (المآئدة ٦)

যদি তুমি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করে কেউ আসে বা স্ত্রী সঙ্গম করে থাকো আর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি স্পর্শ কর এবং মুখমণ্ডল ও দুই হাত মাসাহ্ কর।

(খ) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস ঃ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّ طَهُوْرًا . পৃথিবীকে আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনকারী বস্তু করা হয়েছে।৩

(গ) তায়াম্মুমের বৈধতায় উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে।

তায়াম্মুমের সূচনা ঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, ‘‘আমরা আল্লাহ্র রসূলের সঙ্গে কোনো এক সফরে বের হলাম। যখন বাইদা বা যাতুল জাইশ নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার হার ছিড়ে পড়ে যায়। আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সেটি খোঁজার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকেরাও দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেখানে পানি ছিল না এবং লোকেদের নিকটেও পানি ছিল না। লোকেরা আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে এসে তাঁকে বলতে লাগলেন - আপনি কি জানেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কী করেছেন? আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং লোকদের সাথে আপনাকেও এমন জায়গাতে আঁটকে দিয়েছেন, যেখানে পানি নেই এবং লোকদের নিকটেও পানি নেই। শুনে আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার কাছে যখন

১। আল্ কামূসুল মুহীত পৃঃ ১০৫৭, আল্ মুজামুল অসীত পৃঃ ১০৬৬, আনীসুল ফুকাহা পৃঃ ৫৭।
২। কাশশাফুলক্বানা ১/১৮৩, আল মুগনী ১/৩১০।
৩। মুসলিম ৫২৩, কিতাবুল মাসজিদ ও মাওয়াযেউস স্বলাত, তিরমিযী ১৫৫৩, আহমাদ ২/৪১২, আবূ আওয়ানাহ্ ১/৩৯৫, বাইহাক্বী ২/৪৩২, দালায়েলুন নবুআত ৫/৪৭২, শারহুস্ সুন্নাহ ৭/৬।

এলেন, তখন তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমার উরুতে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র রসূল এবং লোকদেরকে এমন স্থানে আটকে দিয়েছ, যেখানে পানি নেই এবং লোকেদের নিকটেও পানি নেই এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আমার পেটে আঘাত করলেন কিন্তু আমি নড়াচড়া করলাম না এই কারণে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মাথা আমার উরুতে ছিল (তিনি শুয়ে ছিলেন)। যখন সকালে ঘুম থেকে উঠলেন, তখন পানি ছিল না। (কিছু কিছু সাহাবী বিনা অযূতেই স্বলাত পড়লেন অন্য বর্ণনানুযায়ী)। তখনই আল্লাহ্‌ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। উমাইদ বিন হুযায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'হে আবু বাকরের পরিবার! এটা তোমাদের প্রথম বরকত নয় অর্থাৎ তোমাদের কারণেই অনেক কল্যাণ ও স্বস্তি মুসলিমরা পেয়েছে।' আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, অতঃপর আমরা সেই উটটিকে উঠালাম যে উটে আমি সওয়ার ছিলাম, তো আমার হারও তার নিচে থেকে পাওয়া গেল।"৪

❷ আল্লাহ্‌ তাআলার ফরমান — فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا. "পানি না পেলে তোমরা তায়াম্মুম করো" (আল্ মায়েদাহ্ ৪, আন্ নিসা ৪৩)।

মনে রাখতে হবে যে, এর অর্থ এই নয় যে, কুঁয়োর গভীরে যেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়, সেখানেও পানি থাকলে তায়াম্মুম করা যাবে না। (সুতরাং এমন মজুত পানি যা কোনো কারণ বিশেষে ব্যবহার করা সম্ভব নয় যেমন মানুষ ভুলে যায় যে, তার নিকটে পানি রয়েছে বা কারো নিকটে পানি রয়েছে কিন্তু সে দিচ্ছে না ইত্যাদি ধরণের পানি মজুত নয় বলে ধরা হবে।) ইমাম শওকানী এ রকমই ব্যাখ্যা করেছেন।৫

❸ আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, দুজন সফরে বের হল। স্বলাতের সময় হল। কিন্তু তাদের নিকটে পানি ছিল না। তারা দুজনে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে স্বলাত সম্পাদন করল। অতঃপর তারা স্বলাতের সময়েই পানি পেয়ে গেল। একজন অযূ করে স্বলাত দ্বিতীয়বার সম্পাদন করল এবং দ্বিতীয়জন স্বলাত ঘুরিয়ে সম্পাদন করল না। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে হাজির হল এবং তাঁকে ঘটনা শুনাল। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যে ব্যক্তি স্বলাত পুনরায় সম্পাদন করেনি, তার উদ্দেশে বললেন — اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ اَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ. তুমি সুন্নাত মুতাবেক কাজ করেছ এবং তোমার স্বলাত তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি অযূ করে স্বলাত দ্বিতীয়বার সম্পাদন করেছিল, তার উদ্দেশে বললেন — لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ. তুমি দ্বিগুণ সওয়াব অর্জন করেছ।৬

স্বলাতের জন্য অযূ জরুরী হওয়া সত্বেও, এ সাহাবীর তায়াম্মুম করে স্বলাত সম্পাদন এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর তাকে সুন্নাত মোতাবেক ঘোষণা করা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তায়াম্মুম অযূর বিকল্প।

❹ (ক) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন — اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. অথবা তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ কর অর্থাৎ (সঙ্গম করে তায়াম্মুম কর)।

(খ) ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র রসূলের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আল্লাহ্‌র রসূল স্বলাতের ইমামতি করলেন। একজন লোক জামাআতে অংশ গ্রহণ করল না নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন তুমি স্বলাত পড়লে না?" সে বলল, "আমি স্ত্রী সঙ্গম করেছি কিন্তু পানি পাইনি।" নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি

৪। নাসায়ী ৩১০, কিতাবুত ত্বাহারাত ঃ বাবু বিদইত তায়াম্মুম, বুখারী ৩৩৪, মুসলিম ৩৬৭, আবূ দাউদ ৩১৭।
৫। আস সাইলুল জাররার ১/১২৪।
৬। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩২৭, কিতাবুত ত্বাহারাত বাবুত তায়াম্মুম ইয়াজেদুল মা বাদা মা ইয়ুসল্লী ফিল ওয়াক্তে, আবূ দাউদ ৩৩৮, নাসায়ী ১/২১৩, দারেমী ১/২০৭, হাকিম ১/১৭৮, দারাকুতনী ১/১৮৮।

অ সাল্লাম) বলেন — عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهٗ يَكْفِيْكَ . তুমি পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর নিশ্চয় তায়াম্মুমই তোমার জন্য যথেষ্ট।৭

অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকে ❶	اَوْ خَشِيَ الضَّرَرَ مِنْ اِسْتِعْمَالِهٖ.

(১) এর দলীল নীচে বর্ণিত হল ঃ

(ক) اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى. যদি তুমি অসুস্থ হও।

(খ) فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ التغابن ١٦ সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় করো।

(গ) আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ করব, তখন তোমরা সাধ্যমত সেই কাজ করবে।৮

(ঘ) জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, ''আমরা সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে একজনের মাথায় পাথরের আঘাত লেগে জখম হয়ে যায়। সেই রাতেই তার স্বপ্নদোষ হয়। সে তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করে — هَلْ تَجِدُوْنَ لِىْ رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ ؟ আমার জন্য কি তায়াম্মুমের অনুমতি রয়েছে? তারা উত্তরে বলল, 'তোমার জন্য তায়াম্মুমের সুযোগ নেই কেননা তুমি পানি ব্যবহার করতে পারবে।' فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. অতঃপর সে গোসল করল এবং মারা গেল। আমরা যখন আল্লাহ্‌র রসূলের নিকটে ফিরে এলাম এবং ঘটনাটি শুনলাম, তখন তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ তাদের হত্যা করুন। তারা জানত না, তো কেন জিজ্ঞাসা করল না। অজ্ঞতার চিকিৎসা হল জিজ্ঞাসা করা।''৯

এ বর্ণনায় আরো কিছু বিবরণ রয়েছে কিন্তু যয়ীফ।

اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَّتَيَمَّمَ وَ يَعْصِبَ عَلٰى جُرْحِهٖ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهٖ.

তার জন্য তায়াম্মুম যথেষ্ট ছিল এবং ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিত, অতঃপর শরীরের বাকী অংশ ধুয়ে নিত।

৭। বুখারী ২৪৪, কিতাবুত তায়াম্মুম : বাবুস্ সায়ীদিত তাইইব অযূউল মুসলিমে ইয়াকফিহি মিনাল মা, মুসলিম ৬৮২, আহমাদ ৪/৪৩৪, নাসায়ী ১/১৭১, শারহু মাআনিল আসার ১/৪৬৬, দারাকুতনী ১/২০২, বাইহাক্বী ১/২১৮, ইবনু খুযাইমা ১/১৩৭, ইবনু হিব্বান ২/৪২৭ — আল্ ইহ্সান।

৮। বুখারী ৭২৮৮, কিতাবুল ই'তেসাম বিল কিতাবে অস সুন্নাহ ঃ বাবুল ইকতিদা বিসুনানে রসূল্লিাহ্, মুসলিম ১৩৩৭, আহমাদ ২/২৫৮, হুমাইদী ১১২৫, আবূ ইয়ালা ৬৩০৫।

৯। হাসান ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩২৫, কিতাবুত তাহারাত ঃ বাবুন ফিল মাজরুহে ইতায়াম্মামু, আবূ দাউদ ৩৩৬, দারাকুতনী ১/১৮৯, বাইহাক্বী ১/২২৭।

(ঙ) আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, ''এক ভীষণ ঠাণ্ডা রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। আমার ভয় হচ্ছিল যদি গোসল করি, হয়ত আমি মারা যাব, তাই আমি তায়াম্মুম করে নিলাম এবং আমার সাথীদের সাথে ফজরের স্বলাত সম্পাদন করলাম। যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে এলাম, তখন লোকেরা এ বিষয়ে তাঁকে অবগত করলেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'হে আমর! তুমি অপবিত্র অবস্থায় সাথীদের সঙ্গে স্বলাত সম্পাদন করেছ?' আমি বললাম — وَلَا تَقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا. 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ অসীম দয়াময়' (সূরা আন্ নিসা ২৯)। আল্লাহ্‌র এ আয়াত আমার স্মরণে আসে, তাই আমি তায়াম্মুম করে স্বলাত সম্পাদন করেছি। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হসলেন, কিছু বললেন না।"১০

(মালেক, শাফেয়ী, আবূ হানীফা রহঃ) — যদি পানি ব্যবহারে কোনো প্রকার ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম বৈধ।

(আহমাদ রহঃ) — এ অবস্থায় তায়াম্মুম সঠিক নয় কেননা তার জন্য পানির যোগান রয়েছে। ইমাম শাফেয়ীরও এরকম একটি মত রয়েছে।১১

(শাওকানী রহঃ) — উল্লিখিত হাদীস এবং اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى. ''যদি তোমরা অসুস্থ হও" আল্লাহ্ তাআলার এ ফরমান ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যদের মতকে খণ্ডন করে।১২

(মালেক, আবূ হানীফা, ইবনু মুনযির রহঃ) — ভীষণ শীতের কারণে যদি কেউ তায়াম্মুম করে স্বলাত সম্পাদন করে, দ্বিতীয়বার স্বলাত সম্পাদন করা তার উপর ওয়াজেব নয়। কেননা সাহাবী আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পুনরায় স্বলাত সম্পাদনের হুকুম দেননি।

(হাসান, আতা রহঃ) — যার উপর গোসল ফরয, মরে গেলেও তাকে গোসল করতে হবে।১৩

(আলবানী রহঃ) — তায়াম্মুমের বিষয়ে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নতে প্রশস্ততা রয়েছে। অসুস্থতা বা ভীষণ শীতের কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ।১৪

(ইবনু আরসালান রহঃ) — যে ব্যক্তি পানি গরম করে ব্যবহার করতে পারবে, তার জন্য ভীষণ শীতে তায়াম্মু করা বৈধ নয়।১৫

রাজেহ (তুলনামূলক বেশি সঠিক) ঃ যে কোনো কারণেই যদি মানুষ অযূ বা গোসল করতে না পারে, তাহলে তার জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট হবে। জমহুর ওলামাদের এটাই মত।১৬

অবশ্য উমার এবং ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মনে করেন যে, পানি পাওয়া গেলে জানাবাতের (সহবাসের) গোসলের জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ নয়।১৭

১০। বুখারী তা'লীকান ১/৪৫৪, কিতাবুত তায়াম্মুম ঃ বাবু ইযাখাফাল জুনুবু আলা নাফসিহিল মারায, আহমাদ ৪/২০৩, আবূ দাউদ ৩৩৪, দারাকুতনী ১/১৭৮, হাকিম ১/১৭৭, বাইহাক্বী ১/২২৫, সহীহ্ আবূ দাউদ ৩২৩।

১১। আলউম্ম ১/৪২, হাশিয়াতুদ দাসূক্বী ১/১৬০, আল মাজমূ ২/৩২৯, আল্ মুগনী ১/২৬১, আল্ মাবসূত ১/১১২।

১২। নাইলুল আওতার ১/৩৮০।

১৩। আল মাজমূ ২/৩২৯, আলউম্ম ১/১৪৫, আল মুগনী ২৬১৩১, বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৮, শারহু ফাত্হিল ক্বাদীর ১/১০৯,

১৪। তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৩২।

১৫। কামা ফীল নাইলিল আওতার ১/৩৮২।

১৬। আর রাওয়াতুন নাদিয়্যা ১/১৭৮, আস সাইলুল জাররার ১/১২৫।

১৭। হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ১/১৮০।

২য় পর্ব

اَلْهَدِيَّةُ الذَّهَبِيَّةُ مِنَ الدُّرَرِ الْبَهِيَّةِ

উজ্জ্বল মোতিসমূহের সোনালী উপহার

মূল (উর্দূ) শাইখ হাফেয যুবায়র আলী যাঈ
সংকলন ও অনুবাদ ঃ আবূ হাবীবাহ্ সানাবিলী

اُصُوْلُ دِيْنٍ*

(৪) দ্বীনের নীতিমালা

أخبـرنا ابو زَيْدٍ الشَّامِیُّ[১] قِرَائَةً عليه، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ ابُـوُ طَـالِـبٍ[২] عَبـد القادر بن مُحَّمد بن عبد القادر بن مـحـمـد بـن يُـوُسُف قِرَائةً عَلَيْهِ وَ هُوَ يَسْمَعُ وَأسمع فـأقـربـه، فال : أخبرنا الشيخ أَبُو اِسُحَاقَ[৩] ابراهيم بن عـمـر بن أحمد البرمکی رَحِمَهُ اللّٰهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابو الْـحسـن عَـلِـیُّ[৪] بـن عبـد الْغَرِيُز [بن مِرُدَك بن أحُمَد البـرذعـی] قـال : أَخْبَـرَنَا أبو مُحَمَّدٍ عبد الرحمٰن بن أبـیُّ[৫] حاتم [اسعده اللّٰه و رضی اللّٰه عنه] قَالَ : سَألتُ أبِـیُّ[৬] (ب ٢١٣ / ١) وَ أبا زُرُعَةَ[৭] رَضِیَ اللّٰهُ عَنُهُمَا عَنُ مَـذُهَـبِ أَهُـلِ [السُّـنَّةِ] فِـی أُصُوُلِ الدِّيُنِ، وَ مَا أَدُرَكَا عَـلَيُـهِ الْـعُـلَـمـاء فِی جميع الأمصار، وَ مَا يَعُتَقِدَانِ (أ ١/٦٧) مِـنُ ذٰلِك ، فَـقَالَا : أَدُرَكُنَا الْعُلَمَاء فِی جَمِيُعِ الْأَمُـصَارِ حِجَازًا وَ عِرَاقًا وَ مِصُرًا شَامًا وَ يَمَنًا، فَكَانَ مِنُ مَذُهَبِهِمُ.

অর্থ ঃ ইমাম আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতিম আর্রাযী বলেন, আমি, আমার পিতা আবূ হাতিম আর্রাযী এবং আবূ যুরয়া আর্রাযী (রাহেমাহুল্লাহ্) কে দ্বীনের নীতিমালার ব্যাপারে, আহ্লে সুন্নাত (আহ্লে হাদীস) এর মাযহাব (আদর্শ, বিশ্বাস) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং এও জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাঁরা অন্যান্য সমস্ত দেশের লোকদেরকে কোন (আক্বীদায়) বিশ্বাসী পেয়েছেন এবং আপনাদের উভয়ের আক্বীদা কী?

তাঁরা উত্তর দিলেন ঃ আমরা হিজায, ইরাক্ব, মিশর, শাম (সিরিয়া) এবং ইয়ামানের সমস্ত শহরের উলামাগণকে (নিম্নোক্ত) মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি ঃ

أَنّ الاِيُمَانَ قَوُلٌ وَ عَمَلٌ، يَزِيُدُ وَ يَنُقُصُ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই ঈমান হল কথা ও কর্মের সমন্বয়। (আর

---

* ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতিম আর্রাযী (রাহেমাহুমাল্লাহর) চমৎকার বই কিতাবু আস্লিস্ সুন্নাতে ওয়া এতেকাদিদ্বীন' এর উর্দূ অনুবাদের বাংলা অনুবাদ।

(১) সাময়ানী বলেন, তিনি সৎ ও যোগ্য শাইখ এবং শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। বেশি বেশি ইবাদাত করতেন। ৫৫৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (সিয়ারু আলামিন্নুবালা ২০/৩৪১)।

(২) তিনি নির্ভরযোগ্য আলেম ছিলেন, ৫১৬ হিঃ মৃত্যুবরণ করেন (আন্নুবালা ১৯/৩৮৬)।

(৩) তিনি অতিশয় সত্যবাদী এবং ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন ৪৪৫ হিঃ মৃত্যুবরণ করেন (তারীখু বাগদাদ ৬/১৩৯, আন্নুবালা ১৭/৬০৫, ৬০৭)।

(৪) তিনি আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন, ৩৮৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (তারীখু বাগদাদ ১২/৩০)।

(৫) আবুল অলীদ আল্বাজী বলেন, তিনি আস্থাভাজন বর্ণনাকারী এবং হাদীসের হাফেয ছিলেন, ৩৮৭ হিঃ মৃত্যুবরণ করেন (আন্ নুবালা ১৩/২৬৭)।

(৬) আবূ হাতিম আর্রাযী ঃ তিনি সে সব ইমামগণের একজন যাঁরা হাদীসের নির্ভরযোগ্য হাফেয ছিলেন। ২৭৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (তারীখু বাগদাদ ২/৭৩, আন্ নুবালা ১৩/২৪৭-২৬২)।

(৭) তিনি একজন ইমাম, হাদীসের হাফেয বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, তিনি ২৬৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (আত্তাক্বরীব্ ৪৩১৬)।

এটি) বাড়ে ও কমে (ভাল আমালের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি পায়, আর মন্দ আমল করলে, অথবা ভাল আমল ছেড়ে দিলে তা হ্রাস পায়)।

وَ الْقُرْاٰنُ كَلَامُ اللّٰهِ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ بِجَمِيْعِ جِهَاتِهِ.

অর্থ ঃ কুরআন মাজীদ সব দিক দিয়েই আল্লাহ্‌র কালাম (কথা) সৃষ্ট বস্তু নয়।

وَ الْقَدَرُ خَيْرُهٗ وَ شَرُّهٗ مِنَ اللّٰهِ [عَزَّ وَجَلَّ]

অর্থ ঃ ভাগ্যের ভাল ও মন্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই।

وَ خَيْـرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْق ، ثُمَّ عُمَرَ بْـنُ (ب ٢١٣ / ٢) اَلْخَطَّابِ ثم عثمانُ بن عفان، ثم عـلـى بـن أبـى طالب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، وَ هُم الخلفاء الرَّاشِدُ ونَ المهديُوْنَ.

অর্থ ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর পর এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি আবূ বাকর, অতঃপর উমর ইবনুল খাত্তাব, অতঃপর উসমান ইবনু আফ্‌ফান, অতঃপর আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), আর এঁরাই হলেন হিদায়াতপ্রাপ্ত সত্যনিষ্ঠ খুলাফা (খুলাফায়ে রাশেদীন)।

و أنّ الـعَشَـرَةَ الذيـن سَمّاهم رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ وَ شَهِـدَ لَهُمْ بِالجَنَّةِ على مَا شَهِدَ به، و قوله الحق.

অর্থ ঃ আশারায়ে (মুবাশ্‌শারাহ্‌) যাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন (আমাদের কাছেও) তাঁরা জান্নাতী এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কথা সত্য।

وَ التَّـرحُـم عـلٰـى جَمِيْعِ أَصْحَابِه محمد ﷺ [و على اله] و الكفّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.

অর্থ ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সমস্ত সাহাবীগণের জন্য রহমতের দুআ করা (এবং রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বলা দরকার এবং তাঁদের মাঝে যে বিরোধ সংঘটিত হয়েছিল, সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা দরকার।

و أنَّ الـلّٰـه عَـزَّ وَجَلَّ عَلٰى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، كَمَا وَصَفَ نَـفْسَـهٗ فِـى كِتَـابِـه وَ عَـلٰـى لِسَانِ رَسُوْلِهِ ﷺ بِلَا كَيْفٍ (ب ٢١٤ / ١) أحَاط بِكلّ شَىْءٍ عِلْمًا، لَيْسَ كَمِثْلِه شَىْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা নিজের আরশে সমুন্নত আছেন, নিজের সৃষ্টি থেকে (সত্তার দিক দিয়ে) পৃথক আছেন। যেমন তিনি নিজের কিতাব (কুরআন মাজীদে) এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর পবিত্র ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি জ্ঞানে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। কোনো কিছুই তাঁর অদৃশ্য নয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

وَ اللّٰه تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى يُرٰى فِى الْاٰخِرَةِ وَ يَرَاهُ أَهْلُ الْجَنَّة بِأَبْصَارِهِمْ (٢/١٦٧) كَلَامُه كَيْفَ شَاءَ وَ كَمَا شَاءَ.

আল্লাহ্‌ তাআলাকে পরকালে দেখা যাবে। জান্নাতীরা তাঁকে নিজ চোখে দেখবেন (তাঁরই) কথা যেমনভাবে চান আর যখন চান।

وَ الْـجَـنَّة (حـقٌّ) وَ الـنَّـارُ حَـقٌّ، وَ هُمَا مَخْلُوْقَتَانِ [لَا نفيَانِ أَبَدًا] : فالْجنّة ثَوَبٌ لِأَوْلِيَائِه وَ النَّارُ عِقَابٌ لِأَهْلِ الْمَعْصِيَّةِ اِلَّا مَنْ رَحِمَ.

অর্থ ঃ জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। আর এ দুটি সৃষ্ট বস্তু (কখনও ধ্বংস হবে না)। আল্লাহ্‌র বন্ধুদের জন্য জান্নাতের প্রতিদান রয়েছে এবং তাঁর অবাধ্যদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। তবে যাদের প্রতি (আল্লাহ্‌) দয়া করবেন, তারা সেই শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে।

وَ الصِّرَّاطُ حَقٌّ অর্থ ঃ পুলসিরাত সত্য।

وَ الْـمِيْـزَانُ الـذِىْ لَـه كِـفَّتَـانِ يُـوْزَنُ فِيْهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَسَنُهَا وَ سَيِّئُهَا حَقٌّ.

অর্থ ঃ এবং যে তুলাদণ্ডের দুটি পাল্লা আছে তা দ্বারা বান্দাদের ভাল ও মন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে, তা সত্য।

وَ الْحَوْضُ الْمُكَرَّمُ بِه نَبِيُّنَا ﷺ [وَ سلّم و على اٰله] حَقٌّ (ب ٢١٤ / ٢)

অর্থঃ আর হওয়ে কাউসার যার দ্বারা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সম্মানিত হয়েছেন তা সত্য এবং শাফায়াত (তার সুপারিশ) সত্য।

وَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ حَقٌّ.

অর্থ ঃ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সুপারিশ দ্বারা, তাওহীদপন্থী (মুসলিম) দের কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এটা সত্য।

وَ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ. অর্থঃ কবরের আযাব সত্য।

وَ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ [حَقٌّ] অর্থঃ এবং মুনকির ও নাকীর (কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতা দ্বয়) সত্য।

وَ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ [حَقٌّ] অর্থ ঃ সম্মানীত লেখক (ফেরেশতা) গণ সত্য।

وَ الْبَعْثُ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ حَقٌّ. অর্থ ঃ মরার পর পুনরুত্থান সত্য।

وَ أَهْلُ الْكَبَائِرِ فِى مَشِيئَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا نُكَفِّرُ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِذُنُوبِهِمْ، وَ نَكِلُ سَرَائِرَهم اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

অর্থঃ মহাপাপকারীদের ব্যাপারটা হবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন (ইচ্ছা করলে তিনি শাস্তি দেবেন আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন) আমরা ক্বিবলাপন্থী (মুসলিমদেরকে) তাদের পাপের কারণে কাফির আখ্যা দিব না। আমরা তাদের বিষয়টি আল্লাহ্ তাআলার উপর ন্যস্ত করে দেব।

وَ نُقِيمُ فَرْضَ الْجِهَادِ وَ الحَجِّ مَعَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِى كُلِّ دَهْرٍ وَ زَمَانٍ.

অর্থ ঃ আমরা প্রত্যেক যুগে মুসলিম শাসকদের সাথে হয়ে ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম এবং হজ্জের অপরিহার্যতা কায়েম করব।

وَ لَانَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَ لَا الْقِتَالَ فِى الْفِتْنَةِ.

অর্থঃ আমরা মুসলিম শাসনকর্তাদের বিপরীতে বিদ্রোহ করার মত পোষণকারী নই এবং ফিতনার যুগে (পরস্পরে) কিতালের (লড়াই) এর পক্ষেও নই।

وَ نَسْمَعُ وَ نُطِيعُ لِمَنْ وَلَّاهُ [اللّٰهُ أَمْرَنَا] (ب ٢١٥ / ١) وَ لَا نُنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.

অর্থঃ আল্লাহ্ তাআলা যাকে আমাদের শাসক বানিয়েছেন, আমরা তাঁর কথা শুনি এবং তাঁর আনুগত্য করি এবং তাঁর আনুগত্য থেকে হাত টেনে নিই না।

وَ نَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَ الْجَمَاعَةَ، وَ نَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَ الْخِلَافَ وَ الْفُرْقَةَ.

অর্থ ঃ আমরা আহ্‌লে সুন্নাত অল-জামায়াতের ইজমার অনুসরণ করি এবং একাকীত্ব, মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকি।

وَ أَنَّ الْجِهَادَ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَ (أ/١٦٨/١) اللّٰه [عَزَّ وَجَلَّ] نَبِيَّهُ ﷺ [و سَلّم] اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ مَعَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ.

অর্থ ঃ যখন থেকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে (নাবী ও রসূল করে) প্রেরণ করেছেন, মুসলিম শাসকদের সাথে মিলে (কাফেরদের বিপক্ষে) সংগ্রাম চলছে (এবং তা জারী থাকবে) কোনো জিনিস তাকে বাতিল করবে না (অর্থাৎ সংগ্রাম সর্বসময় জারী থাকবে)।

وَ الْحَجُّ كَذٰلِكَ অর্থঃ এবং হজ্জের বিষয়ও অনুরূপ (চলছে চলবে)

وَ دَفْعُ الصَّدَقَاتِ مِنَ السَّوَائِمِ اِلَى أُولِى الْأَمْرِ مِنْ [أَئِمَّةِ] الْمُسْلِمِينَ.

অর্থঃ মুসলিম শাসকদের নিকট বিচরণকারী পশু (এবং অন্যান্য সম্পদের) সদকাসমূহ (যাকাত, উশুর) জমা করাতে হবে।

وَ النَّاسُ مُؤمِنُوْنَ فِى أَحْكَامِهِمْ وَ مَوَارِيْثِهِمْ ، وَ لاَ يُدْرٰى مَا هُمْ عِنْدَ اللّٰهِ [عَزَّ وَجَلَّ] فَمَنْ قَالَ : اِنَّهٗ مُؤمِنٌ حَقًا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَ مَنْ قَالَ : هُوَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللّٰهِ فَهُوَ مِنَ (ب٢١٥ / ٢) الْكَاذِبِيْنَ وَ مَنْ قَالَ : اِنِّى مُؤمِنٌ بِاللّٰهِ فَهُوَ مُصِيْبٌ.

অর্থঃ মানুষ নিজ বিধানসমূহ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে মুমিন। আর আল্লাহ্ তাআলার নিকট তাদের অবস্থান জানা নেই। যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে বলবে, সে নিঃসন্দেহে মুমিন। সে বিদআতী। আর যে ব্যক্তি এ দাবী করবে যে, সে আল্লাহ্র কাছে (ও) মুমিন, সে মিথ্যুকদের একজন। আর যে বলবে, আমি আল্লাহ্র সাথে মুমিন (অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখি) তো সে ব্যক্তি সৎ ও সঠিক।

وَ الْمُرْجِئَةُ مُبْتَدِعَةٌ ضَلاَلٌ অর্থঃ মুরজিয়া পথভ্রষ্ট ও বিদআতী (দল)।

وَ الْقَدَرِيَّةُ مُبْتَدِعَةٌ ضَلاَلٌ ، وَ مَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ أَنَّ اللّٰه [عَزَّ وَجَلَّ] يَعْلَمُ مَا يَكُوْنُ قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ فَهُوَ كَافِرٌ.

অর্থঃ এবং কাদারিয়্যাহ (ভাগ্য অস্বীকারকারীদের দল) পথভ্রষ্ট বিদআতী। আর তাদের মধ্যে যারা এ দাবী করে যে, আল্লাহ্ তাআলা, কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান রাখেন না, তো এমন ব্যক্তি কাফের।

وَ أَنَّ الْجَهْمِيَّةَ كُفَّارٌ অর্থঃ নিশ্চয়ই জাহ্মিয়্যারা কাফের।

وَ أَنَّ الرَّافِضَةَ رَفَضُوا الْاِسْلاَمُ অর্থঃ আর অবশ্যই রাফেযীরা ইসলাম ত্যাগ করেছে।

وَ الْخَوَارِجُ مِرَاقٌ অর্থঃ এবং খাওয়ারিজরা (দ্বীন থেকে) বেরিয়ে আছে।

وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ [بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ] كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَ مَنْ شَكَّ فِى كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهَمُ فَهُوَ كَافِرٌ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি একথা বলে যে, কুরআন আল্লাহ্র সৃষ্টি তো সে কাফের (মহামহিম আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাসী) মিল্লাতে ইসলামিয়্যার বাইরে। আর যারা জেনে বুঝে (দলীল কায়েম হওয়া) সত্বেও তার কাফের হওয়ায় সন্দেহ পোষণ করবে সে (ও) কাফের।

وَ مَنْ شَكَّ فِى كَلاَمِ اللّٰهِ [عَزَّ وَجَلَّ] فَوَقَّفَ (ب ٢١٦ / ١) شَاكًا فِيْهِ يَقُوْلُ : لَا أَدْرِىْ مَخْلُوْقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ فَهُوَ جَهْمِىٌّ.

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে এবং দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলে যে, আমি জানি না কুরআন সৃষ্ট বস্তু না সৃষ্ট বস্তু নয়। তো এমন ব্যক্তি জাহ্মী।

وَ مَنْ وَقَّفَ فِى الْقُرْاٰنِ جَاهِلاً عُلِّمَ وَ بُدِّعَ وَ لَمْ يُكَفَّرَ.

অর্থঃ আর যে মূর্খ ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে তাওয়াককুফ করবে (বিরত থাকবে) তাকে বুঝাতে হবে এবং তাকে বিদআতী বলা হবে, তাকে কাফের বলা যাবে না।

وَ مَنْ قَالَ (٢/١٦٨) لَفْظِىٌّ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٍ، أَوْ الْقُرْآنُ بِلَفْظِى مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِىٌّ.

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি বলবে লাফযী বিল কুরআনে (আমার শব্দাবলী যা দ্বারা আমি কুরআন পাঠ করছি সৃষ্ট বস্তু) অথবা আল কুরআনু বিলাফযী (আমার শব্দাবলীর সাথে কুরআন) সৃষ্ট বস্তু সে জাহ্মী।

[قَالَ الشَّيْخُ أَبو طَالِبٍ : قَالَ ابرَاهِيْمُ بنُ عُمَرَ : قَالَ عَلِى بنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ] قَالَ أبو محمد : وَ سَمِعْتُ أَبِى رَضِى الله عنه يَقُوْلُ :

[وَظَلَّ هَذَا أَمْرُ عَصَبَاتِ مَعْصِيًا] وَ لَا يَلْحَقُ أَهْلَ السُّنَّةِ اِلَّا اِسْمٌ وَاحِدٌ وَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَجْمَعَ هَذِهِ الْأَسَامِيُ.

অর্থ ঃ এ সমস্ত মন্দ নামের ভিত্তি রয়েছে (বিদ্আত) পক্ষপাতিত্ব এবং অপরাধ ও অন্যায়ের উপর। আহ্লে সুন্নাত এর একটাই[১] নাম। এটা অসম্ভব যে, তাদের এসব (তৈরি করা নাম) একত্রিত হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو محمَّد، قَالَ [و] سَمِعْتُ أَبِى وَ أَبَا زُرْعَةَ يَهْجُرَانِ أَهْلَ الزَّيْغِ وَ الْبِدْعِ وَ يَغْلِطَانِ رَأْيَهُمَا أَشَدَّ تَغْلِيطٍ وَ يُنْكِرَانِ وَضْعَ الْكُتُبِ بِالرَّاىِ بِغَيْرِ اٰثَارٍ، وَ يَنْهَيَانِ عَنْ مَجَالِسَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَ عَنِ النَّظْرِ فِى كُتُبِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَ يَقُوْلَانِ : لَا يُفْلِحُ صَاحِبُ كَلَامٍ أَبَدًا.

অর্থঃ আবূ হাতেম আর্রাযী এবং আবূ যুরয়া আর্রাযী উভয়ই বিপথগামী এবং বিদআতীদের বর্জন করতেন এবং তাদের থেকে দূরত্বে অবস্থান করতেন। তাদের ভুল ধারণা (ও ভুল সিদ্ধান্তের) কঠোরভাবে খণ্ডন করতেন। হাদীস বিহীন রায় (অভিমত সম্বলিত) বই লিখার নিরাকরণ ও খণ্ডন করতেন। আহলুল্ কালাম তর্কশাস্ত্রবিদ ও দার্শনিকদের (সাথে উঠাবসা করতে, তাদের সাহচর্য গ্রহণ করতে) সভায় উপস্থিত হতে এবং ধর্মতত্ত্ববিদ্দের পুস্তক পড়তে নিষেধ করতেন। আর বলতেন, ধর্মতাত্ত্বিক কখনও সফল হবে না। (কিন্তু যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে নেয় তবে তার বিষয়টি এদের থেকে ভিন্ন হবে) (তাহ্কীকী, ইস্লাহী আওর ইল্মী মাক্বালাত ২/১৭-২৪)।

১। আহলে সুন্নাতের নামগুলি শব্দের দিক দিয়ে একাধিক হলেও সমস্ত শব্দের অর্থ প্রায় একই। যেমন - সালাফী, আহলুল্ হাদীস, আস্বহাবুল হাদীস, আহ্লুল্ আসার, মুহাম্মাদী ....।

عَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعِ اَلْوَقِيْعَةُ فِى أَهْلِ الْأَثَرِ.

অর্থ ঃ আবূ হাতিম আর্রাযী বলেন, বিদ্আতীদের এটা (একটা বিশেষ) নিদর্শন যে তারা আহলুল্ আসার (আহ্লে হাদীস) এর উপর আক্রমণ করবে (তাদের কুৎসা রটাবে)।

وَ عَلَامَةُ الزَّنَادِقَةِ : تَسْمِيَّتُهُم أَهْلَ / الْأَثَرِ حَشْوِيَّةً، يُرِيْدُوْنَ اِبْطَالَ الْاٰثَارِ.

অর্থঃ যিনদীক (অবিশ্বাসী, নাস্তিক) দের নিদর্শন হল এই যে, তারা আহ্লে হাদীসকে হাশভিয়্যাহ্ (বাহ্যিক পুজারী দল) বলে থাকে। এথেকে তাদের উদ্দেশ্য হল, হাদীসসমূহ অস্বীকার করা।

وَ عَلَامَةُ الْجَهْمِيَّةِ : تَسْمِيَّتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُشَبِّهَةً.

অর্থ ঃ জাহ্মিয়্যাদের নিদর্শন হল, তারা আহ্লে সুন্নাত (আহ্লে হাদীস) কে মুশাব্বিহা[১] নামে অবিহিত করে থাকে।

وَ عَلَامَةُ الْقَدَرِيَّةِ : تَسْمِيَّتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُجَبِّرَةً.

অর্থ ঃ আর কাদারিয়্যাদের নিদর্শন হল, তারা আহ্লে হাদীসদেরকে মুজাব্বিরাহ্[২] নামে অভিহিত করে থাকে।

وَ عَلَامَةُ الْمُرْجِئَةِ : تَسْمِيَّتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُخَالِفَةً وَ نُقْصَانِيَّةً.

অর্থঃ মুরজিয়্যাহদের একটি নিদর্শন হল, তারা আহ্লে হাদীসকে মুখালেফা এবং নুকসানিয়াহ্ নামে অভিহিত করে।

وَ عَلَامَةُ الرَّافِضَةِ : تَسْمِيَّتُهُمْ أَهْلَ السَّنَّةِ ثَانِيَّةً.

অর্থ ঃ রাফেযীদের নিদর্শন হল তারা আহ্লে হাদীসকে সানিয়্যাহ (নাবিতাহ্, নাস্বিবাহ) নামে অভিহিত করে থাকে।

(১) একটি পথভ্রষ্ট দল যারা সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্ট বস্তুর সাথে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করে থাকে।

(২) সেই পথভ্রষ্ট দল যাদের চিন্তাধারা হল এই যে, মানুষ দ্বারা যে সমস্ত কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে তা ঐচ্ছিক নয়, বরং তা করতে মানুষ বাধ্য।

৮ম পর্ব

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ব্যভিচার ও সমকাম

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

শারীরিক অপকার সমূহ

শারীরিক ক্ষতির কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কিছু দিন পর পরই এ সংক্রান্ত নতুন নতুন রোগ আবিষ্কার করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কোনও একটি রোগের উপযুক্ত ওষুধ খুঁজতে খুঁজতেই দেখা যায় নতুন আরেকটা রোগ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। এই হচ্ছে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যিকার ফলাফল।

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইরশাদ করেন —

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَ الْأَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِىْ أَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا.

অর্থ ঃ কোনও সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যভিচার তথা অশ্লীলতা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে অবশ্যই মহামারি ও বহু প্রকারের রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিল না (ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৪০৯১, হাকিম, হাদীস ৮৬২৩, ত্বাবারানী / আওসাত্ব, হাদীস ৪৬৭১), *(হাদীস সহীহ্ ঃ আল্লামাহ্ আলবানী, হাফেয যুবায়র আলী যাঈ, শুয়ায়ব আরনাউত্ব আরো অনেকেই সহীহ্ বলেছেন — সম্পাদনা পরিষদ)*।

ব্যাধিগুলো নিম্নরূপ ঃ—

১। নিজ স্ত্রীর প্রতি ধীরে ধীরে অনীহা জন্ম নেয়।

২। লিঙ্গের কোষগুলো একেবারেই ঢিলে হয়ে যায়। যার দরুন পেস্রাব ও বীর্যপাতের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণই থাকে না।

৩। এ জাতীয় লোকেরা টাইফয়েড এবং ডিসেন্ট্রিয়া রোগেও আক্রান্ত হয়।

৪। এরই ফলে সিফিলিস রোগেরও বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। লিঙ্গ অথবা রোগীর হৃদ্‌পিণ্ড, আঁত, পাকস্থলী, ফুসফুস ও অণ্ডকোষের ঘা ইত্যাদির মাধ্যমেই এ রোগের শুরু। এমনকী পরিশেষে তা অঙ্গ বিকৃতি, অন্ধত্ব, জিহ্বার ক্যান্সার এবং অঙ্গহানির বিশেষ কারণও হয়ে দাঁড়ায়। এটি ডাক্তারদের ধারণায় একটি দ্রুত সংক্রামক ব্যাধি।

৫। কখনও কখনও এরা গনোরিয়ায়ও আক্রান্ত হয় এবং এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সাধারণত একটু বেশি। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৭৫ সালে উক্ত রোগে প্রায় পঁচিশ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়। বর্তমানে ধারণা করা হয়, এ জাতীয় রোগীর হার বছরে বিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি। যার অধিকাংশই যুবক।

এ জাতীয় রোগে প্রথমত লিঙ্গে এক ধরণের জ্বলন সৃষ্টি হয়। এরই পাশাপাশি তাতে বিশ্রী পুঁজও জন্ম নেয়। এটি বন্ধ্যাত্বের একটি বিশেষ কারণও বটে। এরই কারণে ধীরে ধীরে প্রস্রাবের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়। উক্ত জ্বলনের কারণে ধীরে ধীরে লিঙ্গাগ্রের ছিদ্রের আশপাশ লাল হয়ে যায়। পরিশেষে সে জ্বলন মুত্রথলী পর্যন্ত পৌঁছোয়। তখন মাথা ব্যথা, জ্বর ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। এমনকী এর প্রতিক্রিয়া শরীরের রক্তে পৌঁছলে তখন হৃদপিণ্ডে জ্বলন সৃষ্টি হয়। আরও কত কী?

৬। হেরপেস রোগও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম ব্যাধি। আমেরিকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি রিপোর্টে বলা হয়, হেরপেসের এখনও কোনো চিকিৎসা উদ্ভাবিত হয়নি এবং এটি ক্যান্সার চাইতেও মারাত্মক। আমেরিকা ও ব্রিটেনে লক্ষ লক্ষ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত।

এ রোগ হলে প্রথমে লিঙ্গাগ্রে চুলকানি অনুভূত হয়। অতঃপর চুলকানির জায়গায় লাল ধরণের ফোসকা জাতীয় কিছু দেখা দেয় যা দ্রুত বড়ো হয়ে পুরো লিঙ্গে এবং যার সাথে সমকাম করা হয় তার গুহ্যদ্বারে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর ব্যথা খুবই চরম এবং এগুলো ফেটে গিয়ে পরিশেষে সেস্থানে জ্বলন ও পুঁজ সৃষ্টি হয়। কিছু দিন পর রান ও নাভির নীচের অংশও ভীষণভাবে জ্বলতে থাকে। এমনকী তা পুরো শরীরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তার মগজ পর্যন্তও পৌঁছোয়। এ রোগের শারীরিক ক্ষতির চাইতেও মানসিক ক্ষতি অনেক বেশি।

৭। এইড্‌সও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম রোগ। এ রোগের ভয়ঙ্করতা নিম্নের ব্যাপারগুলো থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় ঃ— (ক) এ রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি।

(খ) এ রোগ খুবই অস্পষ্ট। যার দরুন এ সংক্রান্ত প্রশ্ন অনেক বেশি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সেগুলোর তেমন আশানুরূপ উত্তর দিতে পারছেন না।

(গ) এ রোগের চিকিৎসা একেবারেই নেই অথবা থাকলেও তা অতি স্বল্প মাত্রায়।

(ঘ) এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

এইড্‌সের কারণে মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই দুর্বল হয়ে যায়। যার দরুন যে কোনও ছোট রোগও তাকে সহজে কাবু করে ফেলে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এ রোগে আক্রান্ত শতকরা ৯৫ জনই সমকামী এবং এ রোগে আক্রান্তদের শতকরা ৯০ জনই তিন বছরের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে।

৮। এ জাতীয় লোকেরা 'ভালোবাসার ভাইরাস' অথবা 'ভালোবাসার রোগ' নামক নতুন ব্যাধিতেও কখনও কখনও আক্রান্ত হয়। তবে এটি এইড্‌স চাইতেও অনেক ভয়ানক। এ রোগের তুলনায় এইড্‌স একটি খেলনা মাত্র।

এ রোগে কেউ আক্রান্ত হলে ছয় মাস যেতে না যেতেই তার পুরো শরীর ফোস্‌কা ও পুঁজে ভরে যায় এবং ক্ষরণ হতে হতেই সে পরিশেষে মারা যায়। সমস্যার ব্যাপার হলো এই যে, এ রোগটি একেবারেই লুক্কায়িত থাকে যতক্ষণ না যৌন উত্তেজনা প্রশমনের সময় এ সংক্রান্ত হরমোনগুলো উত্তেজিত হয়। আর তখনই উক্ত ভাইরাসগুলো নব জীবন পায়। তবে এ রোগ যে কোনও পন্থায় সংক্রমণ করতে সক্ষম। এমনকী বাতাসের সাথেও।

সমকামের শাস্তি

কারোর ব্যাপারে সমকাম প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে ও তার সমকামী সঙ্গীকে শাস্তি স্বরূপ হত্যা করতে হয়।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইরশাদ করেন —

مَنْ وَ جَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُوْلَ بِهِ.

অর্থ ঃ কাউকে সমকাম করতে দেখলে তোমরা উভয় সমকামীকেই হত্যা করবে (আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৬২, তিরমিযী, হাদীস ১৪৫৬, ইবনু মাজাহ্, হাদীস ২৬০৯, বাইহাকী হাদীস ১৬৭৯৬, হাকিম, হাদীস ৮০৪৭, ৮০৪৯), *(হাদীসের সূত্র হাসান ঃ আয্‌যীয়া, ইবনুল্ জারূদ, হাকেম, যাহাবী, আলবানী, হুসেন সালীম আসাদ প্রমুখ সহীহ্ বলেছেন এবং হাফেয যুবায়র আলী যাঈ হাসান বলেছেন — সম্পাদনা পরিষদ)*।

উক্ত হত্যার ব্যাপারে সাহাবাদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে হত্যার ধরনের ব্যাপারে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইরশাদ করেন —

اُرْجُمُوْا الْأَعْلَى وَ الْأَسْفَلَ ، اُرْجُمُوْهُمَا جَمِيْعًا.

অর্থ ঃ উপর-নীচের উভয়কেই রজম করে হত্যা করো (ইবনু মাজাহ্ হাদীস নং ২৬১০), *(হাদীসের সূত্র হাসান ঃ আস্বিম ইবনু উমর মুখস্তকরণে দুর্বল হলেও, পূর্বের হাদীসটি এর শাহিদ (সমর্থক) হওয়ায় হাদীসের সূত্র হাসান — সম্পাদনা পরিষদ)*।

আবু বকর, আলী, আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং হিশাম বিন আব্দুল মালিক (রাহিমাহুল্লাহ্) সমকামীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন মুন্‌কাদির (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন —

كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اِلَى أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلاً فِىْ بَعْضِ ضَوَاحِىْ الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، فَجَمَعَ لِذَلِكَ أَبُوْ بَكْرٍ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَ فِيْهِمْ عَلِىُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ رض فَقَالَ عَلِىٌّ رض : اِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أُمَّةٌ اِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، فَفَعَلَ اللّٰهُ بِهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، أَرَى أَنْ تَحْرِقَهُ بِالنَّارِ، فَاجْتَمَعَ رَأْىُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُّحْرَقَ بِالنَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يُّحْرَقَ بِالنَّارِ.

অর্থ ঃ খালিদ্ বিন্ ওয়ালীদ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু

এর নিকট এ মর্মে একটি চিঠি পাঠালেন যে, তিনি আরবের কোনও এক মহল্লায় এমন এক ব্যক্তিকে পেয়েছেন যাকে দিয়ে যৌন উত্তেজনা নিবারণ করা হয় যেমনিভাবে নিবারণ করা হয় মহিলা দিয়ে। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সকল সাহাবাদেরকে একত্রিত করে এ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ চান। তাঁদের মধ্যে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ছিলেন। তিনি বলেন, এ এমন একটি গুনাহ্ যা বিশ্বে শুধুমাত্র একটি উম্মতই সংঘটন করেছে। আল্লাহ্ তাআলা ওদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন সে সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই অবগত। অতএব আমার মত হচ্ছে, তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। উপস্থিত সকল সাহাবারাও উক্ত মতের সমর্থন করেন। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার ফরমান জারি করেন (বায়হাক্বী শু' আবুল ঈমান হাদীস৫৩৮৯), *(সূত্র হাসান ঃ যাম্মুল্লিওয়াও লিল্ আজুর্‌রী হাঃ ২৯, জামেউল আহাদীস হাঃ ৩২৪১৪ — সম্পাদনা পরিষদ)*।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন—

يُــنْظَرُ أَعْـلَى بِنَـاءٍ فِي الْقَرْيَةِ، فَيُرْمَى اللُّوطِيُّ مِنْهَا مُنَكَّسًا، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ.

অর্থ ঃ সমকামীকে মহল্লার সর্বোচ্চ প্রাসাদের ছাদ থেকে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তার উপর পাথর মারা হবে (ইবনু আবী শাইবাহ্, হাদীস ২৮৩২৮, বায়হাক্বী ৮/২৩২), *(আসারটির সূত্র সহীহ্ — সম্পাদনা পরিষদ)*।

সমকামীর জন্য পরকালের শাস্তি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনও তাকাবেন না।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইরশাদ করেন —

لَا يَــنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনও তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয় অথবা কোনো মহিলার মলদ্বারে গমন করে (ইবনু হিব্বান হাঃ ৪৪১৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা হাঃ ১৬৮০৩, তিরমিযী হাঃ ১১৬৫, ইবনু হিব্বান), *(হাদীসটির সূত্র হাসান ঃ ইবনুল জারূদ, আলবানী এর সূত্রকে সহীহ্ এবং হুসেন সালীম ও হাফেয যুবায়র আলী যাঈ হাসান বলেছেন — সম্পাদনা পরিষদ)*।

১২শ পর্ব

বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী

মূল ঃ সাইয়্যেদ মাসউদুল হাসান
ভাষান্তর ঃ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নূর হুসাইন

মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার ফযীলত

৮০ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰـهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَـعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَـقُوْلُ : يَا رَبِّ اَنّٰى لِيْ هٰذِهٖ فَيَـقُوْلُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

৮০। আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে তাঁর কোনও নেক্কার বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। বান্দা তখন বলবে ঃ হে আমার প্রভু! আমার জন্য এসব কোথা থেকে কী কারণে এল? তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে (এটা হাসান হাদীস, আহমাদ ১০৬১১), *(আলবানী, হাফেয যুবায়র আলী যাঈ, শুয়াইব আরনাউত্ব আরো অনেকেই হাসান বলেছেন — সম্পাদনা পরিষদ)*।

নোট ঃ কারও মাতা-পিতা মুসলিম (মুমিন) অবস্থায় ইনতিকাল করলে তাঁদের মুসলিম সন্তানেরা তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করতে পারেন। এমনকী তাঁরা তাঁদের পক্ষে হজ্জ ও আদায় করতে পারেন, গরীবদের জন্য টাকা-পয়সা খরচ করতে পারেন। কিন্তু, সতর্ক থাকতে হবে যদি তারা অমুসলিম (কাফের) হয়ে থাকে তবে তাদের জন্য দুআ করা যাবে না।

শয়তানের খোরাক

৮১ — عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَـالَ اِبْـلِيْـسُ : يَـا رَبِّ لَيْـسَ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ اِلَّا

جَعَلْتَ لَهُ رِزْقًا وَ مَعِيْشَةً فَمَا رِزْقِىْ؟ قَالَ : مَالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

৮১। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, ইবলিস বলল ঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার সকল সৃষ্টির জন্য রিযিক ও জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু আমার রিযিক কোথায়? আল্লাহ্ বলেন ঃ যে খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয় না তাই তোমার রিযিক (সহীহ্ হাদীস — এ হাদীসটিকে আবু নাঈম তাঁর হুলিয়্যাহ নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন ৮/১২৪)

নোট ঃ এ হাদীস অনুসারে পানাহারের আগে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে পানাহার শুরু করতে হবে।

আল্লাহ্র প্রথম সৃষ্টি

৮২ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ ـ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ : اُكْتُبْ قَالَ : رَبِّ وَ مَاذَا اَكْتُبُ ؟ قَالَ : اُكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

৮২। উবাদাহ্ ইবনে সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো কলম। এরপর আল্লাহ্ কলমকে বলেন ঃ লেখো। কলম বলল, হে প্রভু! কী লিখব? আল্লাহ্ বললেন, কিয়ামতের আগে পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের তাক্বদীর লিখতে থাকো (অন্য হাদীসের কারণে এটি সহীহ্ হাদীস, ইমাম আবু দাউদ ৪৭০০ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন), *(হাদীসের সূত্র যঈফ ঃ আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে আলী যঈফ বর্ণনাকারী, মীযানুল ইতেদাল ২/৩১১, লিসানুল মীযান ৫/৩৭— সম্পাদন পরিষদ)*।

নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত

৮৩ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِىْ : اَلَا اُبَشِّرُكَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ.

৮৩। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) আমাকে বলেছেন, আপনাকে আমি কি এ সুসংবাদ দিব না যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আপনার ওপর (একবার) দরূদ শরীফ পড়বে, আমি তার উপর (একবার) করুণা বর্ষণ করব। আর যে ব্যক্তি আপনার উপর (একবার) সালাম পাঠাবে, আমি তার উপর (একবার) শান্তি বর্ষণ করব (অন্য হাদীসের কারণে এটি হাসান হাদীস, এ হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ মুসনাদে আহমাদ ১৬৬২ ও ইমাম বায়হাক্বী রহঃ ও ইমাম আবু ইয়ালা রহঃ বর্ণনা করেছেন), *(সূত্র যঈফ ঃ হাদীসটিকে হাকেম সহীহ্ বলেছেন মুস্তাদরাক হাঃ ২০১৯ এবং আলবানী, শুয়াইব আরনাউত্ব আরো অনেকেই হাসান বলেছেন। কিন্তু এর সূত্রে রয়েছে আব্দুর রহমান ইবনু মুয়াবিয়া ইবনিল্ হুয়ায়রিস যাকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ যঈফ বলেছেন। মাক্বালাত ইলমিয়্যা ৩/৩৮৫ এবং আব্দুল অহেদ এর শ্রবণ তাঁর দাদা আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) থেকে প্রমাণিত। দেখুন তাহক্বীককৃত মিশকাত লিহাফেয যুবায়র আলী যাঈ ১/৩১৩ — সম্পাদনা পরিষদ)*।

নোট ঃ নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর ওপর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা খুবই সওয়াবের কাজ এবং নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর শাফায়াত (সুপারিশ) লাভ করার উপায়। আপনি যত বেশি দরূদ শরীফ পাঠাবেন তার কারণে উত্তম সুপারিশ আপনি লাভ করবেন।

সৎ কাজে উৎসাহ প্রদান করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা

৮٤ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ لَيَسْاَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَقُوْلَ : مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَ الْمُنْكَرَ اَنْ تُنْكِرَهٗ ؟ فَاِذَا لَقَّنَ اللّٰهُ عَبْدًا حُجَّتَهٗ قَالَ : يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَ فَرَقْتُ مِنَ النَّاسِ.

৮৪। আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বান্দাকে (নানান) প্রশ্ন করবেন এমনকী এ প্রশ্নও করবেন ঃ তুমি যখন কাউকে মন্দ কিছু করতে দেখেছ তখন তুমি কেন তাকে তা করতে নিষেধ করনি? আল্লাহ্ যখন তার মনে এ প্রশ্নের উত্তর ইঙ্গিত করবেন তখন বান্দা বলবে যে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার ক্ষমার আশা করেছিলাম এবং ফিতনার ভয়ে মানুষ থেকে দূরে ছিলাম (এটা হাসান হাদীস, ইবনে মাজাহ্ ৪০১৭ ও যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে), *(হাদীসটিকে আলবানী, বূসীরী স্বহীহ্ বলেছেন এবং যুবায়র আলী যাঈ হাসান বলেছেন ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৪০১৭ — সম্পাদন পরিষদ)।*

নোট ঃ ইবনুল কায়্যিম জাওযী তাঁর কিতাবাদিতে উল্লেখ করেছেন যে, অনেক প্রকারের জিহাদ আছে। তার মধ্য থেকে এক ধরণের জিহাদ হলো সৎ কাজের আদেশ করা এবং পাপ কাজের প্রতিরোধ করা। এটা ধার্মিকতার, মুত্তাকীর বা তাকওয়ার লক্ষণও বটে। যেখানে একাজ চলে সেখানের সমাজ সুস্থও বটে। যেখানে সৎ কাজের আদেশ ও পাপ কাজের প্রতিরোধ নেই, বুঝতে হবে যে, সেখানে ইসলামের অনুসরণ নেই।

সূরা ফাতিহার ফযীলত

٨٥ ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَ لِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ، وَ اِذَا قَالَ : اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ وَ اِذَا قَالَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ : مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَ قَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ اِلَىَّ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ : اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ : هٰذَا بَيْنِىْ وَ بَيْنَ عَبْدِ وَ لِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ فَاِذَا قَالَ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ قَالَ : هٰذَا لِعَبْدِىْ وَ لِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ.

৮৫। আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছি (যে তিনি বলেন) ঃ আল্লাহ্ বলেন, আমি স্বলাতকে আমার মাঝে (একভাগ) ও বান্দার মাঝে একভাগ — এ দুভাগে ভাগ করে দিয়েছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে সে তা-ই পাবে। আর বান্দা যখন বলে — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। আর বান্দা যখন বলে --- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ তিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু। তখন আল্লাহ্ বলেন, বান্দা আমার গুণগান করল। আর বান্দা যখন বলে — مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ তিনি বিচার দিবসের মালিক (অধিপতি)। আল্লাহ্ তখন বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা গাইল। আবার একথাও বলেন, আমার বান্দা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করল। আর বান্দা যখন বলে --- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ, আমরা তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন আল্লাহ্ বলেন, এ হল আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে একান্ত (ভালবাসার) বিষয়, আর আমার বান্দা যা চাইবে সে তাই পাবে। আর বান্দা যখন বলে — اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ.

অর্থাৎ আমাদেরকে সরল-সঠিক পথের নিশানা দিন - তাঁদের পথ যাঁদের ওপর আপনি করুণা বর্ষণ করেছেন, যাঁরা অভিশপ্ত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়। আল্লাহ্ তখন বলেন, এটাতো আমার বান্দারই প্রাপ্য, সে যা চাইবে তাকে তা দেওয়া হবে (এ হাদীসটি সহীহ্, মুসলিম ৯০৪ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন)।

নোট ঃ সূরা ফাতিহার ফযীলত সম্বন্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সারমর্ম তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিলের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল। আবার এ তিন কিতাবের সারমর্ম কুরআনে দেওয়া হয়েছে। আর কুরআনের সারমর্ম সূরা ফাতিহাতে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, এটা একাধারে আকুল আবেদন, দুআ ও যিকির। এতে আছে আল্লাহ্র একত্ববাদ (তাওহীদ), আল্লাহ্র প্রতি মুসলিমদের দাসত্ব। এতে বিপথগামী ইহুদী খ্রিস্টানদের প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে। এক কথায়, এটা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা (মোকাদ্দামাতুত্ তাফ্সীর)।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পাপ

٨٦ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰـهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ : نَعَمْ اَمَا تَرْضِيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَ صَلَكِ وَ اَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلٰى يَـا رَبِّ قَـالَ فَهُـوَ لَكِ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاقْرَئُوْا اِنْ شِئْتُمْ (فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ).

৮৬। আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে যখন তাঁর সৃষ্টি কার্য থেকে অবসর নিলেন তখন জরায়ু (মাতৃ-জঠর) বলল, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তার জন্য এটা (মাতৃ জঠর তথা মাতার সাথে সুসম্পর্ক) হলো প্রধান বিষয়। আল্লাহ্ তখন বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি এতে খুশি নও যে, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে আমিও তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? তখন মাতৃজঠর বলল, হ্যাঁ, হে আমার প্রভু, এতে আমি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ্ বললেন, তোমার জন্য এ বিধানই দেওয়া হলো। এরপর রসূলুল্লাহ্ বলেন, তোমাদের মন চাইলে পড়ে দেখো —

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

অর্থাৎ যদি তোমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হও তবে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সম্ভাবনা আছে? (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং ২২, বুখারী হাদীস ৫৯৮৭ ও মুসলিম)।

নোট ঃ কুরআন বরাবরই পারিবারিক সম্পর্ক ও রক্তের সম্পর্কের কথা বলে। অন্যান্য সকল অধিকারের ওপরে মাতা-পিতার অধিকার বেশি। এ কারণেই রক্তের সম্পর্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং সর্বদা তা বজায় রাখা উচিত। যদি কেউ ভাল কাজ করে অথচ মাতৃ-সম্পর্ককে বা আত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করে তবে সে এ হাদীস মতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা, এ হাদীসে বলা হয়েছে, স্বয়ং আল্লাহই তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এমতাবস্থায় সে কীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে?

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা ‘সরল পথ’ পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহক, এজেন্ট ও ডিষ্ট্রিবিউটরদের অবগতির জন্য এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, অপরাপর দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ খরচ বৃদ্ধির জন্য আগামী জুন ২০১৭ সংখ্যা থেকে ‘সরল পথ’ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৫ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। আশা করি, পত্রিকার সাথে আত্মিকভাবে সম্পৃক্ত সকলেই মূল্য বৃদ্ধির এই অনিবার্য বিষয়টি মহানুভবতার নিরিখে বিবেচনা করবেন ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

বিনীত
সম্পাদক (সরল পত্র পত্রিকা)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর ঈলার ঘটনা

আবুল বাশার ইমরান

দাম্পত্য জীবন মানুষের জন্য অতি মূল্যবান জীবন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্কের মাধ্যমে এ জীবন মধুময় হয়ে ওঠে। আবার দুজনের মাঝে মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝিতে এ জীবন দুঃখ-যাতনায় ভরে যায়। এ মর্মে একটা ঘটনা প্রণিধান করুন। হাফসাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পত্নীগণের কাছে এক মাস না যাওয়ার শপথ করেন। সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হ'তে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি বহুদিন ধরে উদগ্রীব ছিলাম যে, আমি উমার ইবনু খাত্তাবের নিকট জিজ্ঞাসা করব যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর স্ত্রীগণের মধ্যে কোন দুজনের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, 'তোমরা উভয়ে যদি (অনুতপ্ত হয়ে) আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন, তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে' (আত্ তাহরীম ৬৬/৪)। এরপর একবার উমার হজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে হজ্জে গেলাম। ফিরে আসার পথে তিনি প্রস্রাব করার জন্য রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমি পানি পূর্ণ পাত্র হাতে তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি প্রস্রাব করে ফিরে এলে আমি অযুর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি যখন অযু করছিলেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন! নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সহধর্মিনীগণের মধ্যে কোন্ দুজন সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা দুজন যদি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর, তবে তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।' জবাবে তিনি বললেন, 'হে ইবনু আব্বাস। আমি তোমার প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছি। তাঁরা দুজন তো আয়েশা ও হাফসাহ্।' এরপর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, আমি এবং আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী যিনি উমাইয়াহ্ ইবনু যায়েদ গোত্রের লোক; তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করত, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সঙ্গে পালাক্রমে সাক্ষাৎ করতাম। সে একদিন নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর দরবারে যেত, আরেক দিন আমি যেতাম। যখন আমি দরবারে যেতাম, ঐ দিন দরবারে অহী অবতীর্ণসহ যা ঘটত সবকিছুর খবর আমি তাকে দিতাম এবং সেও তেমনি খবর আমাকে দিত। আমরা কুরাইশরা নিজেদের স্ত্রীগণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে আসলাম, তখন দেখতে পেলাম, তাদের স্ত্রীগণ তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব করে চলেছে। সুতরাং আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি সেরূপ ব্যবহার করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলাম এবং তাকে উচ্চঃস্বরে কিছু বললাম। সেও প্রতি উত্তর দিল। আমার কাছে এ রকম প্রতি উত্তর দেওয়াটা অপছন্দনীয় মনে হল। সে বলল, 'আমি আপনার কথার পাল্টা উত্তর দিচ্ছি এতে অবাক হচ্ছেন কেন? আল্লাহ্‌র কসম। নাবী কারীম এর স্ত্রীগণ তাঁর কথার মুখে মুখে পাল্টা উত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার একদিন এক রাত পর্যন্ত কথা না বলে কাটান।' উমার বলেন, এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং আমি বললাম, তাদের মধ্যে যারা এরূপ করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি আমার কাপড় পরলাম এবং আমার কন্যা হাফসার ঘরে প্রবেশ করলাম। আমি বললাম, 'হাফসাহ! তোমাদের মধ্যে কারো প্রতি রসূল কি সারা দিন রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন নি? সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ'। আমি বললাম, তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। তোমরা কি এ ব্যাপারে ভীত হচ্ছ না যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন? পরিণামে তোমরা ধ্বংসের মধ্যে পড়বে? সুতরাং তুমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কাছে অতিরিক্ত কোনো জিনিস দাবী করবে না এবং তাঁর কথার প্রতি উত্তর করবে না। তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করবে না। তোমার যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার কাছে চেয়ে নেবে। আর তোমার সতীন তোমার চেয়ে অধিক রূপবতী এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর অধিক প্রিয় তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এখানে সতীন বলতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে বুঝানো হয়েছে। উমার আরো বলেন, এ সময় আমাদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গাসসানের শাসনকর্তা আমাদের উপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে তাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার প্রতিবেশী আনসার তার পালার দিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর খিদমত থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় করাঘাত করল এবং জিজ্ঞাসা করল, আমি ঘরে আছি কি না? আমি শংকিত অবস্থায় বেরিয়ে আসলাম। সে বলল, 'আজ এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে।' আমি বললাম, 'সেটা কী? গাসসানীরা কি এসে গেছে?' সে বলল, 'না তার চেয়েও বড় ঘটনা এবং তা ভয়ংকর। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁর সহধর্মিনীগণকে তালাক দিয়েছেন।' আমি বললাম, হাফসাহ্ তো ধ্বংস হয়ে গেল, ব্যর্থ হল। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম যে, খুব শিগগিরই এ রকম কিছু ঘটবে। এরপর আমি পোশাক পরলাম এবং ফজরের স্বলাত নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সঙ্গে আদায় করলাম। ফজর স্বলাতের পরে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উপরের কামরায় (মাশরুবা) একাকী আরোহণ করলেন, আমি তখন হাফসার কাছে গেলাম এবং তাকে কাঁদতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক করে দিইনি? নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়েছেন?' সে বলল, 'আমি জানি না। তিনি ওখানে

উপরের কামরায় একাকী রয়েছেন।' আমি সেখান থেকেই বেরিয়ে মিম্বরের কাছে বসলাম। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক বসে ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার প্রাণ এ অবস্থা সহ্য করতে পারছিল না। সুতরাং যে উপরের কক্ষে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অবস্থান করছিলেন আমি সেই উপরের কক্ষে গেলাম এবং তাঁর হাবশী কালো খাদেমকে বললাম, তুমি কি উমারের জন্য নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কাছে যাবার অনুমতি এনে দেবে? খাদেমটি গেল এবং নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সঙ্গে কথা বলল। ফিরে এসে উত্তর করল, আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। তখন আমি ফিরে এলাম এবং যেখানে লোকজন বসে ছিল সেখানে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। তাই আবার এসে খাদেমকে বললাম, তুমি কি উমারের জন্য অনুমতি এনে দিবে? সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর ছিলেন। তখন আমি আবার ফিরে এসে মিম্বরের কাছে ঐ লোকদের সঙ্গে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। পুনরায় আমি খাদেমের কাছে গেলাম এবং বললাম, তুমি কি উমারের জন্য নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কাছে যাবার অনুমতি এনে দেবে? সে গেল এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করলাম, কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। যখন আমি ফিরে যাবার উদ্যোগ নিয়েছি, তখন খাদেমটি আমাকে ডেকে বলল, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। এরপর আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকট প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি খেজুরের চাটাইয়ের উপর চাদর বিহীন অবস্থায় খেজুরের পাতা ভর্তি একটি বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরে চাটাইয়ের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম! আপনি কি আপনার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম! আপনি যদি আমার কথা শোনেন তাহলে বলি, আমরা কুরাইশগণ মহিলাদের উপর আমাদের প্রতিপত্তি খাটাতাম, কিন্তু আমরা মদীনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের উপর নারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান। এ কথা শুনে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুচকি হাসলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম! যদি আপনি আমার কথার দিকে একটু মনোযোগ দেন, আমি আপনাকে ঘটনা শুনাই। আমি হাফসার কাছে গেলাম এবং আমি তাকে বললাম, তোমার সতীনের রূপবতী হওয়া ও রসূলুল্লাহ্ এর প্রিয় পাত্রী হওয়া তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। এর দ্বারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আবার মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। এরপর আমি তাঁর ঘরের চার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহ্‌র কসম। কেবল তিনটি চামড়া ব্যতীত তাঁর ঘরে উল্লেখ করার মতো কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম! দুআ করুন, আল্লাহ্ তাআলা যাতে আপনার উম্মাতদের সচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারসিক ও রোমানদের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে এবং তাদের দুনিয়ার শান্তি প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে না। একথা শুনে হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সোজা হয়ে বসে বললেন, 'হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনও এ ধারণা পোষণ করছ, ওরা ঐ লোক, যারা উত্তম কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম! আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করুন।' হাফসাহ্ কর্তৃক আয়েশা এর কাছে কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঊনত্রিশ দিন তাঁর স্ত্রীগণ থেকে আলাদা থাকেন।* নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছিলেন, 'আমি এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাব না তাদের প্রতি রাগের কারণে।' তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। সুতরাং যখন উনত্রিশ দিন হয়ে গেল, নাবী কারীম সর্বপ্রথম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে দিয়েই শুরু করলেন। আয়েশা তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম! আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু এখন তো আপনি উনত্রিশ দিনেই এসে গেলেন। আমি প্রতিটি দিন এক এক করে হিসাব করে রেখেছি।' নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, উনত্রিশ দিনেও মাস হয়। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, এ মাস ২৯ দিনের। আয়েশা আরও বলেন, ঐ সময় আল্লাহ্ তাআলা এখতিয়ারের আয়াত অবতীর্ণ করেন, যাতে নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর বিবিগণকে দুনিয়া বা আখিরাত — এ দুটোর যে কোনও একটিকে বেছে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে (আহযাব ২৮) এবং তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে আমাকে দিয়েই শুরু করেন এবং আমি তাঁকে গ্রহণ করি। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অন্য স্ত্রীগণের অভিমত চাইলেন। সকলেই তাই বলল, যা আয়েশা বলেছিলেন (বুখারী হাঃ ৪১৯১ বিবাহ' অধ্যায়)। রসূলের স্ত্রীগণের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি তাদের নিকটে এক মাস না যাওয়ার কথা বলেন। মাস পূর্ণ হলে তিনি তাদের নিকটে যান। এদ্বারা প্রতীয়মান হয় য, স্ত্রীদের দাবী সঙ্গত না হলে বা তাদের শাসনের উদ্দেশ্যে তাদের থেকে পৃথক থাকা যায়। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দিন — আমীন।

সেই গোপন কথাটি ছিল মধু অথবা মারিয়া ক্বিবতিয়া (রাঃ) কে হারাম করে নেওয়া। যা তিনি হাফসা (রাঃ) কে বলেছিলেন। পরে হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে বলে দিলে বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় (বিস্তারিত জানতে সূরা তাহরীমের ১৪ নং আয়াতের তাফসীর দেখুন — আহসানুল বায়ান) — সম্পাদনা পরিষদ।

মুহাম্মাদ (সঃ) নং ১

মাইকেল এইচ. হার্ট

ভাষান্তর : আক্‌মল হোসেন

(মাইকেল এইচ. হার্ট একজন খ্রিস্টান আমেরিকান। তিনি বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা, গণিতজ্ঞ, আইনশাস্ত্র বিশারদ, বিচক্ষণ চেস্‌মাস্টার এবং সর্বোপরি একজন বিজ্ঞানী। মানব ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণার ফসল হিসাবে সর্বকালের সেরা ১০০ জন মহান মনীষীকে চয়ন করে এবং মানব সমাজের ওপর তাঁদের অবিস্মরণীয় প্রভাবের গুরুত্ব নিরূপণ করে তিনি একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। Carol Publishing Group, 600 Madison Avenue, New York, NY 10022 থেকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সেই বিশেষ গ্রন্থ — The 100; A Ranking Of The Most Influential Persons In History -তে স্বনামধন্য রাজনৈতিক নেতৃবন্দ, আবিষ্কারক, লেখক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী এবং চিত্রশিল্পীগণ স্বমহিমায় স্থান করে নিয়েছেন। মানব-সভ্যতা ও সমাজের ওপর তাঁদের প্রভাবের গুরুত্বের তারতম্যের ভিত্তিতে লেখক তাঁদের নাম ক্রমানুযায়ী সাজিয়েছেন। তাঁর প্রস্তুত তালিকার শীর্ষে এবং গ্রন্থের প্রথমেই তিনি সসম্মানে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নাম সুশোভিত করেছেন। মুহাম্মাদ (সঃ)-এর যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য লেখকের আলোচিত অপরাপর মনীষী যেমন —যিশু খ্রিস্ট, মোজেস (মুসা), বুদ্ধদেব, কনফুসিয়াস, সেন্ট পল, পোপ দ্বিতীয় আরবান, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, এডিসন, ল্যাভয়সিয়র, পাস্তুর, অ্যারিস্টটল, লেনিন, মাইকেল এঞ্জেলো, পাবলো পিকাসো, কলম্বাস, ভাস্কো-দা-গামা, জুলিয়াস সিজার, চেঙ্গিজ খান, পিটার দ্য গ্রেট, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রমুখ মনীষীগণের গুণ-বৈশিষ্টের তুলনায় মহত্তর বলে উপলব্ধ হওয়ায় লেখক মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নাম সর্বাগ্রে চয়ন করেছেন তার সুস্পষ্ট দিগ্‌নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।)

পৃথিবীর সর্বাধিক প্রভাব-বিশিষ্ট মনীষীগণের তালিকার শীর্ষে স্থলাভিষিক্ত করার বিষয়ে আমার পছন্দ— মুহাম্মাদ (সঃ), কিছু পাঠককে বিস্মিত করতেই পারে এবং অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে; কিন্তু (আমার মতে), পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ — উভয় ক্ষেত্রেই চরম সফলতা অর্জন করেছিলেন।

খুবই সাধারণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেও, মুহাম্মাদ (সঃ) পৃথিবীর অন্যতম একটি মহান ধর্ম (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন এবং একজন অপরিমেয় কার্যোপযোগী রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। আজ তাঁর মৃত্যুর তেরোশো বছর পরেও, তাঁর প্রভাব সমান প্রবল ও অতীব কার্যকর এবং পরিব্যাপক।

এই বইতে (The 100; A Ranking Of The Most Influential Persons In History) যে সমস্ত মনীষীগণ আলোচিত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই সভ্য, উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন অথবা জাতির রাজনৈতিক বাতাবরণের কেন্দ্রে, জন্মগ্রহণ ও বড় হয়ে ওঠার একটা সুবিধা ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ (সঃ) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, দক্ষিণ আরবের যে মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা সেই সময় বাণিজ্য, শিল্প ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থলসমূহ থেকে, অনেক অনেক দূরে অবস্থিত, একটা পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত ছিল। ছয় বছর বয়সে, মাতাপিতৃহীন হয়ে, তিনি সাধারণ পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। ইসলামী ঐতিহ্য আমাদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তিনি ছিলেন অক্ষর-জ্ঞানহীন। তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল, যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে এক বিত্তশালিণী বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কমবেশি, তিনি যখন চল্লিশের দোরগোড়ায়, তখনই তিনি যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, তার স্বল্প বাহ্যিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

সেই সময়, অধিকাংশ আরববাসীই ছিল পৌত্তলিক, যারা বহু দেবতায় বিশ্বাস করত। তবে সেইসময় মক্কায় স্বল্প-সংখ্যক ইহুদী ও খ্রিস্টানও ছিল। নিঃসন্দেহে, তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সঃ)-ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি এক ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন; যে-ঈশ্বর বিশ্বচরাচরের শাসনকর্তা। যখন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বয়স চল্লিশ, তখন তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এই এক ও সত্য ঈশ্বরই (আল্লাহ্), তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন এবং তিনি তাঁকে সত্য (ধর্ম) বিশ্বাস প্রচারার্থে মনোনীত করেছেন।

(এর পরে) তিন বছর ধরে, মুহাম্মাদ শুধুমাত্র তাঁর নিকট বন্ধু ও সহযোগীদের মধ্যে ধর্মোপদেশ দিতে থাকেন। তারপর ৬১৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে, তিনি জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। তিনি যখন ধীরে ধীরে (বহু দেবতায় বিশ্বাসী আরবীয়দের তাঁর ধর্মে) ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে সফল হচ্ছিলেন, তখন মক্কার শাসকগোষ্ঠীর কাছে, তিনি বিপজ্জনক ও ক্ষতিসাধক ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হলেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে, তাঁর নিরাপত্তার আশংকা করে মুহাম্মাদ (সঃ) মদীনায় (মক্কার দুশো মাইল উত্তরের একটি শহর) চলে গেলেন। সেখানে তিনি সসম্মানে, উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ক্ষমতার মর্যাদাপ্রাপ্ত হলেন।

এই চলে যাওয়া (মক্কা থেকে মদীনায়) যাকে হিজরত বলা হয়, তা ছিল মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনে টার্নিং পয়েন্ট। মক্কায় তাঁর

মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুসরণকারী ছিলেন। কিন্তু মদীনায় তাঁর অনুসরণকারীর সংখ্যা ছিল অনেক এবং (সেখানে) তিনি শীঘ্রই এমন ক্ষমতা অর্জন করলেন, যা তাঁকে প্রকৃত কার্যকর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী শাসকে পরিণত করল। পরবর্তী কয়েক বছরে, যখন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর অনুসরণকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন মদীনা ও মক্কার মধ্যে, পরপর অনেকগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ শেষ হয় যখন ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁর অনুসরণকারীরা বিজয়ীরূপে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর (সঃ) জীবনের শেষ আড়াই বছর, আরবীয় উপজাতিদের দ্রুত এই নতুন ধর্মে (ইসলাম) ধর্মান্তরিত করার সাক্ষ্য বহন করে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ (সঃ) যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন কার্যত তিনি ছিলেন সমগ্র দক্ষিণ আরবের অবিসংবাদিত শাসক।

আরবের বেদুইন উপজাতিদের ভয়ংকর যোদ্ধা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি ছিল। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় নগণ্য এবং অনৈক্য ও পরস্পর ধ্বংসকারী (ভ্রাতৃঘাতী) যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত। উত্তরের স্থায়ী কৃষিভিত্তিক অঞ্চলের রাজ্যগুলির বৃহত্তর সেনাবাহিনীর সাথে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। যাই হোক, এই প্রথমবার মুহাম্মাদ (সঃ) এর দ্বারা একতাবদ্ধ হয়ে এবং এক ও সত্য ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই ক্ষুদ্র আরবীয় সেনাবাহিনী মানব ইতিহাসে অভূতপূর্ব ও সবচেয়ে বিস্ময়করভাবে একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করতে লাগল। আরবের উত্তর-পূর্বে (তখন) ছিল স্যাশানিডদের বৃহৎ নব্য পারস্য সাম্রাজ্য (এবং) উত্তর-পশ্চিমে ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য বা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য যা কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সংখ্যা-তত্ত্বের দিক দিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে আরবীয়দের কোনও সাদৃশ্য ছিল না। তবুও অনুপ্রাণিত আরবীয়রা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করে এবং দ্রুত সমগ্র মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন দখল করে নেয়। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে মিশর, বাইজানটাইন সম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় যখন পারস্যের সেনাবাহিনী, ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে কোয়েদিশিয়ার যুদ্ধে এবং ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে নেহাবেন্দের যুদ্ধে (আরবীয়দের কাছে) বিপর্যস্ত হয়।

কিন্তু তা সত্বেও, এই অসংখ্য বিজয় যা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট বন্ধু ও তাঁর ঠিক পরবর্তী উত্তরাধিকারী আবু বকর ও উমর ইবনে আল খাত্তাবের নেতৃত্বে সাধিত হয়েছিল তা-ই আরবীয়দের অগ্রগতির সমাপ্তি সূচিত করেনি। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে আরব সেনারা উত্তর আফ্রিকা থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সবেগে ধাবিত হয়। তারপর তারা উত্তরের দিকে গতি পরিবর্তন করে এবং জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের ভিসিগথিক সম্রাজ্যকে অসহায় করে তোলে।

কিছু সময়ের জন্য এটা অবশ্যই মনে হবে যে, মুসলিমরা (তা'হলে) সমগ্র খ্রিস্টীয় ইউরোপকে আচ্ছন্ন করতে পারত। কিন্তু ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে টুর্সের যুদ্ধে একটা মুসলিম সেনাবাহিনী যারা ফ্রান্সের কেন্দ্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল তারা শেষ পর্যন্ত ফরাসীদের কাছে পরাজিত হয়। কমবেশি একশো বছরের (এই) স্বল্প সময়ের যুদ্ধে এই বেদুইন উপজাতির লোকেরা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ভাষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের সীমান্ত থেকে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত একটা সাম্রাজ্য (তাদের) প্রচেষ্টার দ্বারা লাভ করে যে বৃহত্তম সাম্রাজ্য আজও পৃথিবীতে বর্তমান এবং এই সেনারা যেখানেই জয়লাভ করেছে সেখানেই ঘটনাক্রমে (জনসমাজের) একটি বৃহৎ অংশ, এই নতুন (ধর্ম) বিশ্বাস (ইসলাম) গ্রহণ করেছে।

এখন (একথা উল্লেখ্যযোগ্য যে), এই বিজয় সমূহের সবগুলিই চিরস্থায়ী প্রমাণিত হয়নি। পার্স্যবাসীরা যদিও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ধর্মে বিশ্বাসীই রয়ে গেছে, তবুও (অতঃপর) তারা আরবীয়দের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছে এবং স্পেনে সাতশো বছরেরও অধিক সময় ধরে চলতে থাকা যুদ্ধ-বিগ্রহের সর্বশেষ পরিণতিতে খ্রিস্টানরা সমগ্র স্পেন ও পর্তুগাল পুনরায় জয়লাভ করেছে। কিন্তু (বিশ্বের) প্রাচীন সভ্যতার দু'টি জন্মভূমি — মেসোপটেমিয়া ও মিশর, আরব-দেশীয়ই রয়ে গেছে যেমনটি রয়ে গেছে উত্তর আফ্রিকার সমগ্র উপকূল অঞ্চল। অবশ্য এই নতুন ধর্ম (ইসলাম) অন্তবর্তী শতাব্দীগুলিতে প্রচারিত ও প্রসারিত হতে থেকেছে, প্রকৃত মুসলিম বিজয়ের সীমানা পেরিয়ে (আরও) বহুদূর পর্যন্ত। বর্তমানে আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ (ইসলামে অনুগত) লোক বাস করে এবং এমনকী তার চেয়েও বেশি বাস করে পাকিস্তান, উত্তর ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায়। ইন্দোনেশিয়ায়, এই নতুন বিশ্বাস (মুহাম্মাদ সঃ ও ইসলামের প্রতি) ঐক্য স্থাপনকারী একটা বিষয় হিসাবে কাজ করেছে। সে যাই হোক, ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সংঘাত, ঐক্যের পথে আজও একটি প্রধান অন্তরায়।

তা'হলে একজন (সমালোচক বা পাঠক) মানব ইতিহাসের ওপর মুহাম্মাদ (সঃ) -এর সার্বিক প্রভাবের মূল্যায়ন কীভাবে করবেন ? অপরাপর ধর্মের মতো ইসলামও এই ধর্মের অনুসরণকারীদের জীবনে প্রভূত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এই কারণে পৃথিবীর মহান ধর্মসমূহের প্রতিষ্ঠাতৃগণ, এই গ্রন্থে (The 100 : A Ranking Of The Most Influential Persons In History) বিশেষভাবে (ভাষাচিত্রে) মূর্ত হয়েছেন। মোটামুটিভাবে, যেহেতু পৃথিবীতে মুসলিমদের দ্বিগুণ খ্রিস্টান রয়েছে, সেহেতু মুহাম্মাদ (সঃ) -কে যিশুখ্রিস্টের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ায় প্রাথমিকভাবে (এ সিদ্ধান্ত) অদ্ভুত মনে হতে পারে। (কিন্তু) এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে দুটি মুখ্য কারণ রয়েছে। প্রথমত, খ্রিস্টান

ধর্মের উন্নতির জন্য যিশু খ্রিস্ট যে ভূমিকা পালন করেছিলেন মুহাম্মাদ (সঃ) তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও খ্রিস্টান ধর্মের মুখ্য নৈতিক ও আদর্শগত কর্মবিধি (যথাসম্ভব এগুলি জুদাইজম্ বা ইহুদীদের ধর্ম থেকে পৃথক) প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছিলেন যিশুখ্রিস্ট তবুও সেন্ট পলই ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্বের উন্নতির প্রধান হোতা, এর প্রধান প্রচারক ও (অখ্রিস্টানদের খ্রিস্টান ধর্মে) ধর্মান্তরকারী ও নিউ টেস্টামেন্টের বৃহৎ অংশের লেখক।

কিন্তু মুহাম্মাদ (সঃ) ছিলেন ইসলামের ঈশ্বরতত্ত্ব এবং এর নৈতিক ও আদর্শগত বিধিনিষেধ উভয়েরই (প্রবর্তনের) প্রধান দায়িত্ব পালনকারী। আরও বলা যায় যে, তিনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের এই নতুন বিশ্বাসে (ইসলাম) ধর্মান্তরিত করার এবং ইসলামের ধর্মীয় ব্যবহার (প্রয়োগ) প্রতিষ্ঠিত করার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মুসলিমদের পবিত্র ধর্মশাস্ত্রগুলির সম্পাদক। (যেমন) কুরআন মুহাম্মাদ (সঃ)-র অন্তর্দৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী সংকলন; যা আল্লাহ্ তাঁর প্রতি প্রত্যক্ষভাবে দৈবপ্রত্যাদেশরূপে পাঠিয়েছেন বলে মনে করতেন। এই সমস্ত দৈব প্রত্যাদেশের অধিকাংশই মুহাম্মাদ (সঃ)-র জীবদ্দশায় কমবেশি বিশ্বস্ততার সাথে গ্রথিত হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত সময়ের মধ্যেই নির্ভরযোগ্য নমুনা হিসাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল। সেইজন্য কুরআন নিবিড়ভাবে মুহাম্মাদ (সঃ)-র প্রতীতি, তাঁর শিক্ষা (আমাদের প্রতি) ও (আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত) বাণীর সঠিক ও অবিকৃত ভাষ্য উপস্থাপিত করে, বহুল পরিমাণে। যিশুখ্রিস্টের দেওয়া শিক্ষা-সম্বলিত এই রকম বিস্তারিত কোনও সম্পাদনা পাওয়া যায় না। যদিও খ্রিস্টানদের নিকট যেমন বাইবেল গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মুসলিমদের নিকট কুরআন গুরুত্বপূর্ণ; তবুও কুরআন মাধ্যমের জন্য মুহাম্মাদ (সঃ)-র প্রভাব অপরিমেয়। এটা সম্ভবত (এইরূপ বিষয় যে), ইসলামের ওপর মুহাম্মাদ (সঃ)-র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রভাব খ্রিস্টান ধর্মের ওপর যিশুখ্রিস্ট ও সেন্ট পলের যুগ্ম প্রভাব অপেক্ষা ব্যাপক। তা'হলে খাঁটি ধর্মীয় প্রেক্ষিতে এটা সদৃশ মনে হয় যে; মুহাম্মাদ (সঃ) মানব-ইতিহাসে যিশুখ্রিস্টের মতোই প্রভাবশালী।

তদুপরি, মুহাম্মাদ (সাঃ) যেমন ধর্মীয় নেতা ছিলেন, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ নেতাও ছিলেন (যা যিশুখ্রিস্ট ছিলেন না)। বস্তুত, আরবীয়দের বিজয়মালার পশ্চাতের চালিকাশক্তি হিসাবে তাঁকে সর্বকালের সেরা রাজনৈতিক নেতার সম্মানে ভূষিত করা যায়।

কেউ এমনও বলতে পারেন যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং কোনও বিশেষ নেতা যাঁরা এই ঘটনাগুলিকে চালিত করেছিলেন তাঁদের উপস্থিতি ছাড়াও এগুলি ঘটতে পারত। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি (খুব) সম্ভবত স্পেনের হাত থেকে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত, এমনকী যদি সাইমন বলিভার আদৌ না থাকতেন। কিন্তু আরবীয়দের বিজয়ের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। মুহাম্মাদ (সঃ)-র পূর্বে (আরবের ইতিহাসে) এরকম কিছু ঘটেনি এবং একথা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে, তাঁকে ছাড়াই এই বিজয়গুলি সম্ভবপর হতে পারত। (আরবীয়দের বিজয়গুলির সাথে) তুলনাযোগ্য একমাত্র বিজয় মানব-ইতিহাসে ঘটেছিল মোঙ্গলদের দ্বারা ত্রয়োদশ শতকে, যার পশ্চাতে চেঙ্গিজ খানের প্রভাব প্রধান ছিল। যদিও এই বিজয়গুলি আরবীয়দের বিজয়গুলি অপেক্ষা ব্যাপক ছিল, তবুও তা চিরস্থায়ী হয়নি এবং বর্তমানে কেবলমাত্র সেই অঞ্চলগুলিই মোঙ্গলদের অধিকারে রয়েছে, যেগুলি চেঙ্গিজ খানের পূর্বেও ছিল।

আরবীয়দের বিজয়গুলির সাথে এর অনেক পার্থক্য। ইরাক থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত (যে) বিশাল আরব জাতির (পরস্পর সম্পর্কযুক্ত) বিস্তৃতি রয়েছে, শুধু ইসলামের প্রতি তাদের অগাধ আস্থার জন্যই যে তারা ঐক্যবন্ধ তা নয়, সেইসঙ্গে তারা আরবী ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির দ্বারাও ঐক্যবন্ধ। মুসলিমদের ধর্মে কুরআনের কেন্দ্রিকতা রয়েছে এবং এটা যে আরবী ভাষায় লিখিত — এই বিষয়টিই খুব সম্ভবত আরবী ভাষাকে তার ভাঙন ও পরস্পরের দুর্বোধ্য আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। (কুরআন আরবী ভাষায় লিখিত না হলে) অন্তর্বর্তী তেরোশো বছরে আরবী ভাষা ভেঙে পরস্পরের দুর্বোধ্য আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হতে পারত। এই সমস্ত আরব জাতিগুলির মধ্যে অবশ্য পার্থক্য ও বিভাগ রয়েছে এবং সেগুলি যথেষ্ট উল্লেখ্যযোগ্যও বটে, কিন্তু এই আংশিক অনৈক্য, ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ধারাবাহিকভাবে বিরাজিত সে সম্পর্কে আমাদেরকে অন্ধ করতে পারে না। যেমন, এককভাবে শুধু ইরান বা ইন্দোনেশিয়া নয়, তেল উৎপাদনকারী ও ধর্মের দিক থেকে ইসলামী দুটো রাষ্ট্রই ১৯৭৩—৭৪ সালের শীতকালীন তেল রপ্তানি নিষেধাজ্ঞায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এই নিষেধাজ্ঞায় সমস্ত আরব রাষ্ট্রগুলি এবং শুধুমাত্র আরব রাষ্ট্রগুলিই যোগদান করেছিল, যা কোনও সহসা ঘটনাসমূহের যুগপৎ সংগঠন ছিল না।

তা'হলে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, সপ্তম শতাব্দীর আরবীয়দের বিজয় মানব-ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে আজকের এই দিনটি পর্যন্ত। এই ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্মীয় প্রভাবের সমন্বয় (পৃথিবীর ইতিহাসে) যার তুলনা মেলে না, আমি মনে করি সেইজন্যই, মুহাম্মাদ (সঃ) মানব-ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাবশালী এক ও একমাত্র চরিত্র।

শেষ পর্ব

স্বলাতের মধ্যে সাজদায় যাবার সময় আগে হাঁটু রাখার দলীলসমূহের পর্যালোচনা

আহমাদুল্লাহ্

দলীল — ৬ঃ

حَـدَّثَـنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالَ : انا حَـمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ : قَالَ اِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ حُفِظَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رُكْبَتَيْهِ، كَانَتَا تَقَعَانِ اِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

আবূ বাকরাহ্ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে আবূ ওমর আয-যারীর হাদীস বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাম্মাদ বিন সালামাহ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, নিশ্চয়ই হাজ্জাজ বিন আরত্বাত তাদেরকে খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইবরাহীম নাখাঈ বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ হ'তে স্মরণ রাখা হয়েছে যে, তার হাতের আগে হাঁটুদ্বয় যমীনে লাগত (শারহু মাআনিল আসার হাঃ/১৫২৯)।

জবাব ঃ এটি দুটি কারণে যঈফ।

(ক) (১) ইবনে হাজার বলেছেন —

حـجـاج بـن أرطاة الفقيه الكوفى المشهور أخرج له مسـلـم مـقـرونا وصفه النسائى و غيره بالتدليس عن الـضـعـفـاء ومـمـن أطـلق عليه التدليس بن المبارك ويـحيى بن القطان ويحيى بن معين وأحمد و قال أبو حاتم اذا قال حدثنا فهو صالح و ليس بالقوى.

হাজ্জাজ বিন আরত্বাত প্রসিদ্ধ, ফক্বীহ, কুফী। মুসলিম তার থেকে মাক্বরূন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ এবং অন্যরা তাকে যঈফ রাবী হতে তাদলীস করার সাথে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া বিন আল-ক্বাত্তান, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আহমাদ তার উপর তাদলীস প্রয়োগ করেছেন। আবূ হাতেম বলেছেন, যখন তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন" বলেন তার হাদীস সালেহ। আর তিনি শক্তিশালী নন (ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১১৮, চতুর্থ স্তর; যুবায়ের আলী যাঈ, আল-ফাৎহুল মুবীন পৃঃ ১৩৭)।

(২) বুখারী রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

قَالَ ابنُ المبارك : كَانَ الحجاج يُدَلِّسُ؛

ইবনুল মুবারক বলেছেন, হাজ্জাজ তাদলীস করতেন (আত্ তারীখুল কাবীর, জীবনী নং ২৮৩৫; আয্ যুআফাউস সগীর, জীবনী নং ৭৬)।

(৩) তারীখুল আসমাই ওয়ায-যুআফা ওয়াল কায্যাবীন' গ্রন্থে আছে —

الحجاج بن أرطأة. كوفى صدوق و ليس بالقوى

হাজ্জাজ বিন আরত্বাত্ব কুফী, সত্যবাদী। তিনি শক্তিশালী নন (জীবনী নং ১৪৯)।

(৪) আল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে বলা হয়েছে

حجاج بن أرطاة مشهور بالتدليس عن الضعفاء

তিনি যঈফ রাবীদের হতে তাদলীস করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ (জীবনী নং ৮)। ইমাম নাসাঈ তাকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন (যিকরুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১২)। জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী বলেছেন — حجاج بن أرطاة مشهور بالتدليس তিনি তাদলীসের সাথে প্রসিদ্ধি (আসমাউল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৮)। বুরহানুদ্দীন হালাবী বলেছেন, حجاج بن أرطاة مشهور به عن الضعفاء তিনি যঈফ রাবী হতে তাদলীস করায় প্রসিদ্ধ (আত-তাবঈন লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১১)।

(৫) আব্দুল মতীন সাহেব বলেছেন, এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরতাত আছে। তার বিশ্বস্ততা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে' (দলিলসহ স্বলাতের মাসায়েল পৃঃ ২৬৫)।

(খ) এটি বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত। কেননা ইবরাহীম নাখাঈ

ইবনে মাসঊদের যুগ পাননি। তিনি কার থেকে শুনেছেন সেটিও উল্লেখ করেননি। ইবনে হাজার রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

ابـراهيـم بن يزيد النخعى الفقيه المشهور فى التابعين مـن أهـل الـكوفة ذكر الحاكم أنه كان يدلس و قال أبـو حـاتم لم يلق أحدا من الصحابة الا عائشة رضى الله تعالى عنها و لم يسمع منها و كان يرسل كثيرا و لا سيـمـا عـن بـن مسعود وحدث عن أنس و غيره مرسلا.

ফক্বীহ, কূফার প্রসিদ্ধি তাবেঈ। হাকেম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদলীস করতেন। আবূ হাতেম বলেছেন, তিনি আয়েশা ব্যতীত আর কোনো সাহাবীকে পাননি। কিন্তু আয়েশার থেকে কিছু শুনেননি। আর তিনি অত্যধিক মাত্রায় তাদলীস করতেন। বিশেষভাবে ইবনে মাসঊদ হতে। তিনি আনাস এবং অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুরসাল হিসাবে (ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৩৫, দ্বিতীয় স্তর)।

যুবায়ের আলী যাঈ রহেমাহুল্লাহ্ বলেন, আর কতিপয় লোকে ধারণা করেছেন যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম নাখাঈ যখন ইবনে মাসঊদ হতে মুরসাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন তখন তা ইবনে মাসঊদের একাধিক ছাত্র হ'তে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা বলছি, ইবরাহীম তাদের নামগুলি স্পষ্টভাবে বলেননি। আর অজ্ঞাত ব্যক্তিদের হতে বর্ণনা অগ্রহণীয় হয়ে থাকে (আল্ ফাৎহুল মুবীন ফী তাহক্বীক্বি ত্বাবাক্বাতিল মুদাল্লিসীন পৃঃ ৫২)।

দলীল —৭ ঃ

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ، إِذَا انْحَطُّوا لِلسُّجُوْدِ وَ قَعَتْ رُكَبُهُمْ قَبْلَ أَيْدِيْهِمْ.

আবূ মুআবিয়া আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন হাজ্জাজ হ'তে, তিনি আবূ ইসহাক্ব হতে। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্‌র শিষ্যগণ যখন সাজদা করতেন তখন তাঁদের হাঁটু হাতের পূর্বে পড়ত (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭১১)।

জবাব ঃ এটিও যঈফ বর্ণনা। অত্র সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত্ব রয়েছেন যাঁর সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর উস্তাদ হলেন আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ। তিনিও তাদলীস করার দোষে অভিযুক্ত। তাঁর মুদাল্লিস রাবী হওয়ার পক্ষে অনেকেই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। যেমন —

(১) আসমাউল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে আছে যে, كثير التدليس و يعرف بالامام তিনি অত্যধিক তাদলীসকারী এবং ইমাম হিসাবে পরিচিত (রাবী নং ৪৫)।

(২) ইবনে হাজার আসক্বালানী রহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে স্বীয় ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (রাবী নং ৬৬)। যিকরুল মুদাল্লিসীন' (রাবী নং ৯), আল-মুদাল্লিসীন' প্রভৃতি বইয়ে তাঁকে প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (রাবী নং ৪৭)।

(৩) শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে মুদাল্লিস রাবী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন (সিলসিলাহ্ সহীহা হাঃ ১৭০১)। অন্যত্র তিনি বলেন,

الثـانية : أبـو اسـحـاق السبـيـعـى، ثـقة و لكنه على اختلاطه مدلس.

দ্বিতীয়ত, আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ আস্থাভাজন। কিন্তু তিনি তাঁর ইখতিলাত্ব থাকা সত্ত্বেও মুদাল্লিস (ঐ হাঃ ২০৩৫)।

দলীল - ৮ ঃ

حَـدَّثَـنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ، فَكَرِهَ ذٰلِكَ وَ قَالَ : هَلْ يَفْعَلُهُ اِلَّا مَجْنُوْنٌ.

ইবনে ফুযায়েল আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে মুগীরাহ্ হতে, তিনি ইবরাহীম নাখাঈ হতে যে, তাঁকে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল — যে তার হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে তার হাত দুটি রাখত। তিনি এটি অপছন্দ করলেন এবং বললেন, স্রেফ পাগলই এমনটি করে (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হাঃ ২৭০৭)।

তাহক্বীক্ব ঃ এটি মাক্বতূ বর্ণনা। যা স্বয়ং কোনও দলীল নয়। বরং এর পক্ষে আয়াত অথবা হাদীস অথবা সাহাবীদের ইজমাঈ আমল থাকতে হবে সহীহ' বা হাসান লি-যাতিহী' সনদের ভিত্তিতে।

দলীল - ৯ ঃ

حَـدَّثَـنَـا مُـحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَـدَّثَـنَـا هَـمَّـامٌ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْـجَبَّـارِ بْـنِ وَائِـلٍ، عَـنْ أَبِيـهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ حَـدِيـثَ الـصَّلَاةِ، قَالَ : فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ اِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ،

আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন মা'মার হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) হাজ্জাজ বিন মিনহাল আমাদেরকে হাদীস বলেছেন। (তিনি বলেছেন) হাম্মাম আমাদেরকে হাদীস বলেছেন। (তিনি বলেছেন) মুহাম্মাদ বিন জুহাবাদাহ আমাদেরকে হাদীস বলেছেন আব্দুল জাব্বার বিন ওয়ায়েল হ'তে, তিনি তাঁর পিতা হ'তে যে, নিশ্চয়ই নাবী, অতঃপর তিনি স্বলাতের হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তিনি বলেছেন, যখন তিনি (মুহাম্মাদ সঃ) সাজদায় যেতেন তখন তাঁর হাঁটুদ্বয় তাঁর কব্জিদ্বয়ের আগে যমীনে পড়ত (আবূ দাউদ হাঃ ৮৩৯, আল মুজামুল আওসাত্ব হাঃ ৫৯১১)।

তাহক্বীক ঃ এটি যঈফ।

(১) শায়েখ আলবানী বলেছেন —

وعـلـتـه الا نـقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فانه لـم يسـمـع مـنه شيئا كما قال ابن معين و البخارى و غيـرهما. و فى الطريق الأخرى شقيق و هو مجهول. و هـذا الـحـديـث مـع ضـعـفـه فـقد خالفه أحاديث صحيحة.

এর ত্রুটি হল, আব্দুল জাব্বার বিন ওয়ায়েল এবং তাঁর পিতার মাঝে ইনক্বিত্বা (বিচ্ছিন্নতা)। কেননা তিনি তাঁর থেকে কিছুই শ্রবণ করেননি। যেমনটি ইবনে মাঈন, বুখারী ইত্যাদি (বিদ্বানগণ) বলেছেন। অন্য সনদে শাক্বীক্ব আছেন। আর তিনি হলেন মাজহূল (অপরিচিত)। দুর্বলতা থাকার পাশাপাশি এই হাদীসটির বিরোধিতা করেছে সহীহ্ হাদীসগুলি (আল্ ইরওয়া হাঃ ৩৫৭)। তিনি অন্যত্র বলেছেন, যঈফ (আবূ দাউদ হাঃ ৭৩৬, ৮৩৯)।

(২) শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, এর সনদটি যঈফ। আব্দুল জাব্বার তাঁর পিতা হ'তে শ্রবণ করেন নি। আর শাক্বীক্ব হলেন মাজহূল এবং তাঁর হাদীসটি মুরসাল' (তাহক্বীক্ব আবূ দাউদ হাঃ ৮৩৬)।

দলীল - ১০ ঃ

وَقَـدْ أَخْبَـرَنَـا أَبُـو عَبْـدِ الـلّٰـهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ اِسْـحَـاقَ الْـفَـقِـيْـهُ، أنبـأ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا اِبْـرَاهِيْـمُ بْـنُ مُـوْسَى، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا سَـجَـدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَـبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قِبْلَ يَدَيْهِ وَ لَا يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْفَحْلِ.

আবূ হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ সাজদা করবে তখন যেন সে হাতের পূর্বে হাঁটুদ্বয় প্রথমে রাখে' (বায়হাক্বী, আস্ সুনানুল কুবরা হাঃ ২৬৩৫)।

তাহক্বীক্ব ঃ এটি খুবই দুর্বল হাদীস।

(১) ইমাম বায়হাক্বী স্বয়ং এর রাবী আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদকে যঈফ বলেছেন (ঐ)।

(২) শায়েখ আলবানী বলেছেন,

قلت : و هذا اسناد واه جداً.

আমি বলি, এর সনদটি খুবই দুর্বল (সহীহ্ আবূ দাউদ আলউম্ম হাঃ ৭৮৯)।

(৩) ইবনুল মাদীনী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন,

وَأما عبد اللّٰه بن سعيد المَقْبُرى فَلم يكن بِشَىْءٍ .

আর আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ আল্ মাক্বুরী তিনি কিছুই নন (সুওয়ালাতু ইবনে আবী শায়বাহ, ক্রমিক ১৮৩)।

(৪) আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদ রহেমাহুল্লাহ বলেন,

أَبُو عباد عبد اللّٰه بن سعيد المَقْبُرى قَالَ لَيْسَ هُوَ بِذَاكَ

আবূ আব্বাদ আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ আল-মাক্বুরী, তিনি শক্তিশালী নন (আল্ ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল, ক্রমিক ৩১৮৩)।

(৫) আবূ যুরআহ্ রহেমাহুল্লাহ্ বলেন —

قـال : واهـى الحديث جدًا، و لا سيما اذا حدث عن عبد الله بن سعيد المقبرى فيقع ضعف على ضعف.

তিনি বলেন, এটি খুবই দুর্বল। বিশেষ করে যখন তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ হ'তে বর্ণনা করেন তখন যঈফ এর উপর যঈফ পতিত হয়ে যায় (আয যুআফা ২/৩৬৯, ক্রমিক ১৬৫)।

(৬) ইলালুল হাদীস ফী সহীহ্ মুসলিম ' বইয়ে আছে, وَ عبد الله بن سعيد شَدِيْد الضعُف তিনি অত্যন্ত দুর্বল (পৃঃ ১১৮)।

(৭) ইমাম দারাকুৎনী রহেমাহুল্লাহ্ বলেন,

ورواه عبد الله بن سعيد المقبرى، واختلف عنه

তার সম্পর্কে মতানৈক্য করা হয়েছে (আল ইলালুল ওয়ারিদাহ্, হাঃ ২০৪৫)।

(৮) ইমাম সুয়ূত্বী বলেন, وَ عبد الله ضَعِيْف আর আব্দুল্লাহ্ যঈফ (আল্ লাআলী আল্ মাসনূআহ্ ২/৩৩০)।

(৯) ইবনে মাঈন রহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে যঈফ বলেছেন (তারীখে ইবনে মাঈন, দূরীর বর্ণনা, জীবনী নং ২৯৯)।

(১০) তারীখু আসমাইয যুআফাই ওয়াল কাযযাবীন' গ্রন্থে তাঁকে যঈফ বলা হয়েছে (জীবনী নং ৩২১)।

আরো অনেকেই তাঁকে দুর্বল বলেছেন।

দলীল — ১১ঃ

حَـدَّثَـنَـا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَـعِيْـدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَالَ : اِذَا سَـجَـدَ أَحَـدُ كُـمْ فَـلْيَــبتدىء بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَ لاَ يَـبْرُكُ بُروكَ الْفَحْلِ.

আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইবনু ফুযায়েল আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ হ'তে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সাজদা করবে তখন সে তার হাতের পূর্বে হাঁটুদ্বয় রাখবে। আর সে ষাঁড়ের অনুরূপ বসবে না (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ হাঃ ২৭০২)।

তাহক্বীক্ব ঃ এর সনদ খুবই দুর্বল।

(১) হুসাইন সালিম আসাদ বলেন —

اسناده ضعيف جدا .

এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল (মুসনাদু আবী ইয়ালা হাঃ ৬৫৪০)।

(২) ইমাম বায়হাক্বী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

هَـكَـذَا رَوَاهُ عَبْـدُ اللّٰــهِ بْـنُ سَـعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ غَيْرَ أَنَّـهُ ضَعِيْفٌ.

এমনটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ আল মাক্ববুরী। তাছাড়াও তিনি যঈফ (মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, হাঃ ৩৫০৪)।

(৩) ইবনে হাজার আসক্বালানী রহেমাহুল্লাহ্ বলেন, وَ لَكِنَّ اِسْنَادَهُ ضَعِيْفٌ কিন্তু এর সনদটি যঈফ (ফাৎহুল বারী ২/২৯১)।

উপসংহার ঃ মোটকথা, সাজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু দেবার কোনো সহীহ্ বা হাসান লি-যাতিহ বর্ণনা নেই। অতএব এটি নাবীর সুন্নাত হিসাবে গৃহীত হ'তে পারে না।

রমাযানের সওগাত ১৪৩৮ হিজরী

আল্ হামদুলিল্লাহ্ রাব্বিল আলামীন। অস্ সলাতু অস্সালামু আলা সাইয়েদিল মুরসালিন। আম্মাবাদ! আল্লাহ্র হাজার হাজার শুকরিয়া, এ বছর সারা পশ্চিমবাংলার জন্য রমাযানের সওগাত প্রকাশ করতে পেরেছি, যা আহ্লে হাদীসদের দীর্ঘদিনের দাবীই ছিল না বরং ভীষণ প্রয়োজনও ছিল। সারা পশ্চিম বাংলার জন্য একসঙ্গে একটি মাত্র তালিকা বা সওগাত তথা রমাযানের সময় সারণী করা খুবই মুশকিলই নয় বরং অসম্ভব। কেননা দ্রাঘিমার পার্থক্যের কারণেই সময়ের পার্থক্য হয় ঠিকই কিন্তু অক্ষাংঅশর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন অকল্যাণ্ডের দ্রাঘিমা হল ৮৮ ডিগ্রি পূর্ব এবং অক্ষাংশ হল ২১.৭৬ ডিগ্রি উত্তর এবং ফালুটের দ্রাঘিমা হল ৮৮ ডিগ্রি পূর্ব এবং অক্ষাংশ হল ২৭.২২ ডিগ্রি উত্তর। অবস্থান দেখেই বোঝা যাচ্ছে। অকল্যাণ্ড ফালুটের দক্ষিণে কিন্তু একই দ্রাখিমায় অবস্থিত। দুটি স্থানের ফজর ও মাগরিবের সময়ের শীত ও গ্রীষ্মকালীন একটি নমুনা উপস্থাপন করা হল —

১লা জানুয়ারী	**ফজর**	**মাগরিব**
অকল্যাণ্ডবার	৪.৫৮	৫.০৭
ফালুট	৫.০৫	৪.৫৬
১লা জুন		
অকল্যাণ্ডবার	৩.৩১	৬.১৮
ফালুট	৩.১৩	৬.২৯

একই দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত হওয়া সত্বেও শীত ও গ্রাষ্মকালীন ফজর ও মাগরিবের সময়ে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আকর্ষণীয় বিষয় হল এই যে, শীতকালে অকল্যাণ্ডবারে ফজর হচ্ছে ফালুটের পূর্বে এবং মাগরিব হচ্ছে ফালুটের পরে আর গ্রীষ্মকালে এর উল্টো চিত্র অর্থাৎ অকল্যাণ্ডবারে গ্রীষ্মকালে ফজর হচ্ছে ফালুটের পরে এবং মাগরিব হচ্ছে ফালুটের পূর্বে।

এই কারণে সারা পশ্চিমবাংলাকে উত্তরে ও দক্ষিণে ০.৫০ ডিগ্রি অক্ষাংশে ভাগ করে মোট ১২টি টেবিল প্রস্তুত করা হয়েছে যেন সময়ের পার্থক্য যথাযথ করা যায়। মাশাআল্লাহ্ এ নিয়ে বহু বার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই এ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শীঘ্রই সারা বছরের জন্য চিরস্থায়ী তালিকাও আপনাদের সামনে হাজির হবে ইন্শাআল্লাহ্। ফালিল্লাহিল হামদ।

কোনো স্থানের সাহারী ও ইফতারের সময় কী করে নির্ধারণ করবেন ?

প্রথমেই আপনি জেলাভিত্তিক বিশেষ বিশেষ শহরের তালিকা ও সময়ের পার্থক্য থেকে আপনার নিকটবর্তী শহর বা ব্লকের নাম খুঁজে বের করুন। তারপর দেখুন সেখানে আপনার স্থানের সময় নির্ধারণের জন্য টেবিল নং এবং সময়ের পার্থক্য দেওয়া আছে। সেখান থেকেই আপনি আপনার স্থানের যথাযথ সময় বের করতে পারবেন। যেমন মনে করেন আপনি বহরমপুরের বাসিন্দা, দেখুন বহরমপুরের পাশে লেখা আছে (T-6)- 1 অর্থাৎ টেবিল নং ৬ এবং সময়ের পার্থক্য -১ মিনিট। সুতরাং আপনাকে ৬ নং টেবিলের সময়ের থেকে ১ মিনিট বিয়োগ করে আপনার সময় নির্ধারিত হবে।

জেলা ভিত্তিক বিশেষ বিশেষ শহরের তালিকা ও সময়ের পার্থক্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অকল্যাণ্ডবার (T-1) - 00, বারুইপুর (T-2) - 2, আলিপুর (T-2) - 2, শ্যামপুর (T-2)- 1, সল্ট লেক (T-3) - 2, কসবা (T-3) - 1, যাদবপুর (T-2) - 1, বেহালা(T-2) - 1, বজবজ (T-2) - 1, সোনারপুর)(T-2) - 2, চম্পাহাটি(T-2) - 2, কোননগর (T-2) - 1,ফলতা (T-2) 00, ভাসা (T-2) - 1,পোর্ট ক্যানিং (T-2) - 3, সরিশা (T-2) - 1, রায়পুর (T-2) - 1, বামনপুকুর (T-2) - 3, ভাঙ্গার (T-3) - 2, বাসন্তি (T-2) - 3, জয়নগর (T-2) -2, বিষ্ণুপুর (T-2) - 1,ডায়মণ্ড হারবার (T-2) - 1, মগরাহাট (T-2)- 1, মন্দিরবাজার (T-2) - 1, মথুরাপুর (T-2) - 1, কুলপি (T-2) - 1, কাকদ্বীপ (T-1) - 1, পাথরপ্রতিমা (T-1) - 1, নামখানা (T-1) - 1,কুলতলি (T-2)- 2, সাগর কালেক্টরগঞ্জ (T-1) - 1,গোসাবা (T-2)- 3, সাগর ফ্লাট (T-1) 00, সাগর রোড (T-1) 00, ডুবলাট (T-1) - 1,গঙ্গাসাগর (T-1) 00, ফ্রেসারগঞ্জ (T-1) - 1,ফুলবাড়ী (T-1) - 1,বেলপুকুর (T-1) - 1, নালগোরা (T-2)- 2, নুরপুর (T-2) 00, দক্ষিণ রায়পুর (T-1) - 1,

উত্তর ২৪ পরগণা

আমডাঙ্গা (T-3) - 2, বাদুরিয়া (T-3)- 3, বাগদহ (T-4) - 4, বনগাঁও (T-4) - 3, বারাসাত (T-3) - 2,বারাকপুর(T-3) - 1, বসিরহাট (T-3) - 3, দেগঙ্গা (T-3)- 2, গাইঘাটা (T-3) - 3, হাবরা (T-3) - 2, হাসনাবাদ (T-3) - 4, হিঙ্গলগঞ্জ (T-2)- 4, মিনাখাঁ (T-3) - 3, সন্দেশখালি (T-2) - 3, স্বরূপনগর (T-3)- 3, নৈহাটি (T-3) - 2, বাঁশবেড়িয়া (T-3)- 1, বিধাননগর (T-3)- 2, নওপাড়া (T-3)- 1, টাকি (T-3)- 4, মাঝেরগ্রাম (T-4)-3 গঙ্গাপোতা (T-4) - 3, চাঁদপাড়া (T-3) - 3, দমদম (T-3)- 2, বরানগর (T-3) - 1, টিটাগড় (T-3) - 1,পানিহাটি (T-3) - 1, গোবরা (T-3) - 3, ভাটপাড়া (T-3)- 2, হারুয়া (T-3) - 3

কলকাতা

বাগবাজার (T-3) - 1,বেগাচ্ছি (T-3) - 1, শ্যামবাজার (T-3)-1, বড়বাজার (T-3) - 1, চিৎপুর (T-3) - 2,হেষ্টিংস (T-3)- 1, বালিগঞ্জ (T-3) - 1,গার্ডেন রিচ (T-3) - 1,মেটিয়াবুরুজ (T-3) - 1, ওয়াগঞ্জ (T-3) - 1, ফোর্ট উইলিয়াম (T-3) - 1, খিদিরপুর (T-3) - 1, ঢাকুরিয়া (T-3) - 1,টালিগঞ্জ (T-2) - 1,যাদবপুর (T-2) - 1,টেঙ্গা (T-3) - 1,পাতিপুকুর (T-3) - 1, কামারহাটি (T-3) - 1,আগরপাড়া (T-3) - 1, পানিহাটি (T-3)- 1, বাঘা যতিন (T-2) - 1, গড়িয়া (T-2)- 1,ঠাকুর পুকুর (T-2)- 1,তারাতলা (T-3) - 1,নিউ আলিপুর (T-3)- 1, শিয়ালদহ (T-3) - 1, সল্ট লেক (T-3) - 1,বেলেঘাটা খাল (T-3)- 1,

নদীয়া

করিমপুর (T-5) - 2, শিকারপুর (T-5)- 3, অন্দ্রকোঠা (T-6)- 3, তেহট্ট (T-5) - 2, বার্নিয়া (T-5)- 2,দেবগ্রাম (T-5) - 1,পলাশী (T-5) - 1, কালিগঞ্জ (T-5)- 1,নাকাশিপাড়া (T-5) - 1, মুড়াগাছা (T-5) - 2, কৃষ্ননগর (T-4) - 2, নবদ্বীপ (T-4) - 2, শান্তিপুর (T-4) - 2, বাদকুল্লা (T-4)- 2, চাপরা (T-5)- 2, নদীয়া (T-4) - 2, রাণাঘাট (T- 4) - 2,কল্যাণী (T-3)- 2, চাকদহ (T-4)- 2, হরিণঘাটা (T-3) - 2, হাঁসখালি (T- 4) - 2, বেতাই (T-5) - 2, বেথুয়াডহরি (T-5) - 2, ধুবুলিয়া (T-4) - 2,জয়পুর (T-4)- 2, বাগডাঙ্গা (T-5) - 2, পলাশিপাড়া (T-5) - 2,বড় চাঁদঘর (T-5) - 2, বড় আন্দুলিয়া (T-5)- 2, বানপুর (T-4) - 3, মহেশবাথান (T-5) - 3, কৃষ্ণগঞ্জ (T- 4)- 3, নাজিরপুর (T-5)- 2.

মুর্শিদাবাদ

ফারাক্কা (T-7) 00, ধুলিয়ান (T-7)00, নিমতিতা (T-7) 00, সূতি (T-7) 00, সজনিপাড়া (T-7) 00, জঙ্গিপুর (T-6) 00,মির্জাপুর (T- 6) 00, লালগোলা (T-6)- 1,ভগবানগোলা (T-6) - 1, মোড়গ্রাম (T-6) 00, সাগরদিঘী (T-6) 00,জিয়াগঞ্জ(T- 6)- 1, হুর্শি (T- 6) - 2, সাগরপাড়া (T- 6) - 2, মুর্শিদাবাদ (T- 6) - 1, কাশিমবাজার (T- 6) - 1,বহরমপুর (T- 6) - 1, ইসলামপুর (T-6)-2, ডোমকল (T- 6) - 2, জলঙ্গি (T- 6) - 3, খড়গ্রাম (T- 6) 00, কান্দী (T- 5) 00, বড়ঞা (T- 5) 00, ভরতপুর(T- 5) 00, সারগাছি (T- 6) - 1, ভাবতা (T- 5) - 1, বেলডাঙ্গা (T- 5) - 1, রেজিনগর (T- 5) - 1, চৌরীগাছা (T- 5) - 1,সালার (T- 5)00, আমতলা (T- 5) - 2, হরিহরপাড়া (T- 6) - 2, গোকর্ণ (T- 6) 00, রানিনগর (T- 6) - 2, নবগ্রাম (T- 6) 00.

মালদা

তুলসিহাটা (T-8) 00,হরিশচন্দ্রপুর (T- 8) +1,খরবা (T-8) 00,ভালুকা (T- 8) +1, শামসী (T- 8) 00, গাজল (T- 8) - 1, বামনগোলা (T- 8) - 1, রতুয়া (T- 8) 00, অরাইডাঙ্গা (T- 8) 00, পাণ্ডুয়া (T- 8) - 1, ইংরাজবাজার (T- 7) - 1, মালদাহ্ (T- 7) 00, পঞ্চানন্দপুর (T - 7) 00, সুলতানগঞ্জ (T- 7) 00, কালিয়াচক (T- 7) 00, ভগবানপুর (T- 7) 00, গৌড় (T- 7) - 1, সিংহবাদ (T- 7) - 1, চাঁচল (T- 8) 00, মানিকচক (T- 8) 00, মিলকি (T- 8) 00.

হাওড়া

রাধাপুর (T- 2) 00, রানিমপুর (T- 3) 00, আমতা (T- 3) 00, বাগনান (T - 2) 00, উলুবেড়িয়া (T- 2) 00, সাঁকরাইল (T- 3) - 1, বাসন্তপুর (T- 3) 00, ডোমজুর (T- 3) - 1, শ্যামপুর (T- 2) 00, শাশাতি (T- 2) 00, হাওড়া (T - 3) - 1,উদয়নারায়ণপুর (T- 5) 00, জগদিসপুর (T- 3) - 1,জগৎবল্লভপুর (T- 3) 00, রানিহাটি (T- 3) - 1, জয়নগর (T- 3) - 1,বৌরিয়া (T- 2) - 1,ঝিকরা (T- 3) 00, মজু (T- 3) 00, জয়পুর (T- 3) 00, শিবপুর (T- 2) 00.

হুগলি

বালাগড় (T- 4) - 2, পাণ্ডুয়া (T- 4) - 1, চুঁচুড়া (T- 3) - 1, ধনেখালি (T- 3) 00, পলবা দাদপুর (T- 3) - 1, সিঙ্গুর (T- 3) - 1, হরিপাল(T- 3) 00, চাঁদিতলা (T- 3) - 1, জাঙ্গিপাড়া(T- 3) 00, খানাকুল(T- 3) + 1, আরামবাগ (T- 3) + 1,গোঘাট (T- 3) + 1, পরশুরাহ্ (T- 3) 00, তারকেশ্বর (T- 3) 00, শ্রীরামপুর (T- 3) - 1,হাজিপুর (T- 3) +2, চন্দননগর(T- 3) - 1, কামারপুকুর (T- 3) +1,পাটুলি (T- 4) - 2, মেলকি (T- 3) - 1.

পূর্ব মেদিনীপুর

এগরা (T- 1) + 2, বাসুদেবপুর (T- 1) +1, পটাশপুর (T- 2) +2, নাচিন্দা (T- 1) +1, রামনগর (T- 1) +2, মনহরপুর (T- 1) +3, কাঁথি (T- 1) +1, কজলগড় (T- 2) +1, ভগবানপুর (T- 2) +1, দিঘা (T- 1) +2, হলদিয়া (T- 2) 00, নন্দিগ্রাম (T- 2) 00, সুতাহাটা (T- 2)00, খাজুরি (T- 1) 00, কলগাছিয়া (T- 1) 00, চাঁদিপুর (T- 2) +1,চক্রবেরা গড় (T- 1) 00, বালুঘাটা (T- 2) 00, জঙ্কা (T- 1) 00, কমরদা (T- 1) +1, মহিষাদল (T- 2) +1, দেপাল (T- 1) +2, বাসুদেবপুর (T-1) +2, বিরামপুর (T- 1) +1, দরিয়াপুর (T- 1) +1, ময়না (T- 2)+1, রঘুনাথবাড়ি (T- 2) +1, তমলুক (T- 2) 00, পাঁশকুড়া (T- 2) +1, কোলাঘাট (T- 2) +1, ভোগপুর (T- 2) +1.

পশ্চিম মেদিনীপুর

গড়বেতা (T- 3) + 3, গোয়ালতোর (T- 3) + 3, শালবনি(T- 3) + 3,চন্দ্রকোণা রোড (T- 3) + 3, চন্দ্রকোণা (T- 3) + 2, লালগড় (T- 3) + 4, ঘাটাল(T- 3) + 1,দাসপুর(T- 3) + 1, খিরপাল (T- 3) + 2,মেদিনীপুর(T- 2) + 2,দেবরা (T- 2) + 2,বিরপুর ২ (T- 3) + 4, দাহিজুরি(T- 3) + 4,গিদনী(T- 2) + 5,সিলদা (T- 3) + 5,ঝারগ্রাম(T- 2) + 4, মানিকপাড়া (T- 2) + 4, খড়গপুর (T- 2) + 3, রহিনী (T- 2) + 4, বেলদা (T- 2) + 3,বালিচক (T- 2) + 4, সাবাঙ্গ (T- 2) + 2, পিঙ্গলা (T- 2) + 2, শঙ্করাইল(T- 2) + 4,গোপিবল্লভপুর (T- 2) + 5,কেশিয়ারি (T- 2) + 3,বেলপাহাড়ি (T- 3) + 5, নারায়ণগড় (T- 2) + 3,নয়াগ্রাম (T- 2) + 3, দাঁতন (T- 1) + 3, মহহরপুর (T- 1) + 2, বেলিয়াবেরা (T- 2) + 4.

পুরুলিয়া

পুরুলিয়া (T- 4) + 6, বেগন কুদার(T- 4)+ 8, বাগমুন্ডি (T- 4) + 8, বরাভূম(T- 4) + 6, লাধুরকা (T- 4)+ 7, বাগদা(T- 4) + 5, বন্তহাজম (T- 4)+ 9, বরা (T- 3) + 7, বলরামপুর(T- 4) + 7, বামুনডিহি (T- 4) + 6, বানদুঁয়া (T- 3)+ 6, ঝালিদা(T- 4) + 8, সাইসা (T- 4) + 8, জয়পুর (T- 4) + 7, গড় জয়পুর (T- 4) + 7, কন্তডিহ (T- 4) + 7, সাঁওতালডিহ (T- 5) + 6, রুকনি (T- 5) + 6, পরা (T- 5) + 6, চেলাইমা(T- 5) + 6, রঘুনাথপুর(T- 5) + 5, আদ্রা(T- 4) + 5, কাশিপুর (T- 4) + 5, হুরা (T- 4) + 5, কেন্দা (T- 4) + 6, পুঞ্চা (T- 4) + 5, মানবাজার(T- 4) + 5, অনরা(T- 4) + 5, সন্তুরি (T- 5) + 5, শালবনি (T- 4)+ 7.

বাঁকুড়া

মেজিয়া (T- 5) + 4,গঙ্গাজলঘাটি (T- 4)+ 4, বড়জোরা (T- 4)+ 3, ছাতনা(T- 4) + 4, পলাশডাঙ্গা (T- 4) + 2, বাঁকুড়া (T- 4) + 3, সোনামুখী (T- 4)+ 2, ইন্দপুর(T- 4) + 4, ভেদুয়াসল (T- 4) + 3, পঞ্চল(T- 4) + 3, পত্রসায়ের (T- 4)+ 2, অনডা (T- 4) + 3, রাধানগর (T- 4) + 3, ইন্দুস(T- 4) +1, রতনপুর (T- 4) + 4, বিষ্ণুপুর (T- 4) + 3, জয়পুর (T- 4)+ 2, খাতরা (T- 3) + 5, তালডাঙ্গরা(T- 4) +4, পাঁচমুড়া(T- 3) +3, পিয়ারডোবা(T- 3) + 3, বালিঠা(T- 3)+ 2, কোতলপুর (T- 4) + 2, অম্বিকানগর (T- 3) + 5, লক্ষ্মীনগর (T- 3)+ 4, সিমলাপোত (T- 3) +4, রানিবান্ধ(T- 3) + 5, ঝিলিমা(T- 3) + 5, রায়পুর (T- 3) + 5, ফুলকুসিনা (T- 3) + 5, সারেঙ্গা (T- 3) + 4.

বীরভূম

সিউড়ি (T- 5) +2, সাঁয়থিয়া (T- 5) + 1, রাজনগর (T- 5) + 3, খয়রাসোল(T- 5) + 3, দুবরাজপুর (T- 5) + 2, মহম্মদ বাজার (T- 5) + 2, বোলপুর (T- 5) + 3, ইলামবাজার (T- 5) + 2, নানুর (T- 5) 00, লাভপুর (T- 5) +1, রামপুরহাট (T- 6) +1, নলহাটি (T- 6) +1, ময়ুরেশ্বর (T- 5) + 1, মুরারই (T- 6) + 1, তকিপুর (T- 6) 00, আহমদপুর (T- 6) + 1, মল্লারপুর (T- 6) + 1, কোপাই (T- 5) + 1, ফতেপুর (T- 6) + 1, গংতুয়া (T- 5) +1, কির্ণাহার (T- 5) 00, বীরভূম জেলা (T- 5) + 2, চাতরা (T- 6) + 1, জয়দেব কেন্দুলি (T- 5) + 2, শান্তিনিকেতন (T- 5)

+ 1, গনুতিয়া (T- 5) + 1, বকেশ্বর (T- 5) + 2, রসুয়ান (T- 5) + 3, পুরন্দরপুর (T- 5) + 2.

বর্ধমান

শক্তিগড় (T- 4)00, কুলটি (T- 5) + 5, সালামপুর (T- 5) + 4, বরাবানি (T- 5) + 4, আসানসোল(T- 5) + 4, জামুরিয়া (T- 5)+ 4, রাণিগঞ্জ (T- 5) + 4, পাণ্ডবেশ্বর (T- 5) + 3, অন্ডাল (T- 5) + 3, দুর্গাপুর পৌরসভা (T- 4) + 3, কাকসা (T- 4) + 2, আউসগ্রাম (T- 5) + 1, গুসকরা (T- 4)+ 1, গলসি(T- 4) + 1, মঙ্গলকোটা (T- 5) 00, ভাতার(T- 4) 00, কেতুগ্রাম(T- 5) 00, কাটোয়া (T- 5) - 1, পূর্বস্থলি(T- 4) - 1, মন্টেশ্বর (T- 4) 00, বর্ধমান(T- 4) + 1, বর্ধমান-২(T- 4) + 1, কালনা(T- 4) - 2, মেমারি (T- 4) 00, খণ্ডঘোষ (T- 4) + 1, রাইনা (T- 4) 00, জালালপুর (T- 4) 00, চিত্তরঞ্জন (T- 5) + 5, গরঙ্গডিহ (T- 5) + 4, হিরাপুর (T- 5) + 4, তপসি (T- 5) + 4, ফরিদপুর(T- 5) + 3, ওয়ারিও (T- 5) + 3, মওলানদিঘী (T- 5) + 2, কোটয়া (T- 5) - 1, নিগন(T- 5) 00, বরবেলুম (T- 4) 00, সমুদ্রগড় (T- 4) - 1, খানা (T- 4) + 1, গোবিন্দপুর (T- 4) 00, সাতগাছিয়া (T- 4) 00, শক্তিগড় (T- 4) 00, উঁচালন (T- 4) + 1,বুদবুদ (T- 4) +2, পাটুলি (T- 5) - 1.

দক্ষিণ দিনাজপুর

কুশমন্ডি (T- 9) - 2, বংশিহরি (T- 8) - 2, গঙ্গারামপুর(T- 8) - 2, দৌলাতপুর (T- 8) - 1, হরিরামপুর (T- 8) - 1, তপন (T- 8) - 2, বালুরঘাট (T- 8) - 3, পতিরামপুর (T- 8) - 3, কুমারগঞ্জ (T- 8) - 3, সামজিয়া (T- 9) - 3, হিলি (T- 8) - 4.

উত্তর দিনাজপুর

চোপড়া (T- 10) - 1, ইসলামপুর (T- 10) - 1, গোয়ালপোখরা (T- 10) - 1, দাসপাড়া (T- 10) - 2, রামগঞ্জ (T- 10) - 1,চাকুলিয়া (T- 10) 00, ডালখোলা (T- 9) + 1, খাঁতা (T- 9) 00, করণদিঘী (T- 9) 00, রায়গঞ্জ (T- 9) - 1, হেমতাবাদ(T- 9) - 1, কালিয়াগঞ্জ (T- 11) - 1, ইটাহার (T- 8) - 1, পাঁজিপাড়া (T- 10) 00, দুর্গাপুর (T- 9) 00,পাতিরাজ (T- 8) - 1, বিনডোলা(T- 9) - 1, কিষাণগঞ্জ বাজার (T- 10) 00, কাচনা (T- 9) 00, মেচি নদী (T- 10)00.

দার্জিলিং

কার্সিয়াং (T- 11) 00, মিরিক (T- 11) 00, সুকনা (T- 11) 00, ঘুম (T- 12) -1, দার্জিলিং (T- 11) 00, বিজনবাড়ী বাজার (T- 12) -1, বাগডোগরা (T- 11) 00, নক্সালবাড়ি (T- 11) 00, কালিম্পং (T- 12) - 2, গরুবাথান (T- 11) - 2, ফালুট (T- 12) 00,সেবক (T- 11) - 1, ফাগু (T- 11) - 2, খড়িবাড়ি (T- 11) 00, সুখিয়া পোখরী (T- 11) 00, বাতাসি (T- 11) 00, ফাঁসিদেওয়া (T- 11) 00, মাটিগাড়া (T- 11) - 1.

জলপাইগুড়ি

ফালাকাটা (T- 11) - 4, ধূপগুড়ি (T- 9) - 4, মাদারিহাট (T- 11) - 4, আলিপুর দুয়ার (T- 10) - 6, ময়নাগুড়ি (T- 11) - 2, জলপাইগুড়ি (T- 11) - 2, লাটাগুড়ি (T- 11) - 2, নিউরো নদী (T- 11) - 2, দামদিম (T- 11) - 2, মাল (T- 11) - 2, বানরহাট (T- 11)- 3, নিউ জলপাইগুড়ি (T- 11) - 1, চেঙ্গমারি (T- 11) - 3, গরুবাথান (T- 11) - 3, শিলিগুড়ি (T- 11) - 1, বেরুবাড়ি (T- 10) - 3, বিন্নাগুড়ি (T- 10) - 2, রাজভাট খাওয়া (T- 11) - 5, বক্সা দুয়ার (T- 11) - 5, কুমারগ্রাম (T- 11) - 6, রাজগঞ্জ (T- 11) - 1, মেটিয়ালী (T- 11) - 2.

কোচবিহার

হলদিবাড়ি (T- 10) - 3, পুন্ডিবাড়ি (T- 10) - 6, দিনহাটা (T- 10) - 6, সাহেবগঞ্জ (T- 10) - 7, শিকারপুর (T- 10) - 7, মাথাভাঙ্গা (T- 10) - 5, চণ্ডরাবাঁধা (T- 10) - 4, সিতাই (T- 10) - 5, শিতলকুচি (T- 10) - 1, তুফানগঞ্জ (T- 10) - 7, বক্সিরহাট (T- 10) - 7, মেখলিগঞ্জ (T- 10) - 4, কোচবিহার (T- 10) - 6, বলরামপুর (T- 10) - 7, নাটাবাড়ি (T- 10) - 7, ভাঁইসকুচি (T- 10) - 7, দেওয়ানহাট (T- 10) - 6, বামনহাট (T- 10)- 7, গোসানিমারি (T- 10) - 6.

বিঃ দ্রঃ - শেষ সময়ের ১০-১২ মিনিট পূর্বে সাহারী খাওয়া শেষ করা উত্তম।

TABLE - 1

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফ্তারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ৩১	৬ঃ১৬
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ৩১	৬ঃ১৬
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ৩১	৬ঃ১৭
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ৩১	৬ঃ১৭
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ৩১	৬ঃ১৮
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ৩০	৬ঃ১৮
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ৩০	৬ঃ১৮
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ৩০	৬ঃ১৯
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ৩০	৬ঃ১৯
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২০
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২০
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ৩০	৬ঃ২০
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২১
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২১
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২১
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২২
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২২
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২২
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ৩০	৬ঃ২৩
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২৩
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২৩
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২৩
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২৪
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ৩১	৬ঃ২৪
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ৩১	৬ঃ২৪
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ৩১	৬ঃ২৪
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ৩১	৬ঃ২৫
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ৩১	৬ঃ২৫
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ৩২	৬ঃ২৫
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ৩২	৬ঃ২৫

TABLE - 2

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফ্তারের সময়
১	২৮ জ্যৈষ্ঠ	১৩	রবিবার	৩ঃ৩০	৬ঃ১৭
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ৩০	৬ঃ১৭
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ৩০	৬ঃ১৮
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ২৯	৬ঃ১৮
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২৯	৬ঃ১৯
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ২৯	৬ঃ১৯
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ২৯	৬ঃ১৯
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ২৯	৬ঃ২০
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২০
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২১
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২১
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ২৮	৬ঃ২১
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২২
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২২
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২২
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২৩
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২৩
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ২৯	৬ঃ২৩
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ২৯	৬ঃ২৪
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ২৯	৬ঃ২৪
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ২৯	৬ঃ২৪
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ২৯	৬ঃ২৪
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ২৯	৬ঃ২৫
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২৯	৬ঃ২৫
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ২৯	৬ঃ২৫
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২৯	৬ঃ২৫
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২৬
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২৬
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ৩০	৬ঃ২৬
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ৩১	৬ঃ২৬

TABLE - 3

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফ্তারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ২৯	৬ঃ১৮
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ২৮	৬ঃ১৮
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২৮	৬ঃ১৯
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ২৮	৬ঃ১৯
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২৮	৬ঃ১৯
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২০
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২০
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২১
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২১
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২১
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২২
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ২৭	৬ঃ২২
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২৩
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২৩
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২৩
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২৪
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২৪
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২৪
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ২৭	৬ঃ২৫
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২৫
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২৫
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২৫
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২৬
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২৬
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২৬
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২৮	৬ঃ২৬
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২৭
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২৭
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ২৯	৬ঃ২৭
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ২৯	৬ঃ২৭

TABLE - 4

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফ্তারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ২৮	৬ঃ১৯
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ২৭	৬ঃ১৯
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২০
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২০
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২৬	৬ঃ২১
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২১
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২১
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২২
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২২
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৩
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৩
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ২৫	৬ঃ২৩
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৪
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৪
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৪
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৫
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৫
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৫
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ২৫	৬ঃ২৬
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৬
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৬
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৬
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২৭
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২৭
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২৭
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২৬	৬ঃ২৮
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২৮
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২৮
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ২৭	৬ঃ২৮
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ২৮	৬ঃ২৮

TABLE - 5

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২০
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২০
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২১
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২১
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২৫	৬ঃ২২
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২২
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২২
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২৩
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২৩
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২৪
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২৪
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ২৪	৬ঃ২৪
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২৫
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২৫
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২৫
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২৬
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২৬
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২৬
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ২৪	৬ঃ২৭
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২৭
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২৭
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২৭
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২৮
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২৮
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২৮
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২৫	৬ঃ২৯
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৯
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ২৫	৬ঃ২৯
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২৯
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ২৬	৬ঃ২৯

TABLE - 6

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২১
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২১
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২৪	৬ঃ২২
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২২
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২৩	৬ঃ২৩
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২৩
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২৩
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৪
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৪
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৫
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৫
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ২২	৬ঃ২৫
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৬
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৬
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৭
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৭
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৭
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৮
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ২২	৬ঃ২৮
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৮
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৮
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৮
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৯
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৯
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৯
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২৩	৬ঃ৩০
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ২৩	৬ঃ৩০
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ২৩	৬ঃ৩০
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ২৪	৬ঃ৩০
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ২৪	৬ঃ৩০

TABLE - 7

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফ্তারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ২৩	৬ঃ২২
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ২২	৬ঃ২২
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২২	৬ঃ২২
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ২২	৬ঃ২৩
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২১	৬ঃ২৩
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৪
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৪
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৫
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৫
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৬
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৬
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ২০	৬ঃ২৬
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৭
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৭
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৭
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৮
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৮
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৯
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ২০	৬ঃ২৯
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৯
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৯
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৯
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ২০	৬ঃ৩০
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২১	৬ঃ৩০
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ২১	৬ঃ৩০
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২১	৬ঃ৩১
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ২১	৬ঃ৩১
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ২২	৬ঃ৩১
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ২২	৬ঃ৩১
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ২২	৬ঃ৩১

TABLE - 8

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফ্তারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৩
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ২১	৬ঃ২৩
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৪
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৪
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ২০	৬ঃ২৫
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ১৯	৬ঃ২৫
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ১৯	৬ঃ২৫
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ১৯	৬ঃ২৬
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ১৯	৬ঃ২৬
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ১৯	৬ঃ২৭
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৭
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ১৮	৬ঃ২৮
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৮
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৮
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৯
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৯
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৯
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ১৮	৬ঃ৩০
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ১৮	৬ঃ৩০
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ১৮	৬ঃ৩০
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ১৮	৬ঃ৩০
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ১৮	৬ঃ৩১
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ১৯	৬ঃ৩১
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ১৯	৬ঃ৩১
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ১৯	৬ঃ৩২
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ১৯	৬ঃ৩২
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ২০	৬ঃ৩২
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ২০	৬ঃ৩২
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ২০	৬ঃ৩২
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ২১	৬ঃ৩২

TABLE - 9

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফ্তারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৩
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ২০	৬ঃ২৪
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ১৯	৬ঃ২৪
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ১৯	৬ঃ২৫
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ১৯	৬ঃ২৫
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৬
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৬
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৭
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৭
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ১৭	৬ঃ২৭
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ১৭	৬ঃ২৮
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ১৭	৬ঃ২৮
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ১৭	৬ঃ২৯
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ১৭	৬ঃ২৯
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ১৭	৬ঃ২৯
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ১৭	৬ঃ৩০
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ১৭	৬ঃ৩০
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ১৭	৬ঃ৩০
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ১৭	৬ঃ৩১
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ১৭	৬ঃ৩১
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ১৭	৬ঃ৩১
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ১৮	৬ঃ৩১
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ১৮	৬ঃ৩২
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ১৮	৬ঃ৩২
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ১৮	৬ঃ৩২
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ১৮	৬ঃ৩৩
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ১৮	৬ঃ৩৩
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ১৯	৬ঃ৩৩
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ১৯	৬ঃ৩৩
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ১৯	৬ঃ৩৩

TABLE - 10

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফ্তারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৫
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৫
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ১৮	৬ঃ২৬
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ১৭	৬ঃ২৬
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ১৭	৬ঃ২৭
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ১৭	৬ঃ২৭
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ১৭	৬ঃ২৭
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ১৬	৬ঃ২৮
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ১৬	৬ঃ২৯
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ১৬	৬ঃ২৯
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ১৫	৬ঃ২৯
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ১৫	৬ঃ৩০
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ১৫	৬ঃ৩০
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ১৫	৬ঃ৩১
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ১৫	৬ঃ৩১
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ১৫	৬ঃ৩১
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ১৫	৬ঃ৩২
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ১৫	৬ঃ৩২
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ১৫	৬ঃ৩২
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ১৫	৬ঃ৩৩
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ১৫	৬ঃ৩৩
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ১৫	৬ঃ৩৩
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ১৬	৬ঃ৩৩
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ১৬	৬ঃ৩৪
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ১৬	৬ঃ৩৪
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ১৬	৬ঃ৩৪
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ১৬	৬ঃ৩৪
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ১৭	৬ঃ৩৪
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ১৭	৬ঃ৩৫
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ১৭	৬ঃ৩৫

TABLE - 11

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফ্তারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ১৫	৬ঃ২৫
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ১৫	৬ঃ২৫
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ১৫	৬ঃ২৬
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ১৪	৬ঃ২৬
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ১৪	৬ঃ২৭
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ১৪	৬ঃ২৭
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ১৪	৬ঃ২৭
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ১৩	৬ঃ২৮
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ১৩	৬ঃ২৯
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ১৩	৬ঃ২৯
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ১২	৬ঃ২৯
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ১২	৬ঃ৩০
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩০
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩১
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩১
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩১
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩২
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩২
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ১২	৬ঃ৩২
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩৩
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩৩
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩৩
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ১৩	৬ঃ৩৩
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ১৩	৬ঃ৩৪
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ১৩	৬ঃ৩৪
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ১৩	৬ঃ৩৪
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ১৩	৬ঃ৩৪
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ১৪	৬ঃ৩৫
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ১৪	৬ঃ৩৫
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ১৪	৬ঃ৩৫

TABLE - 12

রমাযান ১৪৩৮	ইংরেজী ২০১৭	বাংলা ১৪২৪	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফ্তারের সময়
১	২৮ মে	১৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩ঃ১৫	৬ঃ২৭
২	২৯	১৪	সোমবার	৩ঃ১৪	৬ঃ২৭
৩	৩০	১৫	মঙ্গলবার	৩ঃ১৪	৬ঃ২৮
৪	৩১	১৬	বুধবার	৩ঃ১৪	৬ঃ২৮
৫	১ জুন	১৭	বৃহস্পতি	৩ঃ১৩	৬ঃ২৯
৬	২	১৮	শুক্রবার	৩ঃ১৩	৬ঃ২৯
৭	৩	১৯	শনিবার	৩ঃ১৩	৬ঃ২৯
৮	৪	২০	রবিবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩০
৯	৫	২১	সোমবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩০
১০	৬	২২	মঙ্গলবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩১
১১	৭	২৩	বুধবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩১
১২	৮	২৪	বৃহস্পতি	৩ঃ১২	৬ঃ৩২
১৩	৯	২৫	শুক্রবার	৩ঃ১১	৬ঃ৩২
১৪	১০	২৬	শনিবার	৩ঃ১১	৬ঃ৩৩
১৫	১১	২৭	রবিবার	৩ঃ১১	৬ঃ৩৩
১৬	১২	২৮	সোমবার	৩ঃ১১	৬ঃ৩৩
১৭	১৩	২৯	মঙ্গলবার	৩ঃ১১	৬ঃ৩৪
১৮	১৪	৩০	বুধবার	৩ঃ১১	৬ঃ৩৪
১৯	১৫	৩১	বৃহস্পতি	৩ঃ১১	৬ঃ৩৪
২০	১৬	১ আষাঢ়	শুক্রবার	৩ঃ১১	৬ঃ৩৫
২১	১৭	২	শনিবার	৩ঃ১১	৬ঃ৩৫
২২	১৮	৩	রবিবার	৩ঃ১১	৬ঃ৩৫
২৩	১৯	৪	সোমবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩৫
২৪	২০	৫	মঙ্গলবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩৬
২৫	২১	৬	বুধবার	৩ঃ১২	৬ঃ৩৬
২৬	২২	৭	বৃহস্পতি	৩ঃ১২	৬ঃ৩৬
২৭	২৩	৮	শুক্রবার	৩ঃ১৩	৬ঃ৩৬
২৮	২৪	৯	শনিবার	৩ঃ১৩	৬ঃ৩৬
২৯	২৫	১০	রবিবার	৩ঃ১৩	৬ঃ৩৭
৩০	২৬	১১	সোমবার	৩ঃ১৪	৬ঃ৩৭

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন ঃ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সন্তান সন্ততির সংখ্যা কয়টি ও তাদের নাম কী?

উঃ— তিনটি পুত্র ও চারটি কন্যা। পুত্রদের নাম কাসিম, আব্দুল্লাহ্ যার লকব ত্বাইয়িব, ত্বাহের ও ইবরাহীম। কন্যাদের নাম - যয়নব, উম্মে কুলসুম, রুকাইয়া ও ফাতেমা।

২। প্রশ্ন ঃ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সন্তান সন্ততিরা কখন মারা যায়?

উঃ— বড় সন্তান ক্বাসিম জন্মের ১৭ মাস পরে, আব্দুল্লাহ্ জন্মের কিছুদিন পরে এবং ইবরাহিম ১৮ মাস বয়সে ১০ম হিজরী ২৯শে শওয়াল সূর্যগ্রহণের দিন মারা যায়। কন্যাদের মধ্যে যয়নব ৮ম হিজরীতে, রুকাইয়া ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার দিন, উম্মে কুলসুম ৯ম হিজরীতে এবং ফাতেমা ১১ হিজরীর ৩রা রমাযান মঙ্গলবার রাতে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর মৃত্যুর ৬ মাস পরে মারা যান।

৩। প্রশ্ন ঃ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর জামাতাদের নাম কী?

উঃ— আবুল আস বিন রাবি খাদিজার আপন বোন হালার পুত্র ছিলেন। যিনি যয়নবের স্বামী। উত্বা ও উতাইবা আবু লাহাবের দুই পুত্র রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের স্বামী। সূরা লাহাব নাযিলের পর আবু লাহাব তাদেরকে তালাক দিতে বাধ্য করে। পরে এ উভয় কন্যার সঙ্গে একটি মারা যাওয়ার পর অপরটির উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বিবাহ হয়। আলী ইবনু আবী ত্বালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু ফাতেমার স্বামী।

৪। প্রশ্ন ঃ ইবরাহীম কোন স্ত্রীর সন্তান?

উঃ— ইবরাহীম ব্যতীত সকলেই খাদিজার গর্ভজাত সন্তান। একমাত্র ইবরাহীম মারিয়া ক্বিবতীয়ার গর্ভজাত সন্তান।

৫। প্রশ্ন ঃ আবু লাহাব কে, তার আসল নাম কী?

উঃ— আবু লাহাব রসূলুল্লাহ্ এর চাচা। তার আসল নাম আব্দুল উযযা।

৬। প্রশ্ন ঃ তাকে আবু লাহাব বলার কারণ কী?

উঃ— গৌর-লাল বর্ণ ও সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ার কারণে তাকে 'আবু লাহাব' অর্থাৎ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ওয়ালা বলা হত।

৭। প্রশ্ন ঃ কে প্রথম মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে 'লেজ কাটা নির্বংশ' বলেছিল?

উঃ— চাচা আবু লাহাব।

৮। প্রশ্ন ঃ আবু লাহাব কেন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে 'লেজ কাটা নির্বংশ' বলেছিল?

উঃ— নবুঅত লাভের পর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ্ মারা গেলে আবু লাহাব খুশিতে বাগবাগ হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলেছিল মুহাম্মাদ এখন লেজ কাটা নির্বংশ হয়ে গেল।

৯। প্রশ্ন ঃ মুহাম্মাদ কে লেজ কাটা নির্বংশ বলার কারণ কী?

উঃ— সে যুগে কারো পুত্র সন্তান না থাকলে তাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হতো।

১০। প্রশ্ন ঃ ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে কোন সূরা অবতীর্ণ হয়?

উঃ— সূরা কাওসার।

১১। আবু লাহাবের কোন দুই পুত্রের সঙ্গে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর দুই কন্যার বিবাহ হয়?

উঃ— নবুঅত পূর্বকালে আবু লাহাবের পুত্র উৎবার সঙ্গে রুকাইয়ার ও উতাইবার সঙ্গে উম্মে কুলসুমের বিবাহ হয়।

১২। রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের সঙ্গে ওসমান এর বিবাহ হয় কীভাবে?

উঃ— নবুঅত লাভের পর আবু লাহাব তার দুই পুত্রকে তাদের নিজ নিজ স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করে। যার ফলে প্রথমে রুকাইয়া ও তাঁর মৃত্যুর পর উম্মে কুলসুমের সঙ্গে ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বিবাহ হয়।

১৩। প্রশ্ন ঃ উম্মে জামীল কে, তার আসল নাম কী?

উঃ— উম্মে জামীল আবু সুফিয়ানের বোন ও আবু লাহাবের স্ত্রী। আসল নাম 'আরওয়া' বা 'আওরা'।

১৪। প্রশ্ন ঃ উম্মে জামীলকে আওরা উম্মে কাবীহ বা এক চক্ষু সকল নষ্টের মূল কে বলে ছিল এবং কেন?

উঃ— ইবনুল আরাবী কারণ তার একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর বিরুদ্ধে হেন অপপ্রচার নেই যা সে করতো না।

১৫। প্রশ্ন ঃ উম্মে জামীল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে কীভাবে কষ্ট দিত?

উঃ— মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর যাতায়াতের পথে বা তার বাড়ি দরজার সামনে কাঁটা বিছিয়ে বা পুঁতে রাখত । সে ছিল একজন কবি। ফলে নানা ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করে লোকেদের ক্ষেপিয়ে তুলত। অকথ্য ভাষা ব্যবহার করতো।

১৬। প্রশ্ন ঃ আবু লাহাব কীভাবে দাওয়াতের বিরোধিতা করত?

উঃ— হজ্জের মৌসুমে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর পিছে লেগে থাকতো। যেখানেই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দাওয়াত দিতেন, সেখানেই সে তাকে গালি দিয়ে লোকদের তাড়িয়ে দিতো।

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ নাভীর নীচের চুল যদি চল্লিশ দিনের বেশি হয়ে যায় তাহলে স্বলাত বিশুদ্ধ হবে কি? — নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কালিয়াচক, মালদা।

উত্তর ঃ স্বলাত জায়েয (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৫/১৪৪)। তবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তির জন্য চল্লিশ দিনের বেশি নাভীর নীচের চুল ছেড়ে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ নাবী ﷺ তা নিষেধ করেছেন (মুসলিম ২৫৮, ইবনু মাজাহ্ ২৯৫, তিরমিযী ২৭৫৯)।

২। প্রশ্ন ঃ 'যে ব্যক্তি রাত্রে শয়নকালে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে সে সকালে নিষ্পাপ হয়ে উঠে' মর্মে বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। — কারীমা বিবি, পাকুড়।

উত্তর ঃ হাদীসটি যঈফ (যঈফুল জামি ৫৭৮৭, যঈফুত্ তারগীব ঃ ৯৭৮)। এমনকী ইমাম সুয়ূতী ও ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন (আল্লা আলিউল মানূআহ্ ১/২১৪, আল মাওযূআত ঃ ১/২৪৭)।

৩। প্রশ্ন ঃ স্বলাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়ার পর অনেকে বুকে ফুঁক দেয়। এটা কি সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। — আশরাফ মণ্ডল, হুগলী।

উত্তর ঃ আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁক দেওয়ার ব্যাপারে আমরা কোনো হাদীস পাচ্ছি না। তবে ফরয স্বলাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করার বিশেষ ফজীলত রয়েছে। আবূ উমাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ফরয স্বলাতের পরে যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তাকে মৃত্যু ব্যতীত কোনো কিছুই জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে না (ইমাম নাসাঈর সুনানুল কুবরা, ৯৮৪৮, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্ লাইলাহ্, ১০০, সহীহুল জামে ৬৪৬৪)।

৪। প্রশ্ন ঃ অযুর পরে অযুর অঙ্গপ্রতঙ্গগুলি মোছার জন্য রুমাল বা গামছা ব্যবহার করা যাবে কি? — উবাইদুল্লাহ্, বর্ধমান।

উত্তর ঃ যাবে (ফাতাওয়া নূর শাইখ উসাইমীন ৭/২, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্ ১/২২২)। তবে অযুর পরে রুমাল প্রভৃতি দ্বারা শুষ্ক না করা উত্তম (ফাতাওয়া ইলমিয়্যাহ্,১/২১৮)। নাবী ﷺ বলেন, যখন কোনো মু'মিন অথবা মুসলিম বান্দা অযু করে এবং মুখমণ্ডল ধোয়, তখন তার মুখমণ্ডল হতে তার চোখের দ্বারা কৃত সকল (ছোট) গুনাহ্ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। যখন সে তার দু-হাত ধোয়, তখন তার দু হাতে কৃত সকল (ছোট) গুনাহ তার হাত হতে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায। অতঃপর সে সকল (ছোট) গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যায় (তিরমিযী ২, আহমাদ ৮০২০)।

৫। প্রশ্ন ঃ (ক) কাউকে যদি তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়, আর সে যদি জীবন বাঁচানোর জন্য তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে তালাক হবে কি? (খ) যদি মুখে তালাক দেওয়া হয়, আর অন্তরে তালাকের নিয়ত না থাকে তাহলে তালাক পড়বে কি? (গ) যদি এক সাথে তিন তালাক দেওয়া হয়, তাহলে তিন তালাকই পড়বে নাকি এক তালাক হবে? কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। — রুহুল কুদ্দুস, তিতকুমার, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা।

উত্তর ঃ কাউকে যদি তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়, আর সে জীবন বাঁচানোর জন্য তালাক দেয়, তাহলে তালাক কার্যকর হবে না। কারণ নাবী ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার উম্মাতকে ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কৃতকাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন (ইবনু মাজাহ্ ২০৪৫, সহীহ্ ইবনু হিব্বান ৭২১৯, মুস্তাদরাক ২৮০১)।

এ বিশুদ্ধ হাদীসের ব্যাপকতা থেকে সৌদী ফাতাওয়া কমিটির মুফতীগণ বলেছেন, জোরপূর্বক আদায়কৃত তালাক তালাক হিসাবে গণ্য হবে না (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/২০/৪১)। আয়িশা থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন, জোরপূর্বক আদায়কৃত তালাক ও দাসমুক্তি কার্যকর হবে না (ইরওয়াউল গালীল ২০৪৭)। এ হাদীস উল্লেখ করে ইমাম বাগাবী বলেছেন, জোরপূর্বক আদায়কৃত তালাক কার্যকর হবে না' একথারই প্রবক্তা ছিলেন উমার বিন খাত্তাব, আলী বিন আবূ তালিব, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখগণ এবং ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ছাড়াও অনেক ইমাম (শার্হুস সুন্নাহ্ ৯/২২২)। মুদ্দা কথা জোরপূর্বক আদায়কৃত তালাক কার্যকর হবে না (বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ ৯/৩৯০)।

(খ) সুস্পষ্ট শব্দে তালাক দিলে তালাক পড়ে যাবে তালাকের নিয়ত থাক বা না থাক। এ বিষয়ে ইমাম ইবনু কুদামা ইজমা নকল করেছেন (মুগনী ৭/৩৯৭)। আবূ হুরাইরাহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ্ বলেন, তিনটি বিষয় এমন আছে যে, বাস্তবিকই বলা হলেও যথার্থ বিবেচিত হবে, আর উপহাসোচ্ছলে বলা হলেও যথার্থ গণ্য হবে ঃ বিবাহ, তালাক ও প্রত্যাহার (ইবনু মাজাহ্ ২০৩৯, তিরমিযী ১১৮৪, আবূ দাউদ ২১৯৪ -)।

(গ) যদি এক সাথে তিন তালাক দেওয়া হয়, তাহলে একটিই তালাক পড়বে। ইবনু আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ্ এর যুগে এবং আবূ বাকর এর যুগে ও উমার এর খিলাফতের প্রথম দুবছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হতো। অতঃপর উমার বলেন, লোকেরা একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের অবকাশ ছিল। যদি আমরা তা তাদের জন্য কার্যকর করে দিই। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দিলেন (মুসলিম ১৪৭২, আহমাদ ২৮৭৫, মুস্তাদরাক ২৭৯৩)। এ হাদীস সকলের ঐক্যমতেই সহীহ্। এ হাদীসকে কেন্দ্র করে হানাফী আলেম নূহের প্রিয়তম পুত্র যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক কার্যকর হওয়ার বিধান রহিত না হওয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির ব্যাপারে এটা এমন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য যা কোন বিতর্ক গ্রহণ করে না, কারণ নাবী এর মৃত্যুর পরেও তাঁর উপর আমল হয়েছে আবূ বাকর এর খিলাফতে এবং উমার এর খিলাফতের প্রথম দিকে। আর উমার অন্য কোনো দলীলের দ্বারা তার বিরোধিতা করেননি, বরং নিজের ইজতিহাদ দ্বারা করেছিলেন। কারণ তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছিলেন যেমন তাঁর কথা থেকেই বুঝা যাচ্ছে — তিনি বলেছিলেন ঃ লোকেরা তাড়াহুড়া শুরু করেছে .... আমরা যদি তা তাদের উপর কার্যকর করে দিই....।" এ ধরণের জিজ্ঞাসা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব কি কোনো হাকিমের জন্য বৈধ্য যদি তার কাছে সে বিষয়ে কোনো দলীল থাকে?

আর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে বলেছিলেন, ''লোকেরা তাড়াহুড়া শুরু করেছে" তার একথা প্রমাণ করছে যে, পূর্বে এরূপ অবস্থা ছিল না। তাই তিনি শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এবং শাস্তির উদ্দেশ্যেই এ বিধান চালু করেছিলেন। তাঁর এ ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের কারণে সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান যার উপরে মুসলিমদের ইজমা হয়েছিল আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতে এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতের প্রথম দিকে ছেড়ে দেওয়া কি বৈধ হবে যে, তাঁর ইজতিহাদকে নেওয়া হবে এবং তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত সেই বিধানকে ছেড়ে দেওয়া হবে যা তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর আনুগত্যে এবং আবূ বাকর (রাঃ) এর আনুগত্যে? হে আল্লাহ্! নিশ্চয় এটা ইসলামী ফিকহের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যাওয়া এক অদ্ভুত ঘটনা। হে আলেম সমাজ আপনারা সুন্নাতী বিধানের দিকে ফিরে আসুন (সিলসিলাতুল আহাদিসুয্ যাঈফাহ্ ১১৩৪ নম্বর হাদীসের পর্যালোচনা)।

হানাফীদের ফাতাওয়ার কিতাব ফাতাওয়া রাশীদিয়ায় লিখা আছে যে, এক মজলিসে তিন তালাক দিলে স্বামী প্রত্যাহার করতে পারবে। কারণ সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নাবী (সঃ) এবং আবূ বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) এর খিলাফতের প্রথম দিকে এটাই দস্তুর ছিল। উমার (রাঃ) যে তিন তালাককে তিন কার্যকর করেছিলেন, সেটি তাঁর প্রশাসনিক হুকুম ছিল, শরীয়তী নয় (ফাতাওয়া রাশীদিয়া ৪৭৫ পৃঃ)।

এটাই চূড়ান্ত সত্য। সুতরাং সৌদী ফাতাওয়া কমিটির মুফতীগণ বলেছেন ঃ আলেমদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী একসাথে তিন তালাক দিলে একটিই তালাক কার্যকর হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/২০/১৬৩)।

উল্লেখ্য যে, সকলের ঐক্যমতেই নাবী (সঃ) এর হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবীর কথা গ্রহণযোগ্য নয় (ইলাউস্ সুনান্ ১/৪৩৮, মিরকাত ৩/১০৪৬, তুহফাতুল আহ্ওযী ২/২১৩, রাদ্দুল মুহতার ২/১৫৮, ফাৎহুল কাদীর ২/৬৮)।

৬। প্রশ্ন ঃ নাবী (সঃ) বলেছেন, ''তোমরা সুতরা বিহীন স্বলাত আদায় কর না।" এ হাদীস কি সহীহ্? সুতরা বিহীন স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করার কারণ কী জানিয়ে বাধিত করবেন। — সাদাকাশ আলি, দঃ কৃষ্ণনগর, সামশেরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ হাদীসটি সহীহ। হাদীসটিকে আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, শুআইব আরনাউত, ইমাম হাকিম ও যাহাবী প্রমুখগণ সহীহ্ বলেছেন (দ্রষ্টব্য তাহকীক সহ মুসতাদরাক ৯২১, সহীহ্ ইবনু হিব্বান ২৩৬৯)।

সুতরা ব্যতীত স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করার কারণ হল ঃ মুসল্লীর স্বলাতে একাগ্রতা বিনষ্ট না হওয়া এবং শয়তান যাতে স্বলাতকে বিনষ্ট করতে না পারে। সাহল বিন আবূ হাসমাহ্

(রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সুতরা সামনে করে স্বলাত আদায় করে তখন সে যেন সুতরার নিকটবর্তী হয়, যাতে শয়তান তার স্বলাত ভঙ্গ করতে না পারে (আবূ দাউদ ৬৯৫, নাসাঈ ৭৪৮)।

৭। প্রশ্ন ঃ যদি আইয়্যামে বীযের সিয়াম কোনো মাসে কারণবশতঃ তিন দিন রাখা না হয়, বরং দুদিন রাখা হয় তাহলে তা রাখা যাবে কি? — মাষ্টার আযহাব, গঙ্গারামপুর।

উত্তর ঃ আইয়্যামে বীয়ের সিয়াম অর্থাৎ চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সিয়াম। কেউ যদি এদিনগুলির মধ্যে দুদিন সিয়াম পালন করে তাহলে করতে পারে। সে দুদিনেরই নেকী পাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, কেহ কোনো ভালকাজ করলে সে তার দশগুণ প্রতিদান পাবে (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু বায ১৫/৩৮৬)।

৮। প্রশ্ন ঃ আমি একট কুরবানীর জন্য ছাগল রেখেছিলাম। সে অন্তঃসত্বা হয়ে পড়েছে। তার কুরবানী দেওয়া যাবে কি? যদি যায় তবে গর্ভস্থ সন্তানের কী হবে? — আমীরুল ইসলাম, মুন্সীর হাট, হাওড়া।

উত্তর ঃ যদি কুরবানীর সময় পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব হয়ে যায় তাহলে বাচ্চাসহ তার কুরবানী করবে। একথাই বলেছেন আলী (রাঃ) (তিরমিযী ১৫০৩, বাইহাকীর কুবরা ১৯১৯২)। অন্যথায় তার পরিবর্তে অন্য ছাগল কুরবানী করবে যদি সামর্থবান হয়। জেনে শুনে অন্তঃসত্বা পশু কুরবানী করা থেকে বিরত থাকা উচিত (ফাতাওয়া শাইখুল হাদীস, মুবারকপুরী ২/৩৯৬)। অবশ্য কেউ যদি কুরবানী করে তবে জায়েয এবং তার গর্ভস্থ বাচ্চা খাওয়া বৈধ (ফাতাওয়া দারুল ইফতা মিসর ৯/২১৭)। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নিকট গর্ভবতী পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। কেননা তার মায়ের জবেহ তার জবেহ এর জন্য যথেষ্ট (ইবনু মাজাহ্ ৩১৯৯, আবূ দাউদ ২৮২৭, আহমাদ ১১২৬০, বাইহাকীর কুবরা ৩-৮৩)।

৯। প্রশ্ন ঃ যদি মুসল্লীর তুলনায় ঈদগাহ্ ছোট হয় এবং তাতে লোকের সংকুলান না হয়, তাহলে ঈদগাহে ছাদ করা যাবে কি? প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে নারী পুরুষের ঈদের স্বলাতের জন্য ঈদ মাঠে জায়গার সংকুলান না হলে দ্বিতীয় ঈদগাহ্ করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ঈদগাহে ছাদ করবে (মাসিক সরল পথ, জানুয়ারী ২০১৭)। আমাদের দৃষ্টিতে এ ফাতাওয়ার সংশোধন হওয়া উচিত। কেননা, তারীখুল মাদীনা এবং খুলাসাতুল অফা বিভিন্ন গ্রন্থে হাদীস রয়েছে যে, ঈদগাহে কোনো বিল্ডিং বা তাঁবু স্থাপন করা যাবে না। — মালদা ও মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ ঈদগাহে কোনো বিল্ডিং বা তাঁবু স্থাপন করা যাবে না মর্মে বর্ণিত হাদীসটি যঈফ। কারণ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনাকারী জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ হল অজ্ঞাত রাবী। অতএব মাসিক সরল পথ পত্রিকার ফাতাওয়াই সঠিক। উল্লেখ্য যে, খোলা মাঠে ঈদের স্বলাত আদায় করা সুন্নাত (ফাতাওয়া নূর - শাইখ ইবনু বায় ১৩/৩৪৭)।

১০। প্রশ্ন ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এক গাধায় বসে আমি এলাম ঐ সময় আমি যুবক হওয়ার পথে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মিনায় লোকেদের নিয়ে স্বলাত আদায় করছিলেন। তারপর আমি কাতারের সামনে দিয়ে গাধার উপর চেপে গেলাম এবং গাধার উপর থেকে নেমে কাতারে অংশ গ্রহণ করলাম। এরজন্য আমার কেউ প্রতিবাদ করলো না। হাদীসটি সহীহ্, যঈফ না জাল। — জাহাঙগীর আলম, দঃ কৃষ্ণনগর, সামশেরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ আমরা প্রথমে হাদীসের সঠিক ভাবার্থ উল্লেখ করছি। ইবনু আব্বাস বলেন, আমি একটি গাধীর উপর আরোহণ করে আসলাম, তখন আমি বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছি। আর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) দেয়াল ব্যতীত মিনায় লোকেদের নিয়ে স্বলাত আদায় করছিলেন। আমি কাতারের এক অংশের সম্মুখ দিয়ে পার হয়ে অবতরণ করে গাধীকে ছেড়ে দিলাম। সে ঘাস খেতে থাকল। আর আমি কাতারে ঢুকে পড়লাম; এ ব্যাপারে আমাকে কেউ বাধা দেয়নি (বুখারী ৪৯৩)। এ হাদীস সহীহ্। মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী এ হাদীসকে কেন্দ্র করে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন ইমামের সুতরা হল মুক্তাদিদের সুতরা। অর্থাৎ ইমাম বুখারী এর অর্থ নিয়েছেন দেয়াল ব্যতীত অন্য কিছুর আড়ালে। এ ভাবার্থ ইমাম বুখারীর অধ্যায় রচনা থেকে স্পষ্ট। আইনী হানাফী বলেন, ইমাম বুখারীর অধ্যায় রচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে দেয়াল ব্যতীত কোনো সুতরা ছিল না। কেননা শব্দটি সর্বদা স্বিফাত (বিশেষণ) হিসাবে ব্যবহৃত হয় (উমদাতুল কারী ৪/২৭৬)। একথাই বলেছেন, আল্লামা ওয়াবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরী (মিরআত ২/৪৯৯)। অর্থাৎ মিনায় নাবী (সঃ) দেয়াল ব্যতীত অন্য কিছুকে সুতরা করে স্বলাত আদায় করেছিলেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ফাযল একটি গাধীতে আরোহণ করে আসলাম। আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সম্মুখ দিয়ে পার হলাম। সে সময় তিনি আরাফাতে ফরয স্বলাত আদায় করছিলেন, তাঁর মাঝে এবং আমাদের মাঝে সুতরা হিসাবে কিছুই ছিল না (সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্ ৮৩৮, মুসনাদ বায্যার ৪৯৫১)। এ হাদীস যঙ্ঈফ মুনকার। ইমাম ইবনু খুয়াইমাহ্ অত্র হাদীস বর্ণনার পরে বলেছেন ঃ এ হাদীসের রাবী আব্দুল কারীম দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয় (সহীহ্ ইবনু খুযাইমা ৮৩৯)। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল কারীম হল আব্দুল কারীম বিন আবূল মুখারিক সকলের ঐক্যমতেই যঙ্ঈফ, এমনকী ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী মাতরূক বলেছেন (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ সিলসিলাতুল্ আহাদীসিয্ যাঈফাহ্ ৫৮১৪)।

১১। প্রশ্ন ঃ বক্তাদের মুখে একটি ঘটনা শুনা যায় যে, একদা আল্লাহ্ তাআলা জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) কে অহী করলেন যে, অমুক অমুক গ্রামকে তার অধিবাসীসহ ধ্বংস করে দাও। তখন সে বলল, হে আমার রব! সেখানে তো এক বান্দা রয়েছে যে, এক পলকের জন্যও তোমার নাফারমানী করেনি। তখন আল্লাহ্ বলেন, তুমি শহরটিকে তার এবং তাদের উপর উল্টিয়ে দাও। কারণ তার চেহারা আমার জন্য এক মুহূর্তের জন্যও পরিবর্তিত হয়নি। এ হাদীসটি কোথায় আছে এবং তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। — জামাল, সুলীতলা, ধুলিয়ান।

উত্তর ঃ হাদীসটি অত্যন্ত যঙ্ঈফ (সিলসিলাহ্ যঙ্ঈফা ১৯০৪)।

১২। প্রশ্ন ঃ আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করার হাদীসটি সহীহ্ না কি যঙ্ঈফ দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন?— তাফাযযুল হক ফাইযী, রাজস্থান।

উত্তর ঃ হাদীসটি হাসান (সহীহ্)। ইউসায়রাহ্ সূত্রে বর্ণিত। নাবী তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তোমরা তাকবীর, তাকদীস এবং তাহলীল ভালোভাবে স্মরণে রাখবে এবং আঙ্গুল দ্বারা গণনা করবে। কারণ আঙ্গুলগুলোকে (কিয়ামতে) জিজ্ঞাসা করা হবে এবং (সেদিন) তার কথা বলবে (আবূ দাউদ ১৫০, তিরমিযী ৩৫৮৩)। হাদীসটিকে ইমাম ইবনু হাজার আস্বাকালানী, নাওবী, আবুল ফাযল ইরাকী, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী ও হাফিয যুবাইর হাসান বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী ও ইমাম হাকিম সহীহ্ বলেছেন। উল্লেখ্য আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী আয়েশা মাওকুফ হাদীসের কারণে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (সহীহ্ আবূ দাউদ ১৩৪৫)।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বলেন, আমি নাবী কে হাত দ্বারা তাসবীহ্ গুণতে দেখেছি (তিরমিযী ৩৪৮৬, সহীহ্ ইবনু হিব্বান ৮৪৩)। এ হাদীস সহীহ। নাবী ডান হাতে তাসবীহ্ গণনা করেছেন (আবূ দাউদ ১৫০২, বাইহাক্বীর কুবরা ৩০২৭)। এ হাদীসের সনদ আমাশের তাদলীসের কারণে যঙ্ঈফ। অবশ্য আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী, ইমাম নাঅবী এবং আইমান সালিহ শাবান প্রমুখগণ সহীহ্ বলেছেন। সৌদী ফাতাওয়া কমিটি ডান হাত দ্বারা তাসবীহ্ গণনা করাকে উত্তম বলেছেন (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৭/১০৭)।

সংগঠন সংবাদ

(১)

বিগত ১৯.৩.১৭ তারিখ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলার আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব কুরআন মাজীদের সূরা হুদের প্রথম থেকে পাঁচ আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, এ-কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ হতে সুবিন্যাস্ত অতঃপর তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপাসনা করো না আর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, প্রথমতঃ তাহলে তিনি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদের সুখ সম্ভোগ দান করবেন। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে যথাযথ মর্যাদা দান করবেন। আর যদি কেউ পাপ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকার তাহলে তাদের জন্য আল্লাহ্ বলেন তারা কিয়ামতের দিন মহা শাস্তির জন্য প্রস্তুত হোক। কেননা প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ্র কাছেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে যেতে হবে। মানুষ যত সহজে পাপ কাজে লিপ্ত হয় ক্ষমা কিন্তু অত সহজে পাওয়া সম্ভব নয়। পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনাই যথেষ্ট হতে পারেনা তার জন্য প্রয়োজন আন্তরিক অনুশোচনা ও অনুতাপ। সাহাবায়ে কেরামগণের সামান্য নিয়তের ত্রুটিতে উহুদের যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষের নিয়তের ত্রুটিতে কতখানি বিপর্যস্ত হতে পানির আন্তরিক ভাবে ভাবতে হবে। ক্ষমা প্রার্থনায় আন্তরিক হলে আল্লাহ্র ঘোষণা মতো প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন এবং বাগ বাগিচা ও প্রবাহিত নদ-নদী দ্বারা উপকৃত করবন। অতএব আসুন ক্ষমা প্রার্থনায় আন্তরিক হই এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়ার চেষ্টা করি।

আলোচ্য সূচী অনুযায়ী যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় তাহলে — (১) জেলা জমঈয়তের জন্য স্থায়ী সিলেবাস তৈরির উদ্দেশ্যে একটি সিলেবাস কমিটি তৈরি করা হয়েছে। উক্ত কমিটির মাননীয় সদস্যরা হলেন যথাক্রমে --- (ক) আব্দুল্লাহ্ সালাফী, (খ) আনওয়ারুল হক ফাইযী, (গ) তাজাম্মুল হক সালাফী, (ঘ) আবু ফায়সাল সালমান, (ঙ) নাজমে আলাম সানাবেলী, (চ) মাষ্টার আঃ রহমান, (ছ) মোঃ আলী হোসেন, (জ) নাজমূল হক, (ঞ) মোর্তুজা আলী, (ঞ) মোঃ কুতুবুদ্দীন। উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে ১৫ই এপ্রিল ২০১৭ শনিবার, সকাল ৯ ঘটিকায় জমঈয়তে আহ্লে হাদীস অফিসে।

২। জেলা জমঈয়তের বিভিন্ন ধরণের কর্মীদের দাওয়াতী কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জেলা নেতৃত্বের সমন্বয়ে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে দাওয়াতী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সুতী পশ্চিম জোনে উপস্থিত থাকবেন আব্দুল্লাহ্ সালাফী, তাজাম্মুল হক সালাফী, মাষ্টার আঃ রহমান, মোঃ আলি হোসেন প্রমুখ এবং ২০শে এপ্রিল শনিবার রাণীনগর গোরাইপুরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় উপস্থিত থাকবেন তাজাম্মুল হক সালাফী, মোঃ হেলালুদ্দীন ইত্যাদি।

এরপরেই আমীর সাহেবের দুআ পাঠের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সভার কাজের সমাপ্তি ঘটে। ইতি —

জেলা সম্পাদক

(২)

জমঈয়তে আহ্লে হাদীস রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকের উদ্যোগে ও পরিচালনায় বিগত ১৭.৩.১৭ শুক্রবার সলাতুল মাগরিবের পর মহম্মদপুর নতুন জামে মাসজিদে একটি দাওয়াতী সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় কুরআন তেলাওয়াতের পর বক্তব্য রাখে জনাব আব্দুর রহমান সাহেব, মোঃ রাজেশ সেখ, মোঃ ওয়াসিফ ইকবাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ। জনাব আব্দুর রহমান সাহেব কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে 'জামাআতবদ্ধ জীবনের অপরিহার্যতা' সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সভায় প্রায় ৫০ জন মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন। এশা পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকে। ইতি —

আব্দুর রহমান
আমীর, রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই এপ্রিল -১৫ই মে)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহুর	আসর	মাগরিব	ইশা
১৬ এপ্রিল	৩:৫৬	৫:১৪	১১:৩৭	৩:০৫	৬:০০	৭:১৮
১৭	৩:৫৫	৫:১৩	১১:৩৭	৩:০৫	৬:০০	৭:১৯
১৮	৩:৫৪	৫:১২	১১:৩৭	৩:০৫	৬:০১	৭:২০
১৯	৩:৫৩	৫:১১	১১:৩৭	৩:০৪	৬:০১	৭:২০
২০	৩:৫২	৫:১১	১১:৩৬	৩:০৪	৬:০১	৭:২১
২১	৩:৫১	৫:১০	১১:৩৬	৩:০৪	৬:০২	৭:২১
২২	৩:৫০	৫:০৯	১১:৩৬	৩:০৪	৬:০২	৭:২২
২৩	৩:৪৯	৫:০৮	১১:৩৬	৩:০৩	৬:০৩	৭:২৩
২৪	৩:৪৮	৫:০৭	১১:৩৬	৩:০৩	৬:০৩	৭:২৩
২৫	৩:৪৭	৫:০৬	১১:৩৫	৩:০৩	৬:০৪	৭:২৪
২৬	৩:৪৬	৫:০৬	১১:৩৫	৩:০২	৬:০৪	৭:২৫
২৭	৩:৪৫	৫:০৫	১১:৩৫	৩:০২	৬:০৫	৭:২৫
২৮	৩:৪৪	৫:০৪	১১:৩৫	৩:০২	৬:০৫	৭:২৬
২৯	৩:৪৩	৫:০৩	১১:৩৫	৩:০২	৬:০৬	৭:২৭
৩০	৩:৪২	৫:০৩	১১:৩৫	৩:০১	৬:০৬	৭:২৭
১লা মে	৩:৪১	৫:০২	১১:৩৫	৩:০১	৬:০৬	৭:২৮
২	৩:৪০	৫:০১	১১:৩৪	৩:০১	৬:০৭	৭:২৯
৩	৩:৩৯	৫:০০	১১:৩৪	৩:০০	৬:০৭	৭:২৯
৪	৩:৩৯	৫:০০	১১:৩৪	৩:০০	৬:০৮	৭:৩০
৫	৩:৩৮	৪:৫৯	১১:৩৪	৩:০০	৬:০৮	৭:৩১
৬	৩:৩৭	৪:৫৯	১১:৩৪	৩:০০	৬:০৯	৭:৩১
৭	৩:৩৬	৪:৫৮	১১:৩৪	২:৫৯	৬:০৯	৭:৩২
৮	৩:৩৫	৪:৫৭	১১:৩৪	২:৫৯	৬:১০	৭:৩৩
৯	৩:৩৪	৪:৫৭	১১:৩৪	২:৫৯	৬:১০	৭:৩৩
১০	৩:৩৪	৪:৫৬	১১:৩৪	২:৫৯	৬:১১	৭:৩৪
১১	৩:৩৩	৪:৫৬	১১:৩৪	২:৫৯	৬:১১	৭:৩৫
১২	৩:৩২	৪:৫৫	১১:৩৪	২:৫৮	৬:১২	৭:৩৫
১৩	৩:৩১	৪:৫৪	১১:৩৪	২:৫৮	৬:১২	৭:৩৬
১৪	৩:৩১	৪:৫৪	১১:৩৪	২:৫৮	৬:১৩	৭:৩৭
১৫	৩:৩০	৪:৫৪	১১:৩৪	২:৫৮	৬:১৩	৭:৩৭

মাসিক "সরল পথ" ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা • রজব - ১৪৩৮ • এপ্রিল - ২০১৭
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18

সরল পথ ট্রাস্টের পক্ষ হতে

বিশেষ আবেদন

প্রিয় পাঠকমণ্ডলী ও হাক্ব বা সত্যের প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী এবং অংশগ্রহণকারী দ্বীনদার ভ্রাতৃ সকল ! মহান আল্লাহর দরবারে আপনাদের সুখী জীবন ও নেক আমালের কাবূলিয়াত আন্তরিকভাবে আমরা কামনা করি।

স্বর্তব্য যে, সরল পথ ট্রাস্ট, ট্রাস্ট সমূহের মধ্যে ভিন্ন ভাবনার বার্তাবাহক। আর তা হল, প্রত্যহ পাঁচ বার ১৭ রাকাআত ফরয স্বলাতে সিরাতে মুসতাকীমের কামনাকে আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্র আলোকে বাস্তবায়ণ। আল্ হামদুলিল্লাহ্ সরল পথ পত্রিকা ও সরল পথ অ্যাকাডেমির সফল পদচারণা তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এই ট্রাস্টের কোনো পেইড সদস্য নেই, এমনকী সদস্যবৃন্দের কোনো টি.এ. (T.A.) বিল নেই। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি মূলত জমঈয়তে আহলে হাদীসের পর্যবেক্ষণে পরিচালিত হয়, যার লক্ষ্যমাত্রাই হল জীবনের প্রতিটি মূহূর্ত আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্র আলোকে গড়ে তোলা।

ভাল কাজে সাহায্য করা আপনার ঈমানী দায়িত্ব। তাই, সরল পথ অ্যাকাডেমির দুস্থ ও অভাবী ছাত্রদের কোনো একজনের বার্ষিক খরচ ৫০,০০০ কিংবা তার অংশ বিশেষ আপনি যাকাত হতে দিতে পারেন। তাছাড়া প্রচার ও প্রকাশনার কাজে আপনাকে যাকাত হতে দান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অ্যাকাডেমির শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কল্পে নিজস্ব তহবীল হতে দান করে অশেষ পূণ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এ বিষয়ে বিগত বর্ষের ঋণের পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা। জেনে রাখা ভাল, দান করলে সম্পদ কমে না (সহীহ্ মুসলিম ৬৯, তিরমিযী ২০২৯)

ফেরেশ্তাহ্ প্রত্যহ দাতার জন্য সম্পদ বৃদ্ধির ও কৃপণের জন্য সম্পদ ধ্বংসের দুআ করে থাকে (সহীহ্ বুখারী ১৪৪২, সহীহ্ মুসলিম ৫৭)।

ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ফোন মারফত অবগত করালে সরাসরি আমরা যোগাযোগ করব, ইন্শাআল্লাহ্। অথবা নীচের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে পাঠাতে পারেন। আল্লাহ্ আমাদের দ্বারা ভাল কাজ করিয়ে নেন — আমীন।

বিনীত
আব্দুল্লাহ্ সালাফী
আমীর, জমঈয়তে আহ্লে হাদীস, মুর্শিদাবাদ

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠালে ০৯১৫৩০৪৪১৪১ নাম্বারে অবশ্যই অবহিত করুন।

SARAL PATH ACADEMY
STATE BANK OF INDIA, UMARPUR BRANCH, Umarpur, Murshidabad
A/C No. : 35180888486 • IFSC Code - SBIN - 0012355

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা 'সরল পথ' পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহক, এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটরদের অবগতির জন্য এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, অপরাপর দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ খরচ বৃদ্ধির জন্য আগামী জুন ২০১৭ সংখ্যা থেকে 'সরল পথ' পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৫ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। আশা করি, পত্রিকার সাথে আত্মিকভাবে সম্পৃক্ত সকলেই মূল্য বৃদ্ধির এই অনিবার্য বিষয়টি মহানুভবতার নিরিখে বিবেচনা করবেন ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা অক্ষুন্ন রাখবেন।

বিনীত
সম্পাদক (সরল পথ পত্রিকা)

মূল্য - ১৮/- টাকা মাত্র
Printed by : K P Press , Habibur Rahman - 9830557609